BanglaBook.org

রিটার্ন অফ রাভানা সিরিজের প্রথম বই

পায়ার অফ কুইনস

ডেভিড হেয়ার

রূপান্তরঃ শুভঙ্কর শুভ

মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

স্বৈরাচারী রাজা, রবীন্দ্র-রাজ, এক গুপ্তশাস্ত্র অনুশীলনের পরিকল্পনা করে। যেখানে সাত রানিসহ চিতার আগুনে ভস্ম হবে সে, আর লাভ করবে পূনর্জন্ম– রাক্ষস-রাজ রাবণের সব শক্তি হাতের মুঠোয় নিয়ে। কিন্তু বাধ সাধল ছোট রাণী দরিয়া। রাজদরবারের সভাকবি, আরম ধূপের সাহায্যে ভস্ম হওয়ার আগেই পালিয়ে গেলো সে। কিন্তু তারপর...?

যোধপুর, রাজস্থান, ২০১০ সাল।

সেই প্রাচীন মান্ডোরের কোনও এক জায়গায়, পরস্পর মিলিত হলো চারজন কিশোর-কিশোরী: বিক্রম, আমানজীত, দীপিকা, রাস। ধীরে ধীরে ওরা বুঝতে পারল, ওদের পিছু নিয়েছে এক অতৃপ্ত ভয়ঙ্কর রাজা আর তার রানিদের আত্মা। পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে অতীতের একদল অপশক্তি। কিন্তু লক্ষ্য ওরাই কেন?

জানতে হলে, খুঁজে বের করতে হবে সত্যটাকে...শতাব্দীর ভারে প্রায় হারিয়ে যাওয়া সেই ইতিহাসকে।

আবার লড়তে হবে প্রাচীন সেই যুদ্ধ...আরও একবার।

www.BanglaBook.org

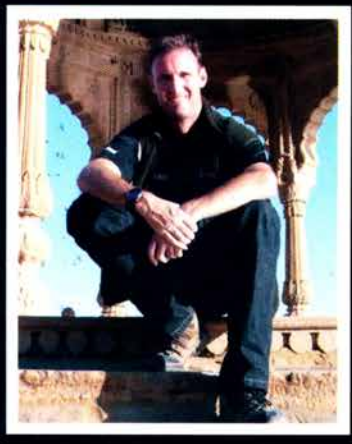

ফ্যান্টাসি লেখক ডেভিড হেয়ার-এর জন্ম নিউজিল্যান্ডে। তার প্রথম গ্রন্থ দ্যা বোন টিকি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে এবং ২০১০ সালে লাভ করে নিউজিল্যান্ড পোস্ট চিলড্রেন্স বুক এওয়ার্ড।

চাকরীসূত্রে স্ত্রীকে নিয়ে বেশ কয়েক বছর কাটান ভারতে। তখনই ঝুঁকে পড়েন ইন্ডিয়ান মিথলজিতে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে লিখে ফেলেন চার বইয়ের সিরিজ– দ্য রিটার্ন অফ রাভানা। একই সাথে পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া আর পেঙ্গুইন নিউজিল্যান্ড থেকে বইগুলো বের হয় এবং ২০১২ সালে নিউজিল্যান্ড পোস্ট চিলড্রেন্স এওয়ার্ড পায়। লেখালেখি ছাড়াও লোকাচারবিদ্যা, ইতিহাস এবং ফুটবলের প্রতি আগ্রহ আছে তার।

বর্তমানে পরিবার নিয়ে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরে বসবাস করছেন খ্যাতিমান এই লেখক।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

পায়ার অফ কুইনস

পায়ার অফ কুইনস

মূলঃ ডেভিড হেয়ার

রূপান্তর শুভঙ্কর গুড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১৭
© লেখক
প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অলংকরন : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ২৫০ টাকা

Pyre of queens By David Hair
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Jonopriyo Printers
Price : 250 Tk. U.S. :08 $ only
ISBN : 978 984 92437 6 2

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উৎসর্গ

প্রিয়তম স্ত্রী-কেরি, এবং দুই সন্তান-ব্র্যান্ডন আর মেলিসাকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

বয়স যখন পাঁচ, আমি রামের সাথে পরিচিত হই রাবনের হত্যাকারী রূপে। যেখানে রাম ছিল নায়ক, সীতা ছিল নায়িকা আর ছিল ছোট ভাই লক্ষণ। খলনায়ক যে কে, সেটা তো এখন সবাই জানে, তাই না? হ্যাঁ দশনন্দ, মানে রাবণ। আরে ওই যে দশ মাথাওয়ালা রাক্ষসটা। তো এই বইটা তাদেরকে নিয়েই, একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন নিউজিল্যান্ডের লেখক ডেভিড হেয়ার। তবে একটা কথা বলতেই হবে, একজন ভিনদেশী হয়ে যে পরিমান শ্রম আর শ্রদ্ধা দিয়ে বইটা লিখেছেন, আমার মনে হয় না স্বজাতির কেউ এতোটা দিয়েছে; ডঃ দিপক চন্দ্র বাদে। আমি আর কী করেছি! লেখককে অনুসরণ করে কেবল ভাষান্তর করেছি। হ্যাঁ, শুধু ভাষান্তরই করেছি। এক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই ডাঃ মো: ফুয়াদ আল ফিদাহ ভাইকে। আমি যে পরিমান যন্ত্রণা তাকে দিয়েছি, মনে হয় না আর কেউ এরকমটা দিয়েছে। নিজেকে তার শিষ্য বলে দাবী করি বলেই হয়তো তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছেন। আমার লেখক স্বত্বার সব শ্রম আর আনন্দ আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম।

এছাড়াও প্রয়োজনে সাহায্য আর উৎসাহ দিয়ে আমার মতো অলসকে ত্বরান্বিত করেছে যারা; ভ্রাতা মারুফ, ভ্রাতা রিজন, রাফি ভাই, রাফসান ভাই আর বিশু। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এটাই আমার প্রথম রূপান্তর। তাই শত চেষ্টার পরেও কম বেশি ভুলত্রুটি থেকে গেছে। আশা করি পাঠকরা এই ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সবার প্রতি রইল শুভকামনা।

শুভঙ্কর শুভ
ঢাকা।

প্রারম্ভ
হারানো দিনলিপি
যোধপুর, রাজস্থান, জুন ২০১০

আশি বছর আগে দিনলিপিটা যে বিশেষ শিলাপটের দুই ফুট নিচে পুঁতে রেখেছিল ও, এখনও সেটা সেখানেই আছে...মরচে পড়া যাওয়া, নকশা করা একটা বাক্সের ভেতর, পানিরোধক কাগজ আর চামড়ায় মোড়ানো। দিনলিপিটিকে এই আশি বছরে কেউ স্পর্শ করেনি বুঝতে পেরে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। মলিন হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলো থেকে ছাতাপড়া গন্ধ আসছে, সেই সাথে বাঁধাইও দুর্বল হয়ে গেছে। কয়েকটা পৃষ্ঠা তো খুবই পুরাতন, এই যেমন প্রথমটার বয়স কম করে হলেও প্রায় এক হাজার বছর হবে! সবচেয়ে পুরাতন পৃষ্ঠাটাই প্রথমে উল্টাল ও। দিনলিপিটা বহু প্রাচীন হলেও, ভাষা বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। কাঁপা কাঁপা আঙুলে নমনীয় কাগজের লেখাগুলো স্পর্শ করার সময় মনে মনে রূপান্তরও করে ফেলল।

যদি তুমি এই লেখা পড়ে থাক, তাহলে ধরে নিও তুমি আর আমি একই। কথাটার অর্থ বুঝতে তোমার কষ্ট হবার কথা না!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিছু কিছু গল্পের নিজস্ব জীবন রয়েছে। গল্পগুলো খুবই শক্তিশালী, খুবই জনপ্রিয়, এমনকি আমাদের সংস্কৃতির সাথেও উৎপ্রোতভাবে জড়িত। আবার একই সাথে সেগুলো জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও, আর তাতেই গল্পগুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কল্পনা করো, তুমি এমনই একটি গল্পের অংশ। যা কিনা সমগ্র একটি জাতির পরিচয় বহন করে চলছে! এতে যেমন রয়েছে নায়ক-খলনায়ক, তেমনি আছে ভালো আর মন্দ, আবার এর প্রতিটি শব্দই পবিত্র!

গল্পটা অনেকটা দাবা খেলার মতো। একের পর এক খেলা হতে থাকে। কিন্তু কখনও কোনও গুঁটির পরিচয় বা কাজের পরিবর্তন হয় না। আবার কখনও এই গল্পটি জীবন্ত, ক্রমাগত খুঁজে বেড়ায় অভিনেতাদের। আর যখন পেয়ে যায় তখন তার উপর অধিষ্ট হয়ে, সমগ্র স্বত্বা দিয়ে তাকে দখল করে নেয়, দ্রুত নতুন পথ খুঁজতে থাকে নিজেকে পুনরায় প্রকাশ করার, প্রতিবার।

কেমন লাগবে এদেরই একজন হতে? অনন্তকাল ধরে বারবার একই জীবন যাপন করতে? একই নাটকে অভিনয় করতে? নিজের মহান আত্মত্যাগের

BanglaBook.org

বিনিময়ে নাটকটাকে আরও মহিমান্বিত করতে? অভিনেতাদের সমগ্র জীবনই যেন ভাগ্য নামক কারাগারে আবদ্ধ। যেখানে ভাগ্য তাদেরকে নিয়ে একের পর এক ছেলে খেলায় মাতে।

এই দেখো, কাকে কী বলছি? এসব তো তুমি ভালো করেই জান। কি, ঠিক বলেছি না?

এটা এমন একটি অত্যাচারী দেবতার গল্প, যে জোর করে নিজের উপাসনা করায়।

জিজ্ঞাসা করতে পার, এমনও কি হয়? হ্যাঁ হয়, এবং আমি জানি। এই আমিই এমন একটা গল্পে বাস করছি, আর অনন্তকাল ধরে এটা চলতে থাকবে। এটাই যে আমার নিয়তি। সেই সাথে তোমারও।

একবার দুবার নয়, বারংবার।

বহুবার।

এবং আবার...

... তা সত্ত্বেও আবার।

এরপর লেখা কবিতাটির দিকে তাকিয়ে উত্তেজনার শিহরন অনুভব করল ও।

প্রায় খাবি খেলো যেন ।

সময় হলো জীবন ঝর্না থেকে নিঃসৃত অমৃতসুধা।
আমার উচিৎ এই সুধাকে করে আকর্ষন,
আমার হাতে নেয়া,
পেয়ালার ন্যায় আমার কৃশ দুর্বল আঙুলে
এর স্বাদ গ্রহন করা,
প্রতিটা ফোঁটাই মূল্যবান।
কিন্তু হায়, আমি আগবাড়িয়ে নিয়েছি তাতে,
আর হয়েছে নিঃসৃত।
তবে একদিন আমি শিখব তিক্ত... পান করতে,
না ফেলে, এবং তৃষ্ণা মিটিয়ে!
আর অবশেষে হবো মুক্ত।

-আরম ধূপ, মান্ডোরের কবি।

BanglaBook.org

বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেছে ওর, বুঝতে পারল দম নেবার কথা ভুলে ছিল এতোক্ষণ। আর এখন হাঁপিয়ে উঠেছে, বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। এক বছর আগে ইংরেজি ক্লাসে লিখা কবিতার সাথে এই এটার হুবহু মিল। এই কবিতাটার জন্য ওই বছর পুরস্কারও জিতেছিল ও। যদিও ঠিক ভাবে এর অর্থ শিক্ষকদের বুঝাতে

পারেনি। 'কবিতাটার অর্থ পুনর্জন্মবাদ,' ব্যাস এতোটকুই বলতে পেরেছিল সেদিন।

শেষ পর্যন্ত দিনলিপিটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল। যদিও জানে যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, পুরোটাই আবার পড়ে ফেলবে ও। তবে জানে, এই শব্দগুলোর প্রতিটা ওর মুখস্থ, যেন গতকাল নিজ হাতেই লিখেছে!

দিনলিপিটির সাথে আরও একটি জিনিস লুকানো ছিল। একটা সাধারণ চামড়ার থলি। থলিটা খুলল, কিন্তু ভেতরটা খালি। এখনও খালি, এতোগুলো বছর বাদেও, অদ্ভুত! ও ভেবেছিল, অন্তত এবার হয়তো ভরা থাকবে ওটা। ওর হাতে এখনও জিনিসটার ছোঁয়া লেগে আছে–খয়েরি লালচে দাগওয়ালা পাথর খচিত একটি প্রাচীন লকেট। দীর্ঘ সুদূরের স্মৃতি ওর মানসপটে ভেসে উঠল, পাথরটি স্পর্শ করলে কেমন এক অদ্ভুত স্পন্দন অনুভব হতো! পাথরটি এখন কোথায় আছে, ওর কোনও ধারণাই নেই।

নিঃসন্দেহে কোনও ইতিহাসসন্ধানী দিনলিপিটি পেলে লুফে নেবে, কিন্তু ও এটা কখনও কাউকে দেখায়নি। দিনলিপিটি লেখা শুরু করেছিল প্রায় হাজার বছর আগে। আবার মাটি চাপাও দিয়েছে বহুবার, শেষবার দিয়েছে তাও বছর ত্রিশ হয়ে গেছে। যদিও তখন ওর বয়স ছিল সবে সতেরো, কিন্তু বহু শতাব্দী ধরেই এটা ওর জীবনের একটা অংশ হয়ে আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় একঃ ষড়যন্ত্রকারী
মান্ডোর, রাজস্থান ৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ

শীতের গমন বার্তা পেতেই, সূর্য আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বালিঝড় শুরু হয়েছে থর মরুভূমি জুরে, যেন কমলা বর্ণের মলিন মেঘ। বছরের এ সময়টায় সচরাচর কেউ বাইরে বেরোয় না। আর যদি একান্তই বেরোতে হয়, তাহলে পুরুষেরা সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে নেয়, আর মহিলারা তাদের দুপাট্টা দিয়ে মাথা ঢেকে নেয়। ফলে দূর থেকে দেখতে রঙিন পতঙ্গের মতো দেখায় তাদের, যেন মরুর বুকে দুলতে থাকা মরীচিকা!

এমনটা করার অবশ্য কারণ আছে। নিঃসঙ্গ মরুভূমিটা যেন ওদের রঙটাও শুষে নিতে না পারে, সেজন্যই এতো আয়োজন। যেমনটা সে নিজের রঙে বদলে নিয়েছে ফ্যাকাশে ঝোপঝাড়, আর ছোট ছোট মাটির ঘর-বাড়িগুলোকে। কেমলমাত্র মানুষকেই পারেনি। তারা এই মরুকে চোখ রাঙিয়ে চলে যায় ওই ময়লা, ধোঁয়াটে শহরে। আর গা ভাসায় দূষণে, আত্মউল্লাস করে, একে অপরকে রাঙায়, হৃদয়ের খোঁড়াক যোগায়।

কয়েক মাস যাবত এখানে বৃষ্টি হয়নি, সামনের অনেকগুলো মাসেও হবার কথা না। বছরে হয়তো একবার এখানে বৃষ্টি হয়, তাও প্রকৃতির দয়া হলে! গ্রীষ্মের শেষে যখন হঠাৎ মুষলধারে বর্ষণ নেমে বর্ষার আগমনী বার্তা দেয়, প্রাণ যেন তাদের নেচে উঠে। তবে অন্যবারের তুলনায় এবারের শীতকাল ছিল আরও বেশি শুষ্ক। বৃদ্ধদের মতে, তাদের জীবনের সব থেকে খারাপ সময় ছিল এটা। তারা আরো বলে, যখন আকাশে কমলা ধূলোর মেঘ দেখা যায়, বুঝে নিতে হয় বছরটি খারাপ যাবে। যেমনটা এবার দেখেছে সবাই।

প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, এই বছরটা খারাপ যাবে। নাগভট্ট–এর পুত্র, দেবরাজ প্রতিহর তার শাসনামলের তৃতীয় বর্ষে নিজের রাজধানি, গুর্জার-প্রতিহর সাম্রাজ্যের কেন্দ্র, অভন্তি–তে স্থানান্তর করেন। পুরাতন রাজধানী, মান্ডোরকে তার তৃতীয় স্ত্রীর পুত্র রবীন্দ্ররাজ এর অধীনে রেখে যান। রাজসভা এবং এর সব ব্যক্তিবর্গ দেবরাজ-এর সাথে মান্ডোরকে অতীতের স্মৃতি হিসেবে ফেলে রেখে চলে যায় অভন্তিতে। এর ফলে দেবতারা নারাজ হয়ে মান্ডোরকে অভিসম্পাত করেন, অন্তত এখানকার অধিবাসীদের এমনটাই ধারণা। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়, এছাড়াও একসময়ের সমৃদ্ধশালী অট্টালিকাগুলো পরিণত

BanglaBook.org

হয় ছিঁচকে চোরদের আবাসস্থলে। আবার অনেকে বলে যে, মান্ডোরের এই অভিশাপে রবীন্দ্ররাজের অবদানও কম নয়, যার হিংস্রতা এবং অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষই অন্যত্র চলে গেছে। তারা আরও বলে, গর্বিত এই শহরকে গলা টিপে হত্যা করেছে রবীন্দ্ররাজ নিজে এবং দেবতাদের বিপক্ষে করা তার পাপ।

রাজ-সেনাপতি, মদন শাস্ত্রী, অস্বস্তির সাথে বাঁকা চোখে রবীন্দ্ররাজের দিকে তাকাচ্ছে, যেন কোনও বড় অপরাধ করেছে ও। রবীন্দ্র'র দিকে সরাসরি তাকানোর দুঃসাহস রাজ্যের কারও নেই। তাকালে জীবনের মায়া ছেড়েই তাকাতে হয়।

'বলো, গৌতম! বলো!' তপ্ত লোহার দণ্ড বন্দীর বুকে চেপে ধরে হুংকার ছাড়ল রবীন্দ্ররাজ। নিমিষেই পোড়া মাংসের গন্ধে ঘর ভরে উঠল, আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও মৃদু কেঁপে উঠেছে। বন্দী চাপা স্বরে আর্তনাদ করছে, মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। গৌতমের সারা দেহ চাবুক পেটা, কাটা ও পোড়া দাগে ভরা। এমন অবস্থা যে পরিচিত কেউ দেখলেও ওকে চিনবে না। যদি করুণা দেখিয়ে ছেড়েও দেয়া হয়, তবুও স্বাভাবিক অবস্থায় আর কখনও ফিরতে পারবে না ও। তারচেয়ে বরং মেরে ফেলাই শ্রেয়। শাস্ত্রী চাইছিল অত্যাচারটা বন্ধ করতে, কিন্তু রবীন্দ্র আর তার খুশিতে হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস কারও নেই। ও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই দৃষ্টি পড়ল আরও একটি অপ্রীতিকর দৃশ্যের দিকে–হাস্যরত রবীন্দ্ররাজের ছেলে, চেতনের কুটিল মুখশ্রী। রাজকুমার এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। উচ্চতায় নিজের বাবাকেও ছাড়িয়েছে, পাথরের ন্যায় পেশিবহুল দেহ, কিন্তু ওর চিন্তা ভাবনা এবং কথাবার্তা ছল–চতুরদের মতো, বিশ্বাসের অযোগ্য। 'শাস্ত্রী, মনে হচ্ছে অসুস্থবোধ করছ?' টেনে টেনে বলল রাজকুমার। লেবুর শরবতে চুমুক দিয়ে, ঘটমান কার্যকলাপের দিকে একবার উদাস কিন্তু আনন্দ মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাল। 'ভেবেছিলাম আমাদের সেনাপতি অন্তত এই অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখার সাহসটুকু রাখে। নাকি গৌতম আবার কোন গোপন কথা বলে দেয়, সেই ভয় পাচ্ছ?' ফিসফিসিয়ে বলল ও।

শাস্ত্রীর পেশি শক্ত হয়ে এল। 'অবশ্যই না, সেনাপতি বলল। 'আমার ভয়ের কোনও কারণই নেই। বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু এবং ষড়যন্ত্রের নির্মূল হওয়া উচিৎ।'

'গৌতম তোমার খুব ভালো বন্ধু কিনা, তাই বলছিলাম...' চেতন কথা চালিয়ে গেল, ওর চোখে মুখে কুটিলতার ছাপ স্পষ্ট।

'নিজের চাইতে উচ্চ পদস্থদের সাথে সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করাই শ্রেয়,' শাস্ত্রী অস্বস্তির সাথে উত্তর দিল।

BanglaBook.org

চেতন ভ্রূ উঁচিয়ে তাকাল, ওদিকে রবীন্দ্র গরগর করে গৌতমের কানের সামনে কিছু একটা বলছিল। 'অর্থাৎ, আমার বাবা এবং আমার সাথে তুমি বন্ধু হবার অভিনয় কর, সেনাপতি?'

চেতনের ফাঁদে পা দিয়েছে বুঝতে পেরে, হতবুদ্ধি হয়ে গেল শাস্ত্রী। তবে উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকল ও। আর ঠিক তখনই অন্ধকার কারাকক্ষের দরজা সশব্দে খুলে গেল, এবং রবীন্দ্র রাজের প্রধান স্ত্রী হোলিকা সদম্ভে প্রবেশ করল। মহিলার পরনে গাঢ় লাল রঙয়ের শাড়ি এবং এতো স্বর্ণের গহনা যে তার স্বামীকেও কেনা যাবে। গৌতমের ক্ষত বিক্ষত শরীরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে।

'প্রিয়তম স্বামী, আমার বিশ্বাস ও এখনও মারা যায়নি। অনুমতি দিলে, আমি সব রানিদের একটু ভদ্রতার পাঠ শেখাতে চাই,' বলেই কারাকক্ষের চারপাশে চোখ বুলাল, রক্তমাখা নির্যাতনকারীরা অত্যাচারের যন্ত্রাদির পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে প্রিয় পুত্র চেতনকে দেখে মুখে হাসি ফুটল ওর। শাস্ত্রীর দিকে বাঁকা চাহনি দিয়ে বলল, 'আহ, সেনাপতি শাস্ত্রী যে, তোমাকে এখানে দেখতে পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। তুমিও হয়েছ নিশ্চয়ই?'

রাজা এতক্ষণে হোলিকার দিকে ঘুরে তাকাল, তার মসৃণ চেহারা রক্তের ছিটেফোঁটা দিয়ে ভরা। স্বর্ণ ও রূপার মিশেলে তৈরি একটা বর্ম পরে আছে সে, যার মাঝ বরাবর দেখা যাচ্ছে বর্শা বিদ্ধ বাঘের একটা ছবি। মশালের আলোয় তার তেলতেলে গোঁফ ও দাড়ি চকচক করছে। রক্তিম গালটাকে করে তুলেছে আরও বেশি লালচে। সারারাত ধরে সে এখানেই ছিল, ওর বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্রের শাস্তি স্বরূপ গৌতমের দেহ আর মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ার কাজে মগ্ন। 'সেনাপতি শাস্ত্রীই হলো আমাদের প্রধান সাক্ষী, প্রিয়তমা। ওকে সবাই বিশ্বাস করে, আর তাই ওর সামনে করা স্বীকারোক্তি সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে।'

শাস্ত্রী বোঝার চেষ্টা করল, এটাই তার উপস্থিতির একমাত্র উদ্দেশ্য কিনা। কেননা রাজা সাধারণত কখনওই অন্য কাউকে তার হাতের কাজ দেখার অনুমতি দেয় না।

'এখন পর্যন্ত কী কী বলল ও?' উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করল হোলিকা।

'উল্লেখযোগ্য কারও নাম বলেনি। ডজন খানেক পাহারাদার, কিছু পুরোহিত এবং ব্যবসায়ীর নাম বলেছে। আর বলেছে একটা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার কথা, যা কোনও দিন কাজ করত না। আমার ভাইয়ের হাতে গুণা মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্থ সহযোগী আছে–ব্যাপারটা আমাকে বড়ই হতাশ করেছে,' দুঃখী হওয়ার ভান করে বলল রবীন্দ্ররাজ, গৌতমের দগ্ধ বুকের উপর হাত বুলাচ্ছে। 'চাইলে বাকি বধূদের এখানে আসতে বলতে পারো।'

'না, মহারাজ!' শাস্ত্রী আপত্তি জানাল, কিন্তু রবীন্দ্র হাত তুলে থামিয়ে দিল ওকে।

BanglaBook.org

হোলিকা হাততালি দিলে, লজ্জাবনত ছয়জন তরুণী প্রবেশ করল। তাদের পরনে হলুদ, সবুজ এবং কমলা রঙয়ের শাড়ি, শুধু একজন বাদে। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা, শুধু চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে। নিজের অজান্তেই, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করল শাস্ত্রী। মেয়েটি সর্ব কনিষ্ঠ রাণী, দরিয়া। থর মরুভূমির পশ্চিমের একটি নগরের অধিবাসী ছিল ও। মেয়েটিকে উপহারের নামে তার পরিবার বেঁচে দেয় রবীন্দ্র-এর কাছে। কোনও এক অব্যক্ত কারণে দরিয়ার আদবকায়দা এবং আবেগপ্রবণ চোখ সবসময়ই শাস্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মেয়েটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে, অন্যদিকে নজর ফেরাল ও। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রাজার দ্বিতীয় কনিষ্ট বধূ পদ্মা, ওর ছোট বোন! ইশারায় বোনকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল। রাজা ওর বোনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে, এটা সম্মানের হলেও, পদ্মা যে এই বিয়েতে কখনওই সুখি হবে না তা শাস্ত্রী জানত। স্বাস্থ্য বেড়ে যাওয়ায় অনেক বড় লাগছে, তবুও কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। ভাইয়ের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল পদ্মা। ও কি ভয় পাচ্ছে আমার দিকে তাকাতে? শাস্ত্রী ভাবল।

ঘরের মাঝখানে শিকে ঝুলন্ত রক্তাক্ত দেহটি দেখে মেয়েগুলো কেঁপে উঠল। হোলিকা খুশিতে হাততালি দিচ্ছে। 'সখীগণ, তাকাও এদিকে!' হোলিকা চেচিয়ে বলল। 'এক ব্যর্থ ষড়যন্ত্রকারী! তোমরা কি চিনতে পারছ লোকটাকে?' বলে একদম কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল। 'চিনতে পেরেছ ওকে, মিনা?'

মিনা মাথা নাড়ল, চেহারায় অতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। একজন তো দেয়ালে বমিই করে দিল!

'বলছ কী! ও তো তোমাদের প্রিয় দেবর, রাজকুমার গৌতম। কুচক্রীটা ভেবেছিল, ওর কথায় সৈন্যরা আমাদের রাজার বিপক্ষে লড়বে। কিন্তু ও ভুলে গেছে যে সৈন্যদল এক মাত্র রাজার কথায় উঠে বসে।' হোলিকা দেখল, রবীন্দ্র বাহুতে হাত বুলাচ্ছে।

শাস্ত্রী দেখল, রাজকুমার গৌতমের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে, অল্পবয়স্ক মেয়েগুলো ভয়ে কেবল কেঁপেই চলেছে। শুধু দরিয়া বাদে! মেয়েটা চোখ দুটো সরু করে কিছুক্ষণ তাকিয়েই সবার সামে ভয় পেয়ে কেঁপে উঠার ভান করছে। শাস্ত্রী প্রায়ই ভাবে, কালো বোরকার আড়ালে দরিয়া দেখতে কেমন, সে কী খুব সুন্দর? যদিও খুব নম্রভাবে কথা বলে মেয়েটা, তাতে থাকে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। ওর চোখ দুটো এতোটাই মোহনীয় সবুজাভ যে, সেদিকে নজর পড়লে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হয় শাস্ত্রী। দূর থেকে দরিয়াকে বেশ কয়েকবার দেখেছে

BanglaBook.org

ও। মেয়েটির চেহারায় একধরনের তেজী ভাব আছে। কিন্তু বোরখার অন্তরালে কী আছে, তা পরখ করার অধিকার একমাত্র রবীন্দ্রের।

দরিয়াকে আবার গৌতমের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল শাস্ত্রী। নিজে নজর ফিরিয়ে রাজার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকাল। চেহারার অভিব্যক্তি লুকানোর প্রয়াস পেল যেন রাজা কিছু বুঝতে না পারে। এদিকে রাজা মুচকি হেসে গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ও যা জানে, তা সব বলে দিয়েছে। সভাকবিকে ডেকে পাঠাও, কিছু কথা বলুক ওর স্মৃতির উদ্দেশ্য। তারপরই ওকে মেরে ফেলা হবে।'

শাস্ত্রী মেঝের দিকে তাকিয়ে গৌতমের জন্য প্রার্থনা করল। মেরে ফেলার আগ পর্যন্ত যেন সে জীবিত থাকে।

আরম ধুপ, সভাকবি, অন্ধকার কারাকক্ষের বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে গত দশ ঘণ্টা ধরে। নির্যাতিত গৌতমের চিৎকার ওর রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, তবে এর মাঝেও দেহ ঘুমাতে চায়। কাঁধে শক্ত হাতের স্পর্শে তার দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। রাজ্যের বিরক্তি মাখা এক কঠিন চেহারার প্রহরী দাঁড়িয়ে তার সামনে। রাজার আদেশে কাউকে নির্যাতন করার ব্যাপারটা বাদ দিলে, আরমের এই প্রহরীকে ভালোই লাগে। যদিও সে মাঝে মাঝে আরমকে বলে, 'আমার কাজ আমাকে করতে হবে, নয়তো আমাকেও আদেশ অমান্য করার শাস্তি পেতে হবে!' কিন্তু আরম এটা ভেবে অবাক হয় যে, লোকটা রাতে ঘুমায় কী করে!

'ওসব বিচার করার আমি কে?' নিজেকেই বলল আরম। 'রাজ্যের সবচেয়ে ভালো মানুষটির নির্যাতিত চিৎকার শুনে আমিও গত রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি!' প্রহরীর হাতের ঝাঁকুনিতে ও সোজা হয়ে দাঁড়ালে। হাতের ইঙ্গিতে লোকটা ওকে বোঝাল, রাজা তাকে ডেকেছে। প্রহরীর চেহারা দেখে কিছুই আঁচ করতে পারল না সভাকবি। তড়িঘড়ি করে ভেতরে যেতে যেতে ভাবল, ওর কবিতা শোনার জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে হয়তো।

আরমের ধারণাই ঠিক হলো। এই দুর্গের একমাত্র নির্যাতিত লোকটির শান্তির উদ্দেশ্যে সে অনুচ্চ স্বরে কিছু কথা বলল, প্রার্থনা করল ঈশ্বরের কাছে। অবশ্য ও কোনও ধর্মযাজক বা পুরোহিত নয়, মাসখানেক আগেই তারা সবাই রবীন্দ্ররাজ এর ভয়ে পালিয়ে গেছে। এমনকি অনেক সৈন্য, পাহারাদারও পালিয়েছে। অনেকে আবার রয়েও গেছে, জালে আটকা পড়ে বা ভয়ে। অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে রাজার মাঝে, ফণাধারি গোখরের ন্যায়। সবাই জানে সে ভয়ংকর, কিন্তু সামনে এসে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায়ও থাকে না।

BanglaBook.org

প্রার্থনা শেষ করে আরম কাঁপতে থাকা রানিদের দিকে তাকাল। এই কক্ষের প্রত্যেককে পশুর সাথে তুলনা করল এবং কয়েকজনের জন্য অনুশোচনাও করল। শুধু মাত্র হোলিকা আর রবীন্দ্র বাদে, এরা দুজনে বন্যতায় হিংস্র পশুকেও হার মানাবে।

অন্তত কবিতা আবৃতির জন্যে হলেও ওকে রাজার প্রয়োজন হয়েছে, মনে মনে ভাবছে আরম। সেনাপতি শাস্ত্রীর বোন, পদ্মার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েই নজর ফিরিয়ে নিল ও। জানে পদ্মা ওকে ভীষণ পছন্দ করে, প্রায়শই ডেকে পাঠায় গান গাইতে এবং ওর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ধরা পরলে মৃত্যুদণ্ড জেনেও আরম পদ্মার পিছনে দাঁড়ানো, বোরখা পড়া মেয়েটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর কেমন এক ধরণের তীব্র ব্যাথা অনুভব করছে।

রাজা এবং খোঁজারা বাদে, আরমই এক মাত্র ব্যক্তি যে কিনা দরিয়ার উন্মুক্ত চেহারা দেখেছে।

রানিমহলের পুকুরের পাশে শায়িত অবস্থায়, দরিয়াকে প্রথম দেখেই আরম মুগ্ধ হয়। উদাসীনতা, একাকীত্ব, হারানোর বেদনা, সহনশীলতা–এসব কিছুই মেয়েটার চেহারায় ফুটে উঠেছিল। যেন পোষ না মানা এক বাজপাখি, অথচ শেকলে আবদ্ধ!

হোলিকা তৃতীয় বারের মতো হাততালি দিল। 'সখীগন, আজকের পাঠে আমরা কী শিখলাম? শিখলাম, এখানে ঈশ্বর একজনই। আর তার নাম হচ্ছে রবীন্দ্র, যিনি কিনা পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় রাজত্ব করবেন। তোমাদের দেহ, মন-প্রাণ এর মালিকও তিনি। তোমাদের বাঁচা-মরা, সব তার উপর নির্ভরশীল। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তোমাদের কর্তব্য, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারির কী হাল হয় সেটা তো দেখলেই।'

হোলিকা নতজানু হয়ে রাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। ওকে অনুসরণ করে বাকিরাও তাই করল। রাজার চেহারায় শীতল হাসির রেখা দেখা গেল। এক মাত্র দরিয়া সদম্ভে মাথা উঁচু করে কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। হোলিকার ক্ষুদ্ধ দেখে হেসে ফেলল রবীন্দ্র। বলল, 'রাতে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।' হোলিকা তাতে অখুশি হলো। 'কিন্তু রাজা...' প্রতিবাদের চেষ্টা করলেও সেটা ঠোঁট পর্যন্ত এসেই থেমে গেল। রাজা ওর দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে। হোলিকা মাথা নিচু করে বিড়বিড় করতে লাগল।

রবীন্দ্র ভাইয়ের রক্তাক্ত মুখে চেপে ধরে, তপ্ত লোহার দণ্ডটা দিয়ে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। গগন বিদারী আর্তনাদ আর সাথে মাংস পোড়া গন্ধে ভরে গেল চারপাশ। ভাইয়ের রক্তে রবীন্দ্রের হাত আর দেহ মেখে গেছে। চোখ বন্ধ করে ভাইকে শেষ বারের মত আলিঙ্গন করল ও, চেহারায় দুঃখ আর উচ্ছাসের অভিব্যক্তি।

BanglaBook.org

চোখ বন্ধ করে গাইতে শুরু করেছে আরম। ওর কণ্ঠ রানিদের আড়াল করে রাখা, লাল পাথরের প্রাচীর ঘেরা বাগান পর্যন্ত ভেসে যায়। ও জানে, দরিয়া ওদিকেই কোথাও বসে আছে। মুসলিম বলে বসে আছে অন্য রানিদের থেকে একটু দূরে, একাকি-নিঃসঙ্গ; মনে মৃদু স্পর্শের বাসনা। ওর স্পর্শের, নিশ্চিতভাবে জানে আরম! তাই তো সে আশা আর ভালোবাসার গান গাইছে। দরিয়ার জন্য গাইছে।

একাকী বসে কী ভাবছে দরিয়া? আমার কথা ভাবছে কি? ওর হৃদয় কী আকুল হয়ে ওঠে না আমার গানের সুরে, মন কি নেচে উঠে না আমার গানের ছন্দে?

যদি এই মুহূর্তে মেয়েগুলোর মনের অবস্থা বুঝতে পারত, তাহলে অবাকই হতো আরম।

রানিমহলের চারপাশ গোলাপজলের সুবাসে মম করছে। কোনও বিশেষ প্রয়োজন না হলে এখানে আসে না শাস্ত্রী। এখানে ওর অস্বস্তি লাগে। কিন্তু হোলিকার আদেশ অমান্য করার শাস্তি ওর ভালোই জানা আছে।

হোলিকাকে আসতে দেখে অনুভূতি লুকানোর চেষ্টা করল ও। 'আসার জন্য ধন্যবাদ, শাস্ত্রী। খোঁজাটিকে সাথে নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই?'

শাস্ত্রী সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল, কালক্ষেপণ না করে উদ্যত হলো রানিমহল থেকে চলে যেতে। প্রধান রানি, হোলিকার সামনে থাকলে আরো চিন্তা বাড়বে। দরকার কী?

'দাঁড়াও, শাস্ত্রী, যাচ্ছ কোথায়? তোমার আরেকটু সাহায্যের প্রয়োজন আমার। রানিদের একজন কথা শুনছে না। চিন্তা করো না, তোমার বোন না-সে। পদ্মা তো বাধ্য মেয়ে।' তার কণ্ঠে একই সাথে প্রসংশা আর অবজ্ঞার সুর।

শাস্ত্রীর মন গুমড়ে উঠল। ওর পাশে দাঁড়ানো, পাংশু বর্ণের নপুংসক, উদয় দাঁত কেলিয়ে হেসে উঠল। শাস্ত্রীর বরাবরই মনে হয়, খোঁজাদের চাকর হিসেবে ব্যবহার করা খুব বিরক্তিকর। কিন্তু কী আর করা, আজকাল রবীন্দ্রের রাজসভায় এমন আরও অনেক প্রাণিকে সহ্য করতে হয়। চিন্তা করবেন না, রানিসাহেবা। আমার কাছে এই রোগেরও দাওয়া আছে। উদয়ের কণ্ঠস্বর শুনে শাস্ত্রীর গা শিউরে উঠল। তবে হোলিকা খুব খুশি হয়েছে, তা দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

'খুব ভালো, এসো আমার সাথে,' হোলিকা বলল। শাস্ত্রী উদয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝার চেষ্টা করল, কিন্তু খোঁজাটার চেহারা দেখে কিছুই বুঝা গেল না। অভিব্যক্তি লুকাতে উদয় আমার থেকে বেশি পারদর্শী, শাস্ত্রী ভাবল।

পাঁচ রাণী চুপচাপ, কোনও আপত্তি ছাড়াই ঔষুধ খেয়ে নিল, আর ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পদ্মা রীতিমতো নাকও ডাকছিল। মেয়েটার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ

BanglaBook.org

দুটোর কথা মনে পড়তেই শাস্ত্রী মন গুমরে উঠল, একসময় ওই চোখে উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াত।

ছোট রাণী, দরিয়াই যত সমস্যা কারণ। ওর পালা আসতেই, একদলা থুথু ছুড়ে দিল মেয়েটা। বন্য বিড়ালের মতো দাঁত খিঁচিয়ে গরগর আর চিৎকার চেঁচামেচি জুরে দিল। আর চেহারায় সবার প্রতি তীব্র ঘৃণা ছাপ স্পষ্ট। তাই দেখে শাস্ত্রীও খুব রাগ হলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো মেয়েটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে। হোলিকা ওর নাক চেপে ধরে মুখ খোলার জন্য। দরিয়া শ্বাস নেয়ার জন্য মুখ খোলার সাথে সাথে, উদয় ঔষুধটুকু ওর মুখে ঢেলে দিল। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল খোঁজা, কিন্তু হোলিকাকে দেখে মনে হলো যেন খুব মজা পেয়েছে। মূর্ছা যাওয়ার আগ পর্যন্ত দরিয়াকে চেপে ধরে রাখল সে। পরে মেয়েটিকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

চোখের ইশারায় উদয়কে চলে যেতে বলল হোলিকা। ওদের দুজনকে ঘরে রেখে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল খোঁজা।

'ধন্যবাদ, সেনাপতি,' শাস্ত্রীর বাহু চেপে ধরে বলল হোলিকা। 'তোমার বাহুতে তো অনেক শক্তি!'

হোলিকার গায়ের সুগন্ধে গলা ধরে আসে শাস্ত্রীর। প্রায় দম বন্ধ অবস্থা, গা শিউরে উঠে ওর, দ্রুত সেখান থেকে চলে এল ও।

'আমি কিছু দেখিনি কিন্তু।' শাস্ত্রী চলে যাওয়ার সময় উদয় বলল।

শাস্ত্রী ওর দিকে তীব্র চাহনি দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

'শাস্ত্রী, তুমি কি রাজার অনুগত?'

সেনাপতি শাস্ত্রী নিজের চেহারা যথা সম্ভব মার্জিত রাখার চেষ্টা করল, রাজার পায়ের সামনে নত হয়ে আছে ও। 'অবশ্যই, রাজকুমার চেতন।' চেতনের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল। একটা পেখম মেলা ময়ূর আকৃতির সিংহাসনে বসে আছে রাজা। ঘরের দেয়াল ভর্তি নক্ষত্র আর বিভিন্ন ফুলের চিত্র আঁকা। রবীন্দ্র-এর পায়ের কাছেই একটি স্বর্ণের হুঁকা। ঘর ভর্তি আফিমের ধোঁয়ায় শাস্ত্রীর মাথা ঝিমঝিম করছে।

'এখনও বিয়ে করোনি কেন, সেনাপতি?' চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল রবীন্দ্র।

'সময় পাইনি, মহামান্য রাজা।' আমার কোনও ইচ্ছাই নেই সম্পর্কের মায়াজালে জড়িয়ে নিজেকে দুর্বল করার। নিজের সন্তানকে এ রাজ্যের মুখ দেখানোর ইচ্ছেও আমার নেই।

'তোমার বাবা-মাও আর বেঁচে নেই, গত বছরই মারা গেছে,' রবীন্দ্র বলল। 'এখন আর এখানে থাকার খুব একটা কারণ নেই তোমার, তাই না?'

BanglaBook.org

পিশাচটা কি কিছু অনুমান করে ফেলেছে? 'আমার বোন এখানে আছে, মহামান্য রাজা।'

'হুম, প্রিয় পদ্মা, আমার পছন্দের রানিদের একজন,' রবীন্দ্র সন্তুষ্টির সুরে বলল। 'খুবই লক্ষ্মী মেয়েটা।'

'এবং মান্ডোরের প্রতি আমার ভালোবাসাও রয়েছে,' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল শাস্ত্রী। রাজার সাথে বোনের বিয়ে হওয়াটা ওর নিত্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্র মুচকি হাসল। 'খুবই মর্মস্পর্শী, একটি মরুময় বেওয়ারিশ জমির ক্ষীয়মান নগরের জন্য তোমার এই আবেগ। এতো সুন্দর একটা রাজ্যকে অবহেলা করে, রাজসভা এখান থেকে সরিয়ে অন্যখানে নেয়ার পরেও, তুমি এই নগরীকে ভালোবাস, খুবই আবেগপ্রবণ। তোমার বয়স কত, শাস্ত্রী?'

'আটাশ বছর।'

'এখনই উপযুক্ত সময় বিয়ে করার। তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত আমার। এমন কেউ কি আছে যে তোমার নজর কেড়েছে, শাস্ত্রী?'

সে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

'কী! মান্ডোরের উদ্যানের কোনও ফুলই তোমাকে আকৃষ্ট করেনি? তুমি না এই রাজ্যের একজন শক্তিশালী ব্যক্তি? তোমার পছন্দের যে কোনও মেয়েকেই তুমি বিয়ে করতে পার, জান নিশ্চয়ই?'

এখানে আমার কোনও শক্তিই নেই। আমি একটা যন্ত্রের মতো, ব্যবহারের পর ছুড়ে ফেলে দেয়ার ভয়ে থাকি সর্বদা। আর আমি যাকে চাই... শাস্ত্রী নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

রবীন্দ্র ছেলের দিকে তাকাল। 'আমি এবং আমার ছেলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি। তোমার অবিবাহিত থাকা উচিৎ নয়। আমি একটি সভার ব্যবস্থা করব শিগ্রই। তবে তোমাকে এখানে ডেকে আনার মূল উদ্দেশ্য হলো, আমার স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। চিকিৎসকের মতে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।'

শাস্ত্রী ভালো করে রবীন্দ্রকে পরখ করল। দেখে তো সুস্থই মনে হচ্ছে, এমনকি খুব শান্তও দেখাচ্ছে। 'মহামান্য রাজা, খুবই দুঃখজনক খবর...' ও অকপটে বলল।

রবীন্দ্র মারা যাচ্ছে? এতো সহজেই কি ঈশ্বর ডাকে সাড়া দেবেন?

রবীন্দ্র অলস ভঙ্গিতে হাত উঠাল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ শাস্ত্রী। আমার সময় ঘনিয়ে আসছে। যখন আমি মারা যাব, হয়তো কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আমি চাই চেতনের হয়ে, তুমি এই রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নাও।'

BanglaBook.org

শাস্ত্রী নত হলো, বুকে যেন কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে। চেতন ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। রাজকুমারের নিজস্ব পছন্দনীয় কিছু প্রহরী, একচোখা জীত এবং আরও অনেকেই আছে। শাস্ত্রী ভাবল, যখন চেতন রাজা হবে, তখন কতদিন টিকবে ওর পদ?

রবীন্দ্র হাত নেড়ে বলল, 'তুমি এখন যেতে পার, সেনাপতি।'

শাস্ত্রী চলে যাচ্ছিল, কিন্তু রবীন্দ্র আবার বলে উঠল, 'কিন্তু, শাস্ত্রী। রাজকুমার গৌতম...'

শাস্ত্রী স্থির হয়ে গেল, কিন্তু ঘুরে তাকাল না।

'আমার নির্বোধ ভাইটা তার সাথের প্রধান ষড়যন্ত্রকারীর নামটা কিন্তু বলেনি।'

শাস্ত্রী ঢোক গিলল।

'যাদের নাম বলেছে সবগুলোকে খুঁজে বের করো এবং কারাগারে বন্দী করো, আমি তাদের কাছ থেকেই অবশিষ্ট নামটা জেনে নিব। ব্যাপারটা খুবই জরুরি।'

শাস্ত্রী হাফ ছেড়ে বাঁচল। 'অবশ্যই, মহারাজ।'

এক বছরের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের ফলেই হয়তো, সে রাজদরবার থেকে শান্তভাবে হেঁটে চলে আসতে পারল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় দুইঃ ত্রয়ীর পুর্নমিলন
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

সাদা পোশাকের ফিল্ডাররা সামনে এগোচ্ছে, বোলিং-এ ওয়ার্নি। মাঠ ভর্তি দর্শকের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, সবাই ব্যাটসম্যানের নাম যপ করছে। চোখ ধাঁধানো ইনিংসে সবার মন জয় করে নিয়েছে ও। 'আমানজীত সিং, আমানজীত সিং, আমানজীত সিং!' এতে ছেলেটার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল! মনযোগ দাও। এটাই শেষ বল, জেতার জন্য দরকার আরও ছয় রান!

স্ট্যাম্পের পিছনে দাঁড়িয়ে, গিলক্রিস্ট ব্যাটসম্যানকে বিদ্রুপ করছে। লী মজা পেয়ে হাসছে খুব, আর পন্টিং ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'ওয়ার্নি এবার আর সুযোগ দিবে না তোমায়, বন্ধু। এবার তুমি নির্ঘাত আউট হবে।'

সোনালী চুলের স্পিনার স্ট্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে, বল করার জন্য হাত ঘুরাল...

আমানজীত ভ্রূ কুচকে, সরু চোখে ভালো করে তাকাল... এবং বাস্তবতায় ফিরে আসল, যেখানে সঞ্জয় ওভারের শেষ বল করছে, স্কুলের পিছনের একটা ছোট্ট মাঠে। লাঞ্চ ব্রেক প্রায় শেষ হওয়ার পথে। পশম ছাটা টেনিস বলটায় সুক্ষ একটা ছিদ্র করা হয়েছে, মাটিতে পড়ে ওটা যাতে বেশি লাফিয়ে না উঠে। আর ব্যাট বলতে টেপ দিয়ে মোড়ানো একটা কাঠের তক্তা শুধু। যাই যাইহোক আমি ছয় মারবই...

যথারীতি সঞ্জয় শর্ট পীচে, লেগ-সাইডে বল করল, ঠক! ছেলেগুলো চিৎকার করে উঠল। আমানজীত বাদে, ও তখন বিজয়ীদের মতো মাঠের পীচে বসে গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, ওয়ার্নি!' সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলল ও। সঞ্জয় ভ্রূ কুচকে তাকাল। এবার নজর উড়ন্ত বলের দিকে, স্কুলের প্রধান ভবনের ছাদে গিয়ে পড়েছে ওটা, তিন তলার উপর।

'আমানজীত, গাধা কোথাকার, এবারও বলটা হারালে,' সবাই প্রায় একসাথে বলল। 'এবার আমরা কেউ যাব না বল খুঁজতে, তোমাকেই আনতে হবে!'

ঘণ্টা পড়তেই সবাই ক্লাসরুমের দিকে যেতে লাগল, শুধু আমানজীত আর সঞ্জয় বাদে।

সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে আমানজীত বলল, 'বলটা তো তোমার।'

BanglaBook.org

'ছয় মারা নিষেধ জেনেও কাজটা করলে। প্রতিবার এমনটা না করলে কি চলে না তোমার?'

'এভাবে বল করলে তো ছয় মারবই।'

'কথা না বাড়িয়ে বল নিয়ে এস! এছাড়া আর ভালো বল নেই!' অন্যদের সাথে ক্লাসরুমে চলে গেল সঞ্জয়।

পাঁচ মিনিট পরেই আমানজীতকে ছাদে উঠতে দেখা গেল। এ মুহূর্তে যতগুলো দেবতার নাম মনে পড়ছে সবাইকে ডাকছে ও, যেন কোনও শিক্ষক যেন দেখে না ফেলে!

ছাদ থেকে মাইলের পর মাইল দেখা যায়। চারপাশে শুধু ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠার ছাদ, বেশিরভাগ বাড়িই নীল রঙের। যোধপুরকে নীল শহর ডাকার এটাই মূল কারণ। কেউ কেউ বলে নীল রঙ মঙ্গলজনক, আবার কেউ বলে এটা পবিত্রতার লক্ষণ, অনেকের আবার ধারণা নীল রঙের জন্যই মশার উৎপাত নেই এখানে। সে যাই হোক! বলবিদ্যা উচ্চ বিদ্যালয়টি শহরের দক্ষিণ দিকে, আর সব দালানকোঠার মতো এটাও মেহেড়াণগড়ের ছত্রছায়ার নিচেই অবস্থিত। মেহেড়াণগড়, পাহাড়ের বেদীর উপর একটি বিশাল দুর্গ যেখান থেকে রাজা যোধপুরকে দেখাশুনা করত। আমানজীত যখনই নিচ থেকে দুর্গটির দিকে তাকায়, বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে যায়!

তবে এই মুহূর্তে দূর্গের সৌন্দর্য্য উপভোগ করার সময় নেই ওর, বরং টেনিস বলটি পেলেই বড় বাঁচা বেঁচে যায়।

সূর্যের তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে ওর। এখন নববসন্ত, বছরের এই সময়ে মরুভূমিতে বালিঝড় হয় বলে এখানকার বাতাসেও বালু ভেসে বেড়ায়। আর তাই এই সময়টা খুবই অপছন্দ করে আমানজীত, প্রখর গ্রীষ্মের চেয়েও বেশি। চোখ, কান, এমনকি পাগড়ীর ভাজেও বালু ঢুকে গেছে, গা ঘিনঘিন করছে ওর। এমনিতেই ক্লাস বাদ দিয়েছে, তার ওপর কোনও শিক্ষক যদি ওকে আবার এখানে দেখে, তাহলে আর রক্ষা নেই। পাগড়ীর নিচ থেকে ঘামের এক বিন্দু মুখ বেয়ে নেমে আসল। বিরক্তিকর হলেও, জানালার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে ও। আর তাই ক্লাসে কী পড়ানো হচ্ছে তা শুনতে পাচ্ছে। অবশেষে ছাদে উঠে আমানজীত। বলটা কোথায় গেল?

ওই তো!

ছাদের এক কোনায় ময়লা আবর্জনার স্তুপের উপর পরে আছে বলটা। নিচের রুমের কেউ যাতে বুঝতে না পারে, তাই ধীর পায়ে হেঁটে সামনে এগিয়ে বলের দিকে হাত বাড়াল।

একই মুহূর্তে একটা লোমশ বাদামী হাত এসে বলটা ছিনিয়ে নিল।

না!

BanglaBook.org

'আমাকে দাও বলছি!', ও ফিসফিস করে বলল।

বলটা হাতে নিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে একটা বানর, কিছুক্ষণ পর নাক দিয়ে শুঁকল, এবং ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত ভেংচাল।

'দাও বলছি, বাঁদর কোথাকার!'

বানরটা আবার ওকে দাঁত দেখাল, এরপর কালক্ষেপণ না করে লাফ দিয়ে পাশের ছাদে চলে গেল।

ধ্যাত!

আমানজীত উপায় না দেখে প্রাণিটার পিছু নিল। বানরটা পিছন ফিরে, ওর দিকে তাকিয়ে ক্যা ক্যা করল। তবে থামল না, উল্টো নিচের দিকে নামতে লাগল।

আমানজীত চাইলেই পিছু না নিয়ে চলে আসতে পারত। কিন্তু তা না করে বরং পিছু নিল।

এক মুহূর্ত দেরি না করে, ছাদের উপর দিয়ে দৌড়ে, লাফিয়ে পাশের ছাদে এল। ছাদের কার্নিশ দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে, বুকে ভর করে নিচের দিকে নামতে লাগল। কিন্তু তা-ও বানরটি কে ধরতে পারছে না, এখন যেন ওটা ভয়ের পরিবর্তে মজাই পাচ্ছে। কিন্তু অবশেষে ও বানরটা কে কোণঠাসা করে ফেলল। অন্তত সে নিজে তেমনটাই ভেবেছিল...

ওরা এখন দ্বিতীয় ভবনটির শেষ প্রান্তের এক কোনায়, কার্নিশের উপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যদিও বানরটি ইচ্ছা করলেই এক পাশ দিয়ে নিচে নেমে যেতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য আমানজীতের ভয় হলো, বানরটা না আবার ওর উপর ঝাপিয়ে পড়ে; শক্তিশালী হাত এবং তীক্ষ্ণ চোয়ালের বানর মোটেও হেলাফেলা করার মতো প্রাণী নয়। তবে ওটা এমন কিছুই করল না। বরং এই কানাগলি থেকে বের হওয়ার জন্য, পাশেই প্রধান ভবনের একটি ক্লাসরুমের দিকে তাকাল। ওখানে এখন মিউজিক ক্লাস চলছে। কাকতালীয় হলেও, আমানজীতের এই ক্লাসেই যাওয়ার কথা ছিল এখন।

'না, ওদিকে নয়!,' ও মৃদু স্বরে বলল।

বানরটি ওকে ভেংচি কেটে সেদিকেই গেল।

'ওইদিকে নয়, হনুমান মন্দিরে গিয়ে যা চাও তাই দিব! তবুও ওইদিকে না!'

কিন্তু কে শুনে কার কথা! বানরটা ততক্ষণে লাফিয়ে ওপাশে চলে গেছে।

বেচারা সামনে ঝাপ দিয়ে বানরটাকে আটকাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

প্রাণিটা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তেই, ক্লাশরুম বিশৃঙ্খলায় ফেটে পড়ল। ছেলে-মেয়ে গুলো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষক তাদের শান্ত করার জন্য ধমকে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, উপর থেকে কিছু একটা মাটিতে আছড়ে পড়ল।

BanglaBook.org

'এভাবেই বানরটা ক্লাসে ঢুকে পড়েছে, স্যার,' যা যা ঘটেছে সবটাই বলল আমানজীত। 'আমি ইচ্ছা করে বানরটাকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে আসিনি, ওরা মিথ্যা কথা বলছে।' নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করল।

নতুন অধ্যাপক ওর দিকে তাকিয়ে, মাথা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। 'শুনতে হাস্যকর হলেও, মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছ। কিন্তু তুমি ওখান থেকে নিচে পড়লে কিভাবে?

আমানজীত চুপ হয়ে গেল, ওর গলা শুকিয়ে গেছে। অধ্যাপক অপেক্ষা করছেন উত্তরের জন্য।

অধ্যাপক চৌধুরী এখানে নতুন এসেছেন। এমনকী স্কুলে এটাই তার প্রথম সপ্তাহ। দিল্লির একটা গানের স্কুলের অধ্যাপক তিনি, রাজস্থানী সঙ্গীতের উপর গবেষণা করতেই মূলত এখানে আসা, আর পাশাপাশি এই স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন।

'চুপ করে আছ কেন?' অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন।

আমানজীত কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, তাই চুপ করে আছে। 'পা পিছলে পড়ে গিয়েছি, স্যার,' বিড়বিড় করে বলল ও।

'তোমার ভাগ্য ভালো যে হাত পা ভাঙ্গেনি, আমানজীত।'

কিছু না বলে চুপচাপ মাথা নাড়ল আমানজীত। এখনও পিঠটা ব্যথায় টনটন করছে ওর। কিন্তু অধ্যাপককে এটা কিভাবে বলবে যে ও পা পিছলে পড়ে যায়নি, কেউ ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে!

যতবারই চোখ বন্ধ করছে, মানসপটে ফ্যাকাশে মুখের এক ভৌতিক মহিলার অগ্নি চক্ষু ভেসে উঠছে। বানরটাকে বাঁধা দেয়ার সময়, পিছন থেকে ধাক্কা দেয়া হয় ওকে। হিমশীতল সেই হাতের স্পর্শ এখনও অনুভব করছে আমানজীত। এখনও ওর বুক কেঁপে উঠছে মনে পড়লেই। ঘামে ভেজা স্কুল শার্টটা খুলে পরীক্ষা করার সময়, পিঠে মহিলার হাতের ছাপ দেখতে পায় ও, যেন পুড়ে গেছে যায়গাটা। এটাই প্রমাণ করে যে, ঘটনাটা নিছক কোনও কল্পনা ছিল না।

তবে অধ্যাপক চৌধুরীকে এটা বলার প্রয়োজনবোধ করল না ও, বরং এখান থেকে ছাড়া পেলেই যেন বাঁচে।

অধ্যাপক কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজায় কেউ নক করল।

'বিক্রম! এবার তুমি!' মিস পুনম বললেন।

বিক্রম দোনমনো করে উঠে দাঁড়াল। এ কারণেই ইংলিশ ক্লাসটা আমার বিরক্তিকর লাগে; যদিও বিষয়টা আমার পছন্দের।

BanglaBook.org

'কী লিখেছ বলো, বিক্রম!'

এক ঝাঁক চোখ ওর দিকে ঘুরে তাকাল। একজনের দিকে নজর পড়তেই, ওর মুখ যেন আঠার মতো আটকে গেল। স্কুলে নতুন আগত অধ্যাপক চৌধুরীর মেয়ে, দীপিকা চৌধুরী। দীপিকা, দীপিকা, দীপিকা, অনেক ভালোবাসি তোমায়।

'বিক্রম, লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আরে তুমি তো এই ক্লাসের সবচেয়ে ভালো কবি, শুধু শুধু লজ্জা পাওয়ার কী আছে!'

আছে, কারণ আছে।

বিক্রম মৃদু কাঁপছে, কবিতা লেখা কাগজটি এক হাতে আঁকড়ে ধরে, চশমার কাঁচ মুছল। কবিতাটা লিখার সময় অনেক কাটাকুটি হয়েছে, এখন মনে হচ্ছে এটাই তার জীবনে সবচেয়ে খারাপ কবিতা, তাও আবার প্রেমের কবিতা। বলা হয়েছিল মরুভূমি সম্পর্কে কবিতা লিখতে অথচ ওর লেখায় মরুভূমির কোনও চিহ্নই নেই, আর এটা ও সজ্ঞানেই করেছে।

'এই বদ্রী, বিক্রমের কবিতাটা পড়ে শুনাও তো!' ধৈর্য হারিয়ে মিস পুনম বিক্রমের পাশের ছেলেটাকে আদেশ দিলেন। বদ্রী উল্লাসিত হয়ে দ্রুত হাত বাড়িয়ে দিল, বিক্রমের দিকে।

'না! না!, আমিই পড়ব!' বিক্রম জোর দিয়ে বলল, কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। শয়তানি হাসি দিয়ে বদ্রি ওর হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিল, এবং লেখাটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'এখানে ত শুধু "দীপিকার" নামই লিখা, ম্যাম', ও এতো জোরে বলল যে ক্লাসের সবাই শুনতে পেল। এই শুনে দীপিকা মুখ লুকাল এবং কান্না জুড়ে দিল। দেয়ালের সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো বিক্রমের।

'সেজন্যই আমাকে শাস্তি দিতে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে, স্যার।' অধ্যাপক চৌধুরীর কাছে পুরোটা ব্যাখ্যা করল বিক্রম। দীপিকার বাবা। পৃথ্বীরাজ হাউজের প্রধানও তিনি। নিতান্ত ছোট্ট একটা ভুলের শাস্তি প্রদানের জন্য ডেপুটি প্রিন্সিপ্যাল এর কাছে না পাঠিয়ে হাউজমাস্টারের কাছে পাঠালে অনেক সময় মাফ পাওয়া যায়। তবে এখন মাফ পাবার আশা করাও অমূলক। কারণ তোমাকে এখানে পাঠানোই হয়েছে, তার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে প্রেমের কবিতা লিখার শাস্তি পেতে। ভাগ্যিস কবিতাটা রুচিশীল ছিল, ভাবল বিক্রম। হ্যাঁ, হাস্যকর। তবে অশ্লীল নয়। কবিতা লেখা কাগজটা স্যারের সামনে, টেবিলের উপর পড়ে আছে।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো, আমানজীত সিং, যে কিনা স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে, পাশ থেকে সব শুনছে এবং দাঁত বের করে হাসছে। ছেলেটা একটা বানরকে ধাওয়া করে গানের ক্লাসে নিয়ে এসেছে–গল্পের নায়কেরা

BanglaBook.org

সাধারণত যেটা করে। আর প্রেমের কবিতা লিখে ধরা পড়া যেন সামাজিক কোনও অপরাধের সমান।

অধ্যাপক চৌধুরী তার ঘন, সাদা ভ্রূ কুঁচকে, চিন্তামগ্ন হয়ে টেবিলে উপর কলম দিয়ে টোকা দিচ্ছেন। 'দীপিকা, আমার মেয়ে দীপিকা?'

বিক্রম নিশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

'আচ্ছা।'

তিনি বিক্রমের দিকে তাকিয়ে, ক্রমাগত টেবিলে কলম দিয়ে শব্দ করেই যাচ্ছেন, ওনার মুখ দেখে অভিব্যক্তি বুঝা যাচ্ছে না।

আজ আর আমার রেহাই নেই মনে হচ্ছে।

রুমের দরজা আবার খুলে গেল, এবং বিক্রমের পছন্দের মানুষটি ভেতরে ঢুকল।

'আমি দুঃখিত বাবা।'

শূন্য অভিব্যক্তি নিয়ে মেয়েটা বিক্রমের দিকে তাকাল, যেন কোনও কীটপতঙ্গ বা অপছন্দের খাবারের দিকে তাকিয়েছে। তারপর আমানজীতের দিকে তাকাল,আর মুখ লাল হয়ে গেল। আমানজীতও তাকাল, ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। হবেই তো, আমানজীত যে আমাদের ক্লাসের না, আর তাই দীপিকাকে আগে দেখেনি। অতঃপর ওরা দুজনেই বিক্রমের দিকে তাকাল, আর সাথে সাথেই যেন সময় থেমে গেল।

আমানজীত আর দীপিকা, দুজনেই যেন অসংখ্য শরীর আর চেহারায় মোড়া। বিভিন্ন রূপে দেখা যাচ্ছে ওদের, বার্ধক্য-যৌবন, লম্বা-খাটো, কখনও যুদ্ধ বর্ম পড়া তো কখনও সাধারণ পোশাক, আবার শাড়ি পড়া তো কখনও বোরখা। আর এই দুইয়ের মাঝেই যেন সমস্ত কিছু। ঘোর কাটতেই দেখল, আমানজীত আর দীপিকাও ওর দিকে একই ভাবে তাকিয়ে আছে। হতবাক হয়ে গেছে ও, মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখ পিটপিট করে বারকয়েক তাকাতেই চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আবার যখন চোখ খুলল, দেখল সব কিছু আগের মতোই আছে। কিন্তু ওরা দুজনেই মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণে তিনজনেই অধ্যাপক চৌধুরীর দিকে তাকাল। তিনি এখনও চেয়ারেই বসে আছেন। একদম স্বাভাবিক, যেন কিছুই দেখেননি।

'বিক্রম,' অবশেষে অধ্যাপক মুখ খুললেন। 'কালকের মধ্যেই আমার ডেস্কে, তোমার পছন্দের একজন রাজস্থানী কবির লিখিত জীবনী দেখতে চাই। আমানজীত, মাঠের সমস্ত ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করবে তুমি, কাল সকালে স্কুল শুরু হওয়ার আগেই কাজটা করবে। মারধোর করাটা আমার একদম অপছন্দের। এখন তোমরা যেতে পার।'

BanglaBook.org

অধ্যাপকের মন বদলে যাওয়ার আগেই, দুজনে রুম থেকে বেড়িয়ে গেল। দীপিকার দিকে এক নজরে তাকাতেই দেখল, চোখ দুটিতে রাজ্যের ভয় ভর করেছে যেন।

আমানজীত আর বিক্রম স্কুলের বাইরে চলে এল। স্কুল বাস মিস করেছে ওরা, এখন পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। যদিও স্কুল থেকে বিক্রমের বাড়ি বেশি দূরে নয়, কিন্তু আমানজীতের এক ঘণ্টার মতো লাগে বাড়ি ফিরতে। আপাতত, দুজনেরই বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।

'তুমিও ব্যাপারটা অনুভব করেছ, ঠিক না?' বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করল আমানজীত। এই প্রথম ও বিক্রমকে অবজ্ঞা না করে, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলল।

বিক্রম মাথা ঝাঁকাল।

'ওই মেয়েটাও উপলব্ধি করেছে ব্যাপারটা। ওর দিকে তাকাতেই দেখলাম, ওকে... এক সাথে বিভিন্ন রূপে দেখা যাচ্ছিল... তোমাকেও!'

'আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ?' বিক্রম জিজ্ঞাসা করল।

'আমি দেখলাম... তুমি...তোমার বিভিন্ন স্বত্তাগুলোকে!' আমানজীতের কণ্ঠে ভয়ের আভাস।

ওরা স্কুল চত্বরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আবার বাতাস বইতে শুরু করেছে, ঠাণ্ডা বাতাস। মনে হচ্ছে বালুঝড় থেমে গেছে। এই নতুন বায়ু প্রবাহ যেন সব ধুলাবালু শুষে নিচ্ছে। বিক্রমের মন বলছে অচিরেই কিছু একটা ঘটবে।

'ভালোই লিখেছ,' আমানজীত মুচকি হেসে বলল। 'আমার মনে হচ্ছে মেয়েটা খুশি হয়েছে।'

বিক্রম চোখ মিটমিট করল। 'আমার তো মনে হয়েছে ও আমাকে থাপ্পর দেবে,' নিচু স্বরে বলল ও।

আমানজীত হেসে ফেলল। 'আরে নাহ, প্রথম তো, তাই এমন লাগছে। তোমার চালিয়ে যাও উচিত।'

'মিথ্যে বকো না,' বিক্রম হেসে ফেলল। বুঝতে পেরেছে যে ওর সাথে ঠাট্টা করা হচ্ছে, তবে রাগ হলো না। আগে কখনও আমানজীতের সাথে এভাবে কথা বলেনি সে। আমানজীত হলো স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্র; বিক্রমের মতো একজন বোকার সাথে চলা ফেরার কথাও না ওর। এক মুহূর্তের জন্য আমানজীতকে বন্ধু ভাবল বিক্রম, যত যাই হোক ওরা একই পৃথিবীতে বাস করে।

হঠাৎ করে আমানজীতের মনে পড়ে গেল, সেই ঠাণ্ডা স্পর্শের ভৌতিক মহিলার কথা, যার হাতের ছাপ এখনও ওর বুকে লেগে আছে। নিমিষেই ওর ভিতরের

BanglaBook.org

চপলতা গায়েব হয়ে গেল। মৃদুমন্দ শীতল বাতাস বইছে চত্বর জুড়ে, যেন যুগ যুগ ধরে বয়ে চলছে। ওরা দুজনেই এক সাথে অজানা এক শিহরন অনুভব করল।

'বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, যেতে হবে।' বিক্রম বলল। 'তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব?'

সাধারণত আমানজীত ভূতে ভয় পায় না। কিন্তু আজকের ঘটনার পর... ছাদের ওই ভৌতিক মহিলাকে দেখার পর...মনে একটু ভয় ঢুকেছে। তাই আর বিক্রমকে না করল না বরং কৃতজ্ঞতাবোধ করল।

অদ্ভুত একটা দিন কাটল আজ ওদের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় তিনঃ আর্ড়ি পেতে শোনা
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ

দরিয়া এক-হালিতান নামের মেয়েটাকে বিয়ের নামে বিক্রি করে দেয়া হয়। তা-ও কিনা সিল্ক রোডের বাণিজ্য চুক্তিকে দীর্ঘায়িত আর অটুট রাখতে! ওর বাবা একজন পারসিক বনিক, কাবুলের কাছেই তার একটি বাণিজ্য ঘাঁটি আছে। অমাবশ্যা রাত আর মঙ্গল গ্রহের অধিপত্য, শুভ লগ্নকে অশুভ করার জন্য যথেষ্ট। আর ঠিক এমনই এক অশুভ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করে ও। আবার দেখতেও সুন্দর না, শ্যামলা গায়ের রঙ। বাবাও তেমন ধনী কেউ ছিল না। তাই সম গোত্রের কেউই ওকে ভালো নজরে দেখত না। ভাগ্য বিধাতা ওর উপর অবিচার করেছে ভেবেই হয়ত এমন একটা সুযোগ দেয়। মান্ডোরের রাজা বানিজ্য চুক্তির পণ নিতে এসে দরিয়াকে দেখে। আর চুক্তিপণ হিসেবে ওকে চায়। শুরুতে রাজার প্রতি ওর ছিল আকাশ সমান শ্রদ্ধা, কিন্তু ধীরে ধীরে এটা ঘৃণায় পরিণত হয়। আর এখন তো ভেবেই নিয়েছে, ওইদিন থেকেই ওর জীবনের পরিসমাপ্তি শুরু হয়ে ছিল।

ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, এমনকি পরিবারও শত মাইল দূরে। ওর প্রতি বিশেষ কোনও মায়াও তাদের নেই। বিবাহ চুক্তি অনুযায়ী পন্য মেয়েই খুশী তারা। পরিবারের কাছে তাই একরকমের মৃত বলেই বিবেচ্য দরিয়া। আর স্বামী রবীন্দ্র, সে তো একটা পশুর-ও অধম! ওর থেকে বয়সেও দ্বিগুণ বড়। আর তার পুত্র, রাজকুমার চেতন, ঠিক বাবার থেকে এক কাঠি নিচে। যতবারই ওকে রবীন্দ্রর ঘরে পাঠানো হয়েছে, প্রতিবারই সইতে হয়েছে অসহ্য আদিম যন্ত্রনা। সৌভাগ্যক্রমে ও এখন পর্যন্ত সন্তান সম্ভবা নয়, কিন্তু জানত অতি শীঘ্রই ওর গর্ভেও একটা পশুরই জন্ম হবে।

এখানে দরিয়ার কষ্ট বুঝার কেউ নেই। অন্য রানিরা হয় মাদকাসক্ত নয় বোকা, কিংবা হিংসাপরায়ণ আর উদ্ধত, যেমন শৈলিকা। এদের মাঝে শুধুমাত্র পদ্মাকেই ভালো লাগে, যদিও মেয়েটা বেশিরভাগ সময়ই আফিমের নেশায় মত্ত থাকে। প্রহরীরাও রাজার ভয়ে সাহায্যের জন্য এক পা-ও নড়ে না। আর সুদর্শন সেনাপতি, শাস্ত্রীও রাজার কথায় উঠে বসে। রাজ খোঁজারা সবসময় ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে, তোষামোদি প্রাণিগুলো নিজেদের চেয়েও রাজার বাক্যে বেশি বিশ্বাসী। একমাত্র কবিই যা একটু সহানুভূতি দেখায়; কিন্তু সে আরেক অপদার্থ, ভীতুর ডিম।

BanglaBook.org

সব যন্ত্রনার মূল ছিল আফিম, যার ফলে সব কিছু অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আফিমের প্রভাব সম্পর্কে দরিয়া ভালভাবেই জানে। ও বড়ই হয়েছে আফিমের প্রভাবে মানুষের মৃত্যু দেখে। রাতের বেলায় ওর উপর জোর করেই দেয়া হয় এটা। তা সে যতই অনুনয়-বিনয় করুক বা থুথু ফেলুক অথবা রাগ দেখাক না কেন!

রোজ আল্লাহ কাছে মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু লাভ হয় না। এখন মনে হয়, ও যেন একটা দুঃস্বপ্নে বাস করছে, আর কখনওই জাগবে না। আফিমের নেশার ঘোর কিছুটা কাটার পরেই ওকে রাজার ঘরে পাঠানো হয়, যার ফলাফল আরও খারাপ।

আস্তে আস্তে দরিয়ার ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকল হোলিকা, এবং মেয়েটার গায়ের চাদর টেনে খুলে ফেলল। চাদরের নিচে বিবস্ত্র দরিয়া সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেলল, নিজের দেহের চাবুকের কালশীটে দাগ, আর হোলিকার জঘন্য চেহারার লুলুপ বাকা চাহনি ও দেখতে চাচ্ছে না।

চোখ বন্ধ অবস্থায়ই দরিয়া উঠে বসল, হাতরে গায়ের চাদরটা আবার জড়িয়ে নিল। 'চলে যাও এখান থেকে,' দাঁত কটমট করে বলল। কথাটা অনেকটা দয়া ভিক্ষার মতোই শুনাল।

'এতো কিসের তাড়া? তোমার সাথে দুইটা কথা বলি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা।' ওর পাশে গিয়ে বসল হোলিকা। 'আমাদের একটা প্রথা সম্পর্কে তোমার জানা উচিত। আমরা এটাকে বলি সতীদাহ। প্রথাটা সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে?'

দরিয়া মাথা ঝাঁকাল।

হোলিকাকে উৎসাহিত দেখাল। 'ভগবান শিবের প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল সতী, যিনি নিজেকে যজ্ঞের আগুনে ভস্ম করেন, কারণ তার বাবা শিবজীকে আপমান করেছিল। পরে পার্বতী রূপে পুর্ণজন্ম গ্রহন করেন আবার ভগবান শিবকেই বিয়ে করেন। তারপর থেকেই, অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে এটা একটা প্রথা হয়ে যায় যে যখন স্বামী মারা যায়, সাথে তার বিধবা স্ত্রীকেও চিতায় ভস্ম হতে হয়,' ওর চেহারায় শয়তানি খেলা করছে। 'নয়তো তাকে নিক্ষেপ করা হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।'

হোলিকার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল দরিয়া। 'কিন্তু এটা যে অন্যায়,' জোর দিয়ে বলল ও। 'এটা বর্বরতা!'

'এটাই প্রথা,' হোলিকা হেসে বলল। 'তবে হ্যাঁ, আমাদের রাজা এখনও অনেক তেজী এবং বীর্যবান। আরও অনেকদিন বেঁচে থাকুক তাই কামনা করি।'

'অনেকদিন বেঁচে থাকুক,' দরিয়াও সহমত হলো, হঠাৎ করেই আফিমের স্বাদ পাওয়ার জন্য ওর জিহ্বা আকুল হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

আরম ধূপকে প্রায়শই সবাই ভুলে যায়। রাজা যদিও একটু সম্মান করে, তার ছেলের যেন তাতেও বাঁধে! শুধু গৌতমই ওর কদর করত, আর গৌতম ছিল...থাক তার কথা!

এখন আবার ওর তলব পড়েছে।

রবীন্দ্র ওকে বলেছে জাফরি জানালার পাশে বসে, গুজরাটের বনিকের সাথে কি কথা হয় খেয়াল রাখতে, যাতে কোনও কিছুতে বাদ বা ভুল হয়। কিন্তু সভাকক্ষের মাঝে শব্দ খুবই কম হচ্ছে, কেউ যদি গ্রীলের জানালায় কান পেতেও শুনার চেষ্টা করে, তবুও মিনমিন শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না।

আজ মনে হচ্ছে রবীন্দ্র ওকে আবার ভুলে গেছে, তবুও একবারের জন্যও জায়গা ছেড়ে উঠেনি ও। তবে অসাবধানতায় ঘুমিয়ে পড়েছিল একবার। ঘুম ভেঙেই দেখল সেনাপতি শাস্ত্রীকে, তার থেকে পাঁচ ফুট নিচে, হাত পা শেঁকলে বাধা এক প্রহরীকে টেনে নিয়ে আসছে।

'এ-ই শেষ, মহারাজ,' শাস্ত্রী বললল। ওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'ওহ,' রবীন্দ্র বলল, তার ধুমায়িত কণ্ঠে আত্মতৃপ্তির আভাস। 'গৌতমের দেহরক্ষী না ও? কি যেন নাম... হ্যাঁ, দেবী।'

বন্দী ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'এর সাথে কি কি করা হয়েছে?'

শাস্ত্রী যথাসম্ভব শান্তভাবে কথা বলছে, কিন্তু আরম তার কণ্ঠে ক্লান্তির ছাপ ঠিকই বুঝতে পারল। 'ওকে চাবুক মারা হয়েছে, মারধর করা হয়েছে, সব শেষে পুরুষত্বও কেড়ে নেয়া হয়েছে, মহারাজ। এইপর্যন্ত যা যা বলেছে ও, সবটাই আমাদের জানাছিল। আমার তো মনে হচ্ছে, ও এইসবের সাথে জড়িতই ছিল না।'

রবীন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'খুব ভাল করেছ, কখনও কখনও এটা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। বিশস্ততা যেন দুধারী তরবারি, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, মহারাজ,' শাস্ত্রী দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল।

রবীন্দ্র তোমাকেও সন্দেহ করে, আরম ভাবল। তার বিশ্বাস তুমিও এর সাথে জড়িত, শাস্ত্রী। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না বিধায় কিছু করতেও পারছে না...এখনও পর্যন্ত পারছে না।

'মেরে ফেল ওকে, শাস্ত্রী।'

রাজার আদেশে সেনাপতি মাথা নত করল। 'যথা আজ্ঞা মহারাজ।' বন্দীকে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও, সেনাপতি। এখন, এই মুহূর্তে তুমি ওকে হত্যা করো।'

'কিন্তু মহারাজ...এই মেঝেতে? গালিচা নষ্ট হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'এইসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। যা বলছি তাই করো।'

আরম জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে, শাস্ত্রী ছুড়ি বের করল। ইচ্ছে করছে বান্দীর গলায় না বসিয়ে রবীন্দ্রর বুকে ছুড়ি বসিয়ে দিতে। কিন্তু ঘরে এই মুহূর্তে অন্য প্রহরী, আর গুপ্তচররা আছে; প্রত্যেকেই অস্ত্রসজ্জিত। এখন কাজটা করা হবে আত্মাহুতির বরাবর। শাস্ত্রীও এটা ভালো করেই জানে।

হয়তো আরমই শুধু লক্ষ্য করল, বন্দীর গলায় ছুড়ি চালানোর ঠিক আগ মুহূর্তে সেনাপতি যেন একটু কেঁপে উঠল! মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে দেহটাকে ধরে ফেলল সে। লাল রক্তে গালিচাটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

'ভৃত্যদের ডেকে গালিচাটা পরিষ্কার করিয়ে নেই?' রবীন্দ্রের পাশে থেকে চেতনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'না, এভাবেই থাকুক।' রবীন্দ্র হাত তালি দিল। 'সবাই এখন যেতে পারো, আরম তুমিও।' গলা চড়িয়ে বলল সে।

আরম চুপচাপ তার আসন ছেড়ে চলে গেল। গুপ্তঘরের পেছনের প্রবেশ পথের পাহারায় কেউ নেই। চাইলে সহজেই লুকিয়ে আড়ি পেতে সব শুনা যাবে এখন। সহজ, কিন্তু এটাই হবে তার জীবনে করা সবচেয়ে স্নায়ু উত্তেজক কাজ। আমি কেন এটা করছি, নিজেকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করল না। এই মুহূর্তে, প্রতিটা পদক্ষেপ-ই ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে। একটা আলপিনের শব্দও দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়ে বিকট আকার ধারণ করতে পারে। তাও সাহস করে এগুলো আরম। সভা শেষে অতিথিশালায় না গিয়ে সোজা রাজার সন্নিকটে, গুপ্তঘরে প্রবেশ করল। ও জানে কতটুক দূরত্ব বাজায় রাখতে হবে।

রবীন্দ্র চাইলেই উঁকি দিয়ে ওই ঘরটাতে দেখতে পারে। আরম এমন অবস্থায় রয়েছে যে, অন্য কেউ হলে কিছুই শুনতে পেত না। কিন্তু ওর শ্রবণশক্তি প্রখর, কবিতা আবৃতি এবং গানের চর্চার কারনেই বোধয়।

'কখন, পিতাশ্রী?' চেতন অধৈর্য হয়ে বলল।

'শীঘ্রই, পুত্র। এই সপ্তাহের মধ্যেই।'

'এই রাজ্য সত্যিই আমার হবে?' চেতনের কণ্ঠে সন্দেহের আভাস।

রবীন্দ্র কোমল হেসে বলল, 'অবশ্যই। এই তুচ্ছ রাজ্য দিয়ে আমি কি করব, যেখানে মৃত্যু আমাকে এর চেয়েও বেশি কিছু দিবে।'

'আমি বুঝতে পারছি না,' চেতন অভিযোগের সুরে বলল। 'এটা আবার কেমনতর কৌশল? কেনইবা এভাবে রাজ্য ত্যাগ করছেন আপনি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তোমার এতো বুঝে কাজ নেই, চেতন। যা করতে বলব তা পারলেই হলো। সেখানে একটা দেহ থাকবে আমার মতো দেখতে। ওটাকে চিতায় সাজাবে, সাথে আমার সাত স্ত্রীদেরও।'

BanglaBook.org

'সতীদাহ,' সুর করে বলল চেতন, ওর কণ্ঠে একই সাথে ভয় আর নোংরামি খেলা করছে। 'শুধু শুধু অপচয়। বিশেষ করে ওই মুসলিম মেয়েটা।'

'ওদের প্রত্যেকেই যেন চিতায় ভস্ম করা হয়, চেতন। মনে রেখ, আমি কিন্তু সবই দেখব, জানব। সাত জনকেই চিতায় ভস্ম করবে, প্রত্যককে আমার দেয়া হৃদপাথর সহ।' রবীন্দ্রর কণ্ঠ হুমকির মতো শুনাল। 'কান খুলে শুনে রাখ, মৃত্যুর পরেও কিন্তু আমি তোমার প্রতিটা পদক্ষেপের উপর লক্ষ্য রাখব। যদি আমাকে নিরাশ করো, খুবই অসন্তুষ্ট হব, আর এর শাস্তি কিন্তু খুবই ভয়াবহ হবে!'

চেতন ঢোক গিলল। 'আমি আপনাকে নিরাশ করব না, পিতাশ্রী। আমি প্রতিজ্ঞা করছি!'

রবীন্দ্রর ঠোটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'শুনে খুশি হলাম, আমার মৃত্যুর পর এইসব কিছুই তোমার হবে, তখন যা ইচ্ছা করতে পারবে। যাকে ইচ্ছা রাখবে, আর যাকে ইচ্ছা মারবে।'

চেতন হাসল। 'আমি শুধু অপেক্ষায় আছি। প্রথমেই মরবে শাস্ত্রী। লোকটা রহস্যময়, যা খুবই বিরক্তিকর, আবার সবার প্রিয়ও।' নিজেকে সংযত করল ও। 'এটাও সত্য, আপনার অনুপস্থিতি আমাকে খুবই কষ্ট দিবে, পিতাশ্রী। কিন্তু আমি জানব যে আপনি সত্যিকার মৃত্যবরণ করেননি।' ওর মুখে অনিশ্চিতের হাসি।

রবীন্দ্রও ছেলের সাথে হাসল। তাদের হাসি দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল, আরমের রক্ত জল হয়ে গেল, আতঙ্কে জড়সড় হয়ে গেল। তবে আতঙ্কের চেয়ে বেশি ভয়ই পেছে ও, কারণ ওর স্বপ্নের রাজকুমারী, ওর হৃদয়ের রাণিকে চিতার আগুনে ভস্ম করা হবে।

'না, দরিয়াকে আমি কিছুতেই ভস্ম হতে দিব না!' ও ভগবানের নামে শপথ করল। 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে বাঁচাবই!'

BanglaBook.org

অধ্যায় চারঃ ব্যক্তিগত জীবন
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

বিক্রমের বাবা, দীনেশ খান্দাভানি তার ছোট্ট সান্ত্রো গাড়িটার পাশে বসে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছেন, আর গাড়ির সাইড মিররের দিকে তাকিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। মুম্বাই-এর শপিংমল থেকে আনা দামী চুলের রঙয়ের কোনও তুলনাই হয় না, তার চুল এখন সম্পূর্ন কালো দেখাচ্ছে। পড়ন্ত দুপুরের রোদের আলোয় তার গোঁফ ও চেহারা ঝলমল করছে। প্রতাপশালী না হলেও আত্মমর্যাদাশীল এবং একজন দায়িত্ববান বাবা ঠিকই। বিক্রম সাথে করে একজনকে নিয়ে এসেছে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমানজীতের দিকে।

'বিক্রম, তোমার বন্ধু নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। ভদ্রভাবে আমানজীতের সাথে করমর্দনও করলেন, যেন ও কোনও বোর্ড চেয়ারম্যান অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তি!

আমানজীত বিক্রমের দিকে তাকাল। এখন পর্যন্ত তাদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি।

বিক্রম নিরবতা ভঙ্গ করল। 'ওর নাম আমানজীত সিং, বাবা। আমাদের দুইজনেরই, স্কুলের এক শিক্ষকের জন্য কিছু অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে। আমরা কি ওকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসতে পারি?'

দীনেশ খুশি হলো। 'অবশ্যই পারি! আমার ছেলে বন্ধু মানে আমারও বন্ধু,' খুশি হয়ে বলল। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিল। 'বিক্রম তুমি পিছনের সিটে বসো, আর আমানজীত সামনে বসুক।'

বিক্রমের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল আমানজীত এবং সামনে সিটে গিয়ে বসে পড়ল। বিক্রম মন খারাপ করে পিছনের সিটে গিয়ে বসল। কোন কুক্ষণে যে গাধাটাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম, মনে মনে বলল বিক্রম। গাড়ি খাড়া বাঁক নিয়ে যোধপুরের রাস্তায় চলে আসল।

দীনেশ পেশায় একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী, মুম্বাইয়ের বড় বড় বস্ত্র বিতানগুলোর সাথে তার ভালো যোগাযোগ আছে। এটা একরকমের দুতরফা পদ্ধতি–যেখানে বস্ত্র বিতানগুলো নিজেদের পণ্য বিক্রির প্রেরনা যোগায় আবার খদ্দেরদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিতও হয়। শুধু মাত্র খদ্দেরদের কাছে পণ্য বিক্রয়ের মাঝে তার

BanglaBook.org

কাজ সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাকে ভোক্তার রুচি সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হয়। এই ব্যাপারে দীনেশের সহজাত একটা ক্ষমতা আছে যেন! আর তাই মুম্বাই ছেড়ে রাজস্থানে আসার কোনও ইচ্ছাই তার ছিল না, সাথে বিক্রমেরও। তা সত্ত্বেও বছর পাঁচেক আগে ওরা দীনেশের জন্মস্থান, রাজস্থানে চলে আসে।

দীনেশ এবং বিক্রম একে অপরকে খুব ভালোভাবেই বোঝে। বিক্রমের বয়স চার, যখন ওর মা মারা যান। যদিও মায়ের কথা খুব একটা মনে নেই, কিন্তু আজও অন্তরে ভালোবাসা আর ধৈর্যের প্রতীক হয়ে আছে ওর মা। কারণ মা-জাতটাই এমন, দূরে চলে গেলেও যেন সবসময় অন্তরেই বাস করে।

দীনেশ কোনও কথাই বলছে না আমানজীতের সাথে। অপর দিকে বিক্রমও মুখে কুলূপ এঁটে বসে আছে। পুরাতন এই শহরের একমুখী গলিপথ দিয়ে যাচ্ছে ওরা, একটু পরে পরেই হর্ণ বাজাতে হচ্ছে আশে পাশের ঠেলাগাড়ি, পথচারী আর সামনা সামনি কোনও গাড়িকে পাশ কাটানোর জন্য। গাড়ির এয়ারকন্ডিশনার নষ্ট থাকায় সবাই ঘেমে একাকার।

'আমাদের বাড়ি ওইদিকে,' আমানজীত আঙুল তুলে একটি নিচু গলি পথে দেখাল। নিচের ঠোঁট কামড়ে দীনেশের দিকে তাকাল সে, কিছু একটা ভাবছে নিশ্চিত। 'ইয়ে মানে, আমি কি আপনাকে জলখাবারের আমন্ত্রন জানাতে পারি, স্যার?

বিক্রম দেখল, ওর বাবার চেহারায় বাড়ি যাওয়ার কোনও তাড়াহুড়ো নেই। বাবাকে খুব ভালো করেই চিনে ও–আমানজীতের ইতস্তত আমন্ত্রণ তার কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছে। মনে মনে অস্ফুট আর্তনাদ করল বিক্রম। এই কৌতুহলের কারণে প্রায়ই ওর বাবা বিপদে পড়ে।

'অবশ্যই, বলার জন্য ধন্যবাদ আমানজীত।'

গলির মাথায় গাড়িটা পার্ক করে, পাশের এক চা-ওয়ালাকে গাড়ির দিকে খেয়াল রাখতে বলে ওরা আমানজীতকে অনুসরণ করল, নীল দেয়ালের গলি দিয়ে। চারপাশে ময়লা আবর্জনা আর গোবর জমে আছে, সম্পূর্ন গলি কটু দুর্গন্ধে ভরা। পাগড়ী পড়া এক ছেলে উচ্চমাত্রায় মোটরবাইকের হর্ণ বাজিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। আমানজীত ওদের একটি প্রাচীন কাঠের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেটার কব্জা ভেঙ্গে এক পাশ ঝুলে পড়েছে। দরজা পেরিয়ে সামনেই একটি ময়লা উঠান, একজন বৃদ্ধা কুঁজো হয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে। দীনেশ আর বিক্রমের দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকাল বৃদ্ধা।

আমানজীত ওদের আরেকটি দরজার দিকে নিয়ে গেল। দরজা পেরিয়েই পরিষ্কার রং করা দেয়াল, পুরাতন গোলাকার একটা সিঁড়ি দেখা গেল। বাতাসে রান্নার সুবাস ভেসে আসে বাইরের দুর্গন্ধও মুছে দিল। কোথাও একজন মহিলা অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করে গান গাইছে।

BanglaBook.org

'মা!, আমি চলে এসছি!' আমানজীত সিঁড়ি দিয়ে উপরতলায় উঠতে উঠতে চিৎকার করে বলল।

গান থেমে গেল। 'এই আসার সময় হলো! তোমার তো আরও ঘণ্টাখানেক আগেই চলে আসার কথা!' পাশের একটি রান্না ঘরের দরজা খুলে দ্রুত কিন্তু মার্জিত ভাবে, সরু মুখ আর ঝর্নার মতো কাঁচাপাকা খোলা চুলের একজন মহিলা বেরিয়ে এল। 'তুমি কি ভুলে গেছ...ওহ!' তিনি বিক্রম আর দীনেশের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

আমানজীত অস্বস্তিতে পরে গেল। 'মা, ইনি হচ্ছেন...' তার নাম ভুলে যাওয়ার জন্য নিজেই নিজের পিণ্ডি চটকাল।

'দীনেশ খান্দাভানি,' বিক্রমের বাবা বলল। 'আমার ছেলে বিক্রম আর আমানজীত একই স্কুলে পড়ে।'

আমানজীতের মা শাড়ির আচলে হাত মুছল এবং পশ্চিমা ভঙ্গিতে করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল। 'কিরণ কৌর বাজাজ।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমানজীতের দিকে তাকিয়ে বলল।

'ওহ, স্কুলে দেরি হয়ে যাওয়ায় মিস্টার খান্দাভানি তার গাড়িতে করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। তাই আমি তাকে জল খাবার আমন্ত্রন জানালাম।'

কিরণ নিশ্চিন্ত হলো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। অশেষ ধন্যবাদ, জনাব।'

'প্লিজ, আপনি আমাকে দীনেশ বলে ডাকতে পারেন, মিসেস বাজাজ।' দীনেশ ওর সবচেয়ে নজরকারা হাসি দিল। তার পুরো চেহারায় হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এই হাসির বিপরীতে কখনও কাউকে হাসতে দেখেনি বিক্রম, শুধুমাত্র তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাদে।

কিরণ চোখ মিটমিট করল। মহিলার লম্বা, সরু চেহারা এবং উত্তর ভারতীয়দের মতো নাক। তাকে কিছুটা বিষণ্ন আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তবে মৃদু হাসল, যেন হাসতে ভুলে গেছে। মুহূর্তেই আবার নিজেকে সামলে নিল। 'প্লিজ আপনারা ভেতরে আসুন। আমানজীত, রাসকে নিয়ে এস কিন্তু।' বলেই রান্নাঘরের ভেতরে চলে গেলেন। 'ভেতরে আসুন, এদিকে বসার ব্যবস্থা আছে।'

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে, একটি খাবার ঘর তথা বসার ঘরে নিয়ে গেল ওদের। ঘরে মামুলী আসবাবপত্রে ভরা, বুঝাই যাচ্ছে এগুলো একসময় খুব দামী ছিল। দেরাজের উপর একটি টেলিভিশন চালু করা, নিঃশব্দ। পটপৌরি থেকে ভেসে আসা গোলাপ ফুল আর রান্নার সুবাস মিলে একটা তিক্ত-মিষ্টি গন্ধে ভরে গেছে ঘর। গাঁদাফুলের মালা চড়ানো, মিলিটারি পোশাকের এক শিখের ছবি দেয়ালে এক পাশে ঝুলানো।

'এখানে বসুন,' বলেই কিরণ রান্না ঘরে চলে গেল।

BanglaBook.org

একটি তীক্ষ্ণ মেয়ে কণ্ঠ সিঁড়ি থেকে ভেসে আসছে। 'এবং ক্লাসের সবার সামনেই ওরা কবিতাটা পড়ছিল!' মেয়েটি উন্মত্তের মতো হাসছে। 'ইস! আমিও যদি কবিতাটা একবার পড়তে পারতাম!' বিক্রম লজ্জায় মুখ লুকাল।

আমানজীত রোগা পাতলা এক মেয়েকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকল, ঠিক যেন তাদের মায়ের ছোট সংস্করণ, শুধু চেহারায় বদমায়সি ভাব বাদে। বিক্রম ঠিক মনে করতে পারল না, মেয়েটাকে স্কুলে দেখেছে কিনা। তবে বিক্রমকে দেখে হাসি মাঝ পথেই আটকে গেল মেয়েটার, এবং লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

'মিস্টার খান্দাভানি স্যার, এই হলো আমার বোন, রাস। আমাদের স্কুলেই পড়ে।'

দীনেশ অভিবাদন জানালো। রাস এক নজরে বিক্রমকে দেখল। 'আমি গিয়ে দেখি মা কি করছে,' বলেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘর থেকে হাসিতে ফেটে পড়ার শব্দ পেল বিক্রম।

'নিঃসন্দেহেই আজ ওর দিন ভালো কেটেছে,' দীনেশ ছেলে দুজনকে লক্ষ্য করে বলল। ওরা দুজনই নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিরণের নিয়ে আসা ঠাণ্ডা জলে, ওরা অল্প অল্প করে চুমুকে দিচ্ছে। দীনেশ সবিস্তারে নিজের পরিবার এবং পেশা সম্পর্কে কিরণকে বলল। ধীরে ধীরে তাদের মাঝের জড়তা কেটে গেল। মানুষের সাথে মেশা এবং অনায়েসে তাদের পছন্দনীয় বস্ত্র-কাপড়, রুচি সম্পর্কে কথাবার্তা বলায় দীনেশ অভ্যস্ত ছিল। খুব তাড়াতাড়িই এই প্রৌঢ়বয়স্ক দুইজন কাপড় চোপড় সম্পর্কে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেল। ওদিকে তিনজন কিশোর-কিশোরী অস্বস্তি নিয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে।

'আমানজীত, তুমি বিক্রমকে ছাদে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?' কিরণ বলল। 'ইচ্ছা করলে কোমল পানীয়ও পান করতে পার।'

আমানজীত আর বিক্রম, একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, এবং দুজনেই মাথা ঝাঁকাল। রাস মায়ের পাশেই বসে রইল, যদিও ওর যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তবে রাস না আসাতে বিক্রম খুশিই হয়েছে, কবিতাটা নিয়ে আর অবজ্ঞা শুনতে ওর ভালো লাগছে না।

দুই দরজা পেরিয়ে, ছোট ছোট সিঁড়ি ভেঙে চারপাশ খোলা একটি ছাদে উঠল ওরা। ছদের পাওয়ার লাইনের উপর একটি পাখির বাসা, ওটার পাশেই একটি টিভি অ্যান্টেনা আর একটি পানির ট্যাঙ্ক। আর মেঝেতে দুটো তোশকের উপর একটি ত্রিপল টানানো। আমানজীত সিঁড়ির গোড়া থেকে ছোট্ট একটুকরা পাথর এনে সামনে বসে থাকা বানরের দিকে ছুড়ে মারল। বানরটা হিসহিস করে অন্যত্র চলে গেল।

আমানজীত বরফের ঝুড়ির ঢাকনা খুললে দুটি মাউন্ট এন্ড ডিউ-এর বোতল বের করল। ছিপি খুলে একটা বোতল বিক্রমের দিকে এগিয়ে দিল।

BanglaBook.org

'দুঃখিত, এখানেই বসতে হবে,' ও বলল, ছাদের একপাশে পা ঝুলিয়ে বসেতে বসতে। বিক্রম একটু দূরে গিয়ে বসল, বুঝতে পারছে না কী বলবে।

চারপাশে চোখ বুলাল বিক্রম। 'ইয়ে মানে...' ও তোশক দুটোর দিকে নির্দেশ করল।

আমানজীত মাথা নাড়াল। 'হ্যাঁ, আমি আর আমার ভাই এখানেই ঘুমাই, তবে প্রায়সময়ই আমার ভাই ট্যাক্সিতে ঘুমায়। শুধু বর্ষাকাল বাদে। তখন ঘরের মেঝেতে ঘুমাই। মা ঘুমায় বড় ঘরে, আর রাস তার পাশের ঘরে।' ওকে একটু বিষণ্ন দেখাল। 'রাস অসুস্থ। ডাক্তার বলেছে, ওর হৃদপিণ্ডে ছেদ আছে আর ফুসফুসও নাকি প্রায় বিকল হয়ে গেছে। ডাক্তার আরও বলেছে যে, ও বেশি দিন বাঁচবে না।'

বিক্রম বুঝতে পারল না এখন কি বলা উচিৎ। 'আর তোমার বাবা?' ও জিজ্ঞাসা করল।

'ঘরের দেয়ালে মালা চরানো ছবির লোকটাই আমার বাবা। গত বছর মারা গেছে।' আমানজীতের মন খারাপ হয়ে গেল। 'তিনি আর্মির একজন ট্যাঙ্ক কমান্ডার ছিলেন। গত বছর কাশ্মিরের হামলায় ট্যাঙ্ক উপরে পড়ে মারা যান।'

'দুঃখিত,' বিক্রম বলল, ও শান্তনা কিভাবে দিতে হয় জানে না।

ওরা আবার নিশ্চুপ হয়ে গেল।

বাবা নিশ্চয়ই এখন চলে যেতে চাইবেন, বিক্রম ভাবল।

রাসকে দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে, একটা ডিউর বোতল নিয়ে ওদের সামনে আসল। এখন ওকে কঠোর দেখাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগের হাসিখুশি ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। 'জেঠাবাবু এসেছেন,' ও বলল। হাতের বইটা এক পাশে রেখে ওদের সাথে বসে পড়ল। বিক্রম বইটার দিকে তাকাল; একটা মালিম রামায়ণের কপি। রাস বিক্রমের দিকে তাকাল।

'তুমি হলে প্রেমের কবি,' রাস বলল, ওর চেহারায় কুটিলতা। 'তুমি ইতিমধ্যেই একজন কিংবদন্তী হয়ে গেছ।'

বিক্রম মাথা নিচু করল। 'আমার নিচে চলে যাওয়া উচিৎ,' ও বলল।

'চাইলে যাও, তবে আমি যাব না। আমার জেঠা এসেছে, আর এসেই কৃতিত্ব ফলানো শুরু করেছে। তিনি শীঘ্রই ডাকবেন তোমাকে।' রাসের কথায় বুঝা গেল জেঠাকে ওর একটুও পছন্দ না। 'তোমার বাবা তাহলে বিপত্নীক?' ওর চোখ চকচক করছে। 'চরনপ্রীত জেঠা তোমার বাবাকে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল আমি চলে আসার সময়। তিনি ভাবেন, মায়ের উপর শুধুমাত্র তারই অধিকার আছে, আর কারও না।'

'কথা তো সত্যি,' আমানজীত বিড়বিড় করে বলল।

BanglaBook.org

বিক্রম অস্বস্তিতে পড়ে গেল। ওর এই পরিবারের সমস্যার কথা না শোনাই উচিৎ। 'আমি ছোট থাকতেই আমার মা মারা যান।'

বিক্রমকে উপেক্ষা করে, রাস আমানজীতের দিকে তাকাল। 'বাড়িতে অন্য কোনও পুরুষ মানুষ আসা জেঠার পছন্দ না, তাই বলে তো আর সে অভদ্র আচরণ করে বিদায় দিতে পারে না, এর জন্যই এখন কৃতিত্ব ফলাচ্ছেন ভদ্রলোকটার সামনে। আমি নিশ্চিত, ওদের বাসায় আনার জন্য আজ তোমাকে মার খেতে হবে।' ওর কণ্ঠে সমবেদনার সুর।

বিক্রম দুই ভাই-বোনের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। 'তোমাদের ঝামেলায় ফেলার জন্য সত্যি দুঃখিত।'

'এখানে তোমার কোনও দোষ নেই,' আমানজীত বলল। 'জেঠা বাবাকে হিংসা করত। সে ঘুরে ফিরে সারাক্ষণই আমাদের বাসায় আসে। পাড়ার লোকেরা বলাবলি করে, স্ত্রীর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মাত্র সে আমার মাকে বিয়ে করবে।' আনমনেই আমানজীত হাত মুষ্টি পাকাল।

'বাবার উইলের নির্বাহিক হওয়ায়, মায়ের সমস্ত টাকার উপর এখন তার দখল,' রাস গল্পকারের মতো করে বলতে লাগল। 'মাকে প্রায়ই জেঠার সাথে মাঝ রাতে ঝগড়া করতে শুনি আমি। মায়ের মতো আমিও ঘৃণা করি এই লোকটাকে!' ও সিঁড়ির দিকে তাকাল, কেউ আড়ি পেতে শুনছে কিনা দেখল। 'যাইহোক, এবার বলো তোমার পরিবারে কে কে আছে?' বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি আর আমার বাবা। আপাতত।'

'আপাতত?' সামনে ঝুঁকে এসে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল। 'এর মানে কি?'

বিক্রম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'ব্যাপারটা বুঝানো একটু জটিল। এখন শুধু আমি আর বাবাই থাকি একসাথে। আমার মা মারা গেছে। এবং ...' ও লজ্জায় মাথা নিচু করল। 'বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, মুম্বাইয়ে। তাদের একটি ছেলেও আছে, তবে এখন ডিভোর্স হয়ে গেছে।' বিক্রম লক্ষ্য করল, "ডিভোর্স" শব্দটা শুনে দুই ভাই বোন একে অপরের দিকে বিস্ময়ে তাকাল। এটা এখনও তেমন প্রচলিত হয়নি এখানে, ব্যাপারটা বরং নিন্দনীয়ই। 'এটা কয়েক বছর আগের কথা। আমার সৎ ভাই তার মায়ের সাথে থাকে। বাবা পরে আর বিয়ে করেনি। এখন আমরা চাইলে মুম্বাইয়ে গিয়ে থাকতে পারি, তবে...' ওর কণ্ঠস্বর থেমে গেল। বাবার সাথে তার এই বিষয় নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। তিনি চায় বিক্রম যেন রাজস্থানেই থাকে, তার সাথে। 'স্কুল শেষ করার পর আমি মুম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাব,' সন্তুষ্টির সাথে বলল।

আমানজীত ঝাঁকাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ওর ফলাফল যথেষ্ট ভালো না। জেঠা তো এখনই বলে দিয়েছে, ওকে ট্যাক্সির কাজেই লাগতে হবে। তবে এখনও এই বিষয়ে কিছু ভাবেনি ও।

BanglaBook.org

রাস হঠাৎ করে হেসে উঠল। 'আচ্ছা, তোমার বাবা যদি আমার মাকে বিয়ে করে, তাহলে আমাদের পরিবারটা ঠিক হবে রামায়ণের মতো। এক রাজার, আর তার তিন রাণী এবং চার পুত্র।' ও বিক্রমের দিকে তাকাল। 'মনে আছে কি? রাজা দশরথের তিন রাণী ছিল। কোনও পুত্র সন্তান না হওয়ায়, যজ্ঞ করে আর ফলস্বরুপ পায় দিব্য পায়েস। পরে এই পায়েস খেয়েই তিন রাণী পুত্র সন্তান লাভ করে।'

'অনেক হয়েছে,' আমানজীত রেগে বলল। 'মা কখনোই বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না জেঠা...' ওর কথা থেমে গেল।

একটি পুরুষ কণ্ঠ নীচতলা থেকে চিৎকার করে ডাকছে। 'আমানজীত! আমানজীত! নীচে এস, এবং তোমার বন্ধুকেও সাথে নিয়ে এস!'

রাস ওর ভাইয়ের দিকে তাকাল। 'তোমাকে ডাকছে দাদা,' ওর কণ্ঠে ভয়ের ছাপ।

আমানজীতকে অসুস্থ লাগছে, ও বিক্রমের দিকে তাকাল। 'চলে আস। তোমাকে আর তোমার বাবাকে এখন চলে যেতে হবে।'

চরনপ্রীত জেঠা দেখতে মোটাসোটা, এবং ভুরিওয়ালা। পড়নে আর্মির পোশাক, আর মাথায় হালকা নীল রঙয়ের পাগড়ী। তার চেহারায় জল বসন্তের দাগ এবং ঠোঁটে সব সময়ের মতোই বিরক্তিভাব। লোকটা অবজ্ঞা ভরে বিক্রমের দিকে তাকাল, হাত মেলানোর সময় তো পারলে ওর হাতটা গুঁড়িয়েই দিচ্ছিল। দীনেশ আর কিরণের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ,' কিরণকে বলল দীনেশ, মাথা নিচু করে সম্মান প্রদর্শন করে ছোট্ট করে হাসল, যেন কিছুই হয়নি। আমানজীতকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিক্রমেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। পিছন থেকে সজোরে দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। দীনেশ ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন।

'চমৎকার একজন মহিলা,' দীনেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আর একজন ভয়ঙ্কর ভাসুর, যেন অসুর।'

চরণপ্রীতের গলাবাজির শব্দ সিঁড়ি দিয়ে ভেসে এসে নিচের দরজায় পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় পাঁচঃ সতীদাহ
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ

রবীন্দ্ররাজের মৃত্যুর খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিন্তু রাজার ছেলে ক্ষমতা লাভ করায় ভয়, ঘৃণা এমনকি শ্রদ্ধা প্রকাশ করাও সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়ায়। চেতন দ্রুত নিজের উত্তরাধিকার সামলে নেয়, ক্ষমতা ফলানো শুরু করে। মহারাজা আর প্রতিবেশী রাজাদের কাছে দূত পাঠায় সন্ধী অব্যাহত রাখতে। যথাযথ সম্মানের সাথে, তিন দিনের মাঝে রবীন্দ্রর দেহ ভস্ম করার আদেশও জারি করে।

যখন ঘৃন্য বাবার মৃত্যুর পরে তার ততধিক ঘৃন্য পুত্র রাজসিংহাসনে বসে, তখন না কেউ উচ্ছাস প্রকাশ করেছিল, আর না কেউ! আসলে তখন সবাই ছিল যার যার অনুভূতি প্রকাশে সতর্ক।

শাস্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য পরিদর্শন করছে। ওকে দেখতে শান্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত আর নতুন রাজার প্রতি অনুগত বলেই মনে হচ্ছে। ওর উন্মুক্ত, মলিন চেহারা সবাইকে নিশ্চিন্ত করল। সময়ের প্রতিকূলে-যেখানে একটি ভুল শব্দই মৃত্যুর কারন হয়ে দাঁড়াবার জন্য যথেষ্ট-তখনও সবাই ওকে কঠিন কিন্তু ন্যায়বান, আর নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে দেখেছে। শাস্ত্রী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বলে, রবীন্দ্রর হিংস্রতার তীব্রতা অনেকাংশেই দমে ছিল। নতুন রাজা, চেতনের অধীনেও যেন ও এমনই থাকে, এটাই সবার চাওয়া। অনেকেই তাকে জলখাবারের ছুতোয় ডেকে নিয়ে এই কথাই বলেছে। সৈন্যরা তখন অস্থির হয়ে বাইরে ঘুরোঘুরি করছিল।

তবে শাস্ত্রী জানত এটা সম্ভব না...কোনও ভাবেই না। যাইহোক, বর্তমানে ওর কিছু দায়িত্ব আছে, যেগুলো পালন করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মৃত রাজার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা। কাজে ব্যস্ত থেকে নিজের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করছে ও, আর মনে মনে প্রার্থনা করেছে এতেই যেন নতুন রাজা চেতন খুশি হয়।

যদিও এক চোখা জীত ক্রমাগত ওর থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় ওরা দুজন বন্ধু ছিল, এখন আর না। জীত চায় শাস্ত্রীকে সরিয়ে জায়গা দখল করতে, আর এতে চেতনেরও সমর্থন আছে। এখন আর এটা গোপন নয়: ওরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, আর যুদ্ধে শুধুমাত্র একজনই বিজয়ী হয়। শাস্ত্রী ভাবতে শুরু করল, কে

BanglaBook.org

ওকে সাহায্য করতে পারবে, কে ওকে সমর্থন করবে। কিন্তু মনে মনে জানে, দিন শেষে আসলে কাউকেই পাওয়া যায় না। প্রতিবার রাজার অভ্যন্তরীণ সভাকক্ষে তলব পড়ার সময় ওর ভেতর ভয় জেঁকে বসে। যতবারই সেখানে যায়, মনে হয় যেন বাতাস হালকা হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

রানিমহলের প্রতিটি কোনায় শোকের ছায়া, বিলাপ কান্না আর হাহাকার প্রতিধ্বনি তুলছে। কেউ গুমরে কাঁদছে তো কেউ গলা ছেড়ে। যদিও শুনে মনে হচ্ছে যেন সত্যিই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে কারও কণ্ঠেই প্রকৃত বিষাদের সুর ছিল না। সত্যিকারের কান্না শাস্ত্রী চিনে। ওর বোন পদ্মা সহ বাকি রানিদের সবাই নেশায় বুদ হয়ে কাঁদছে। হোলিকা দুঃখী হবার অভিনয় করছে, সুর করে কাঁদছে আর নাটকিয় ভঙ্গিতে চুল টানছে। রাগে, ক্ষোভে দরিয়া একটু পরে পরেই চিৎকার চেঁচামেচি করছে। তাই দেখে জীত আর রাজ-খোঁজা মিলে জোর করে আবার ওকে আফিম খাইয়ে দিল। জীতকে এ কাজে মানিয়েছে ভালো। শাস্ত্রীর নিজের উপর ঘৃনা হতো মেয়েটার সাথে এমনটা করতে।

কিন্তু এসবকে ছাপিয়ে তার মনে বারবার রবীন্দ্রর অসাড় চেহারাটা ভেসে উঠছে, যখন সে প্রথম মৃত্যু শব্দটা উচ্চারণ করে। যেন মৃত্যু বলতে কিছু নেই।

যেন মৃত্যু বলতে কিছু নেই...

দুই দিনের চেষ্টার পর, শাস্ত্রীকে বোনের সাথে দেখা করার অনুমতি দিল চেতন। বোনের হাত ধরে এখন বাগানে হাঁটছে ও। মেয়েটির পড়নে সাদা শাড়ি, যা কিনা মৃত্যু আর ভস্মের রং। কিছুদিনের মধ্যে ও জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতে যাচ্ছে!

ওরা এ বিষয়ে কোনও কথা বলল না। বরং চেনা জানা লোকেদের ব্যাপারে, নতুন নতুন কাপড়-অলংকার, আর চেতনের রাজ অভিষেকের আগের রাতে আরম ধূপের কবিতা আবৃতি নিয়ে কথা বলল।

'আমায় মাফ করো, বোন,' শাস্ত্রী বলল। 'লোকটার সাথে তোমার বিয়ে দেয়ার জন্য...আজকের এই দুর্দিনের জন্য।'

পদ্মা মাথা নাড়ল। 'এতে তোমার কোনও দোষ নেই, দাদা। আমি বরং ভালোই ছিলাম অন্যদের থেকে।' ও একটু কাছে এগিয়ে আসল। 'সে কখনওই আমার ঘরে আসেনি। একবারের জন্যেও না, এমনকি বিয়ের রাতেও না।'

শাস্ত্রী বিহ্বল হয়ে বোনের দিকে তাকাল। ওদের সহবাস হয়নি? তাহলে বিয়ে করার অর্থ কী ছিল? এখনও কি সময় আছে বোনকে বাঁচাবার, নাকি অনেক দেরি হয়ে গেছে?

পদ্মা যেন ভাইয়ের মনের কথা বুঝতে পারল। 'হোলিকা জানে কিন্তু মানতে চায় না,' ও বলল। 'এখান আর বাঁচার উপায় নেই। চেতন পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। ও আমাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারতে চায়,' ভয় মেশানো

BanglaBook.org

গলায় বলল। ভাইকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে পদ্মা বলল। 'তুমি পালিয়ে যাও, দাদা। দেরি করো না।'

শাস্ত্রী স্থির হয়ে গেল। 'আমি পারব না,' বলল ও। 'কেন পারব না তা বুঝানো সহজ নয়। যদিও জানি পালিয়ে যাওয়াই যুক্তিসংগত হবে, থেকে যাওয়া মানে হবে মৃত্যুকে নিজে থেকে ডেকে আনা। আমি কাদের বোকা বানাচ্ছি? অভিনয় করছি অনুগত থাকার? এখন তো আর কোনও কিছুই গোপন নেই?'

মান্ডোরে থাকলে রাজদ্রোহী বলে মেরে ফেলা হবে, আর নয়ত পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। ভাগ্য কি ওর সাথে ছেলে খেলা করছে না? এর থেকে বাঁচার কোনও উপায় আছে? একবার ভাবল, পাশের রাজ্য ওশিয়ানায় পালিয়ে যাবে নাকি! ওখানে থাকার অনুমতি চাইবে? বীর হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে ওর। নাকি পদ্মাকে সাথে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে? এখন ওর যা অবস্থা তাতে এতোটা পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না হয়তো। তারপরেও কথা থেকে যায়, ওরা যাবেই বা কোথায়?

ছায়া কুটিরে কারও নড়াচড়া চোখে পড়ল শাস্ত্রীর। কেউ একজন ওদের দেখছে। নজর রাখা হচ্ছে চারপাশ থেকে।

ও ঘুরে দাড়াল, বোনকে আঁকড়ে ধরল। পদ্মার বুক ধড়ফড় করে উঠল, ঠিক খাঁচায় বন্দী পাখির মতো। মুহূর্তের মাঝে হাজার চিন্তা খেলে গেল শাস্ত্রীর মনে। আর তখনি একজন রাজ খোঁজা ছায়া কুটির থেকে বেরিয়ে এল। শাস্ত্রীর বিদায় নেবার সময় হয়ে গেছে।

'ঔষুধটা খেয়ে নাও, বোন,' মৃদু স্বরে বলল।

গাল বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে পদ্মার। 'আমি মরতে চাই না, দাদা,' মৃদুস্বরে বলল। গলার চেন খুলল ও। রূপার চেন, যাতে একটা লকেট ঝুলছে, খয়রী লাল দাগওয়ালা একটি পাথর। 'মহারাজ মারা যাওয়ার আগের রাতে, আমাদের প্রত্যেক রানিকে এমন একটা করে লকেট দেয়,' ও বলল। 'তার কথা মতে, এটা আমাদের "হৃদয়-পাথর"। তবে আমার বিশ্বাস হয় না সে মারা গেছে। শয়তান কখনও মরে না!'

'এমনটা বলতে নেই।' পাথরের লকেটটা বোনের হাত থেকে নিয়ে নিল। 'আমাকে এখন কি করতে হবে, বোন?'

'রবীন্দ্র বলেছে, এখন থেকে এই লকেটটাই আমার হৃদয়। আমি চাই তুমি এটা আরমকে দিবে।' ওর কণ্ঠস্বর আরও নিচু হয়ে গেল। 'যখন রবীন্দ্র এটা আমাদের দেয়, তখন কিছু মন্ত্র পড়েছিল আমাদের সামনেই। বলেছিল সবসময় পড়ে থাকতে, কারণ লকেটটা নাকি আমাদের আত্মাকে নিজের মাঝে আঁকড়ে রাখবে!' কিছুটা আতঙ্কের সাথে বলল পদ্মা।

'তাহলে দিচ্ছ কেন?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল শাস্ত্রী।

BanglaBook.org

'আমার কাছে আরেকটা আছে, ঠিক এটার মতোই দেখতে,' পদ্মা বিড়বিড় করে বলল। 'এটা আরমকে দিও, ভাই আমার!'

'আরম? আরম ধূপ? কিন্তু কেন?'

'কারণ ও আমার হৃদয়। আর আমি ওকে ভালোবাসি।' পদ্মার বড় বড় চোখে শুধু অশ্রুজল।

'আরম ধূপকে?' শাস্ত্রী আবার বলল, স্পষ্টতই ও অবাক হয়েছে।

'হ্যাঁ, দাদা। আরম ধূপকে! তুমি কি বোঝ না? আমি ওকে ভালোবাসি! সর্বদাই বেসেছি! হয়তো আর কখনও ওকে দেখতে পাব না, হয়তো চিতার উপর শুয়ে তাকিয়ে থাকব ওর দিকে...' পদ্মা জ্ঞান হারাল। পড়ে যাওয়ার আগেই শাস্ত্রী ওকে ধরে ফেলল, কোলে তুলে নিয়ে ঘরে দিয়ে এল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় হোলিকাকে দেখতে পেল ও। পরনে স্বচ্ছ সাদা শাড়ি, তবুও খোলামেলাই লাগছে ওকে। 'ওহ সেনাপতি শাস্ত্রী, আমরা সবাই কত দুঃখী,' হোলিকা বলল। 'আমাদের সান্ত্বনা দেয়ার কেউ রইল না।' শাস্ত্রীর দিকে এগিয়ে এসে বলল। 'আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। একটু ধরবে আমাকে, শাস্ত্রী?'

শাস্ত্রী বোকার মতো তাকিয়ে রইল, এক মুহূর্তের জন্য মায়াও হলো হয়তো। কিন্তু সাথে সাথেই হোলিকার চেহারার হিংস্র প্রতিফলন ওর মানসপটে সামনে ভেসে উঠল। সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিয়ে ওখান থেকে চলে এল সে।

বোনের দেয়া লকেটটা কোমরে গোঁজা ছিল। এখন বের করে হাতে নিতেই মৃদু স্পন্দন অনুভব করল। পুনরায় আবার কোমরে গুজে রাখল, হাতটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁপছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ছয়ঃ কূপ
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

ছয়হাত বিশিষ্ট একটা বানর থেকে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে উপহাস করছে! ছেলেটা বুঝতে পারল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বানরটাকে তাড়া করছে ... প্রানিটার পিছু পিছু এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বানরটা দুই হাতে একটি টেনিস বল ধরে আছে, অন্য দুই হাত দিয়ে ওর দিকে পাথর ছুরে মারছে, আর বাকি দুই হাতের সাহায্যে লাফিয়ে চলছে। বানরটা ওর থেকে বেশি দ্রুত, তবে প্রায় নাগাল পেয়ে গেছে ও। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, থেকে থেকে ওটা আবার রূপ বদলাতে শুরু করেছে! হঠাৎ করেই প্রাণিটার আকৃতি পাল্টে গেল...এখন বিক্রমের রূপ ধারণ করেছে।

অবশেষে বানরটাকে সে কোণঠাসা করে ফেলল, আর তখনই মেয়েটিকে দেখতে পেল।

খোলা কালো চুল বাতাসে উড়ছে মেয়েটার, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে আছে, শুধু ঠোঁট দুটো লাল। ওর গায়ের গন্ধে গলা ধরে এল; পোড়া মাংস আর দারুচিনির মিশেলে কেমন একটা মিষ্টি কটু ঘ্রাণ। মেয়েটির পরনে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ছাপা, লাল, হলুদ আর কমলার মিশেলে শাড়ি। দেখতে মোহনীয় লাগছে, বাতাসে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে মেয়েটা।

'শাস্ত্রী,' মেয়েটি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল। ভয় পেয়ে গেল ছেলেটা। মনে হলো, এই মেয়েটি ওর অনেক দিনের পরিচিত কেউ। মেয়েটি দুহাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। হাতের নখগুলো তিন ইঞ্চি লম্বা আর সরু। 'শাস্ত্রী, কতদিন পরে তোমার দেখা পেলাম।'

মেয়েটার হাত সাপের মতো এঁকেবেঁকে এসে ওর বুকে সূঁচের মতো বিঁধল।

আঁতকে উঠে বুকের দিকে তাকালো ছেলেটা। বর্ম পড়ে আছে বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হঠাৎ আঁতকে উঠল সে, মেয়েটির হাতটা ওর বুকের ভিতরে ঢুকে হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছে। সাথে সাথে ও স্কুলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেল। মাটি ফাঁক হয়ে গেল, যেন ধরনী মুখ হাঁ করল, জিহ্বার ন্যায় অগ্নিকুণ্ড বেরিয়ে এল, আর ওকে গিলে ফেলল।

আমানজীত চাপা আর্তনাদ করে জেগে উঠল, ওর সারাটা শরীর থর থর করে কাঁপছে।

BanglaBook.org

ওর ভাই বিশিন পাশেই আছে, তোশকের উপর ঘুমুচ্ছে। ত্রিপলটা মাথার উপর অসাড়ভাবে ঝুলছে। নিচের গলিতে কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করছে, আবার পরক্ষণেই চুপ হয়ে যাচ্ছে। চাঁদের উপর মেঘ ভেসে যাচ্ছে। শীতল ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিন্তু আমানজীত একটুও নড়ল না। ছাদের এক কোনায় যেন কি একটা নড়ছে, ও সেদিকেই তাকিয়ে রইল। মনে প্রানে ঈশ্বরের নাম জপ করছে, ওটা যেন গায়েব হয়ে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত জেগে রইল ও। সূর্য উঠলে দেখতে পেল, ওটা আসলে একটা ছোট্ট কাপড়ে টুকরা! ওর মা হয়তো রেখেছে। সবে মাত্র ভোরের সূর্য এসে মেহেরানগড়কে চুমু খেল। ও আবার ঘুমিয়ে গেল... বিশিন জেগে উঠল।

আমানজীতের ঠাকুরদাদা জয়সলমির থেকে এখানে আসে। সেনাবাহিনী থেকে অবসরের পর ট্যাক্সি ব্যবসা শুরু করে। দাদু ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর ওর বাবা এই ব্যবসা উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। কিন্তু সে-ও আর্মিতে যোগ দিয়ে ট্যাক্সির জন্য আলাদা ড্রাইভার রাখে। ভেবেছিল, যতদিন না পর্যন্ত ছেলেরা বড় হয়ে ওঠে ততদিন এভাবেই চলুক সবকিছু। তার অকাল মৃত্যুতে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, এখন চরনপ্রীত জেঠা সব দেখাশুনা করছে। বিশিন একটু বড় হওয়ার পরেই ওকে স্কুল বাদ দিয়ে গাড়ি চালনোর আদেশ দেয় জেঠা। জুন মাসেই, হাই স্কুল পাস করার পর আমানজীতকেও এই কাজই করতে হবে। ওর জীবনের স্বপ্ন ছিল অন্য রকম, কিন্ত ক'জনই বা নিজের স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখে?

ঘুম থেকে উঠে ছাদ পরিষ্কার করে আমানজীত নিচে নামতেই, বিশিন ওকে হাতের ইশারায় নাস্তা করতে ডাকল। বিশিনেরও ইচ্ছা আমানজীত স্কুল পাস করে যেন ট্যাক্সি চালায়, তাহলে আরেকটি ড্রাইভার ছাটাই করতে পারবে ওরা। কিন্তু আমানজীতের স্বপ্ন ছিল একজন জেট ফাইটার, বা ওর বাবার মতো ট্যাঙ্ক কমান্ডার হওয়া। মায়েরও এতে মত ছিল, কিন্তু চরনপ্রীত জেঠাই যত নষ্টের মূল। তার মতে, আমানজীতের মতো গাধার নাকি বিমান বাহিনীতে কোনও ঠাঁই নেই। পদাতিক সেনাবাহিনীর এক অফিসার ছিলেন জেঠা। তার রেজিমেন্টের মতো, পরিবারের সবাই তার কথায় উঠবে বসবে এমনটাই তার ধারণা। কথার চেয়ে তর্ক-বিতর্কই বেশি হয় বলে, আমানজীত জেঠার সাথে কথা কম বলে।

মায়ের গালে চুমু দিয়ে, কয়েকটা রুটি আর এক বাটি ডাল নিয়ে আমানজীত সিড়ির দিকে গেল নাস্তা করতে। ঘরের ভেতরে এই মুহূর্তে জায়গা নেই। একটু পরে রাস এসে বসল ওর পাশে। 'জেঠার সাথে কী কথা হয়েছিল পরে?' ও জিজ্ঞাসা করল। ওকে ফ্যাকাসে লাগছে, মনে হচ্ছে পাশে কোনও মৃতদেহ বসে আছে। সকালটা কখনওই ভালো কাটে না মেয়েটার।

আমানজীত মাথা ঝাঁকাল। 'বকাবকি করেছে, আমি চুপচাপ শুনেছি। একবার শুধু থাপ্পর মেরেছে।'

BanglaBook.org

'কাল স্কুল থেকে ফিরতে দেরি করলে কেন?' ভাইকে জিজ্ঞাসা করল রাস।

'স্কুলের ছাদে উঠছিলাম, পরে সেখান থেকে পড়ে যাই। হাউস মাষ্টার দেখে ফেলে,' আমানজীত বলল। সম্পূর্নটা বলার ইচ্ছা হলো না ওর। স্কুলের বান্ধবীদের কাছ থেকে এমনিতেও জানবে রাস।

'আবার?'

'ওহ-হো, আজ সকালে তো আমার স্কুল মাঠ পরিষ্কার করার কথা,' আমানজীতের মনে পড়ল। 'হাউস মাস্টার আবার মার-ধোর পছন্দ করেন না।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি যাও, দাদা।'

'যাব। কিন্তু, তাই বলে ময়লা পরিষ্কার করা! বড় অপমানজনক কাজ, এর চেয়ে বেত্রাঘাত অনেক ভালো। অথচ বিক্রম গাধাটাকে শুধু কোনও এক কবির জীবনী লিখতে বলেছে, স্যার।' ওর কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

'তোমার কপাল ভালো যে তোমাকে লিখতে দেয়নি,' রাস বলল। 'তুমি তো ঠিকমতো কোনও কবির নামই জান না।'

'বেশি বুঝতে হবে না, গাধী কোথাকার।' তবে এটা সত্যি, জীবনী লেখা তো পরের কথা, ঠিকমতো কোনও কবির নাম জানে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে ওর। এর চেয়ে মাঠ পরিষ্কার করাই সহজ।

প্রফেসর তার সামনে রাখা কাগজটি খুব মনযোগ দিয়ে পড়লেন, অতঃপর বিক্রমের দিকে তাকালেন। 'আরম ধূপ?' কখনও নামই শুনিনি,' তিনি বললেন। লেখাটির উৎস ছিল লাইব্রেরীর ছোট্ট একটা বই, যেটা বিক্রম তাকে দিয়েছে। তিনি বইটার দিকে তাকালেন।

বিক্রম বুঝতে পারল না, স্যার ওর লেখাটাকে ভালো বললেন না খারাপ। বইটি পাবলিক লাইব্রেরী থেকে এনেছে ও। অন্য একটা বই টান দিতে গিয়ে এটা ওর হাতের উপর পড়ে যায়, মনে হয়েছিল যেন ইচ্ছে করেই পড়েছে।

'প্রায় হাজার বছরেরও আগের কবি ছিলেন, স্যার। তেমন নামডাক ছিল না। লাইব্রেরিয়ানের মতে, প্রায় অজ্ঞাতই ছিলেন এই কবি।'

অধ্যাপক চৌধুরী লেখাটার দিকে আবার তাকালেন। 'তিনি মান্ডোরে বাস করতেন? এটা আবার কোথায়?'

'এখানেই, কয়েক মাইল উত্তরে, স্যার। যদিও তিনি এক সময় ওখান থেকে পালিয়ে যান, পরে আর তাকে খুজে পাওয়া যায়নি।' জীবনীতে তেমন কিছু বলা ছিল না, তবে অনেক কিছুরই ইঙ্গিত ছিল। প্রফেসরকে দেখে মনে হলো না যে তিনি খুব একটা খুশি হয়েছেন।

'হুম। একজন অজ্ঞাত কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী, শাস্তি হিসাবে এটা আমি আশা করিনি, বিক্রম।'

BanglaBook.org

বিক্রম ভয়ে ঢোক গিলল। এখনও স্কুলের অনেক কাজ বাকি পরে আছে ওর। এখন যদি পুনরায় কোনও কবির জীবনী লিখতে বলেন স্যার, তাহলে ও শেষ হয়ে যাবে।

'তবে খারাপ লিখনি,' অধ্যাপক বললেন। 'এবারের মতো মাফ করে দিলাম। আর কখনও মেয়েদের নিয়ে কবিতা লিখবে না, বুঝেছ? বিশেষ করে দীপিকাকে উদ্দেশ্য করে, মনে থাকবে?'

বিক্রম যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। 'আর কখনও এই ভুল হবে না, স্যার!'

ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনটি দেখতে অনেকটা 'মোঘল, গ্রীক আর রোমান' স্থাপত্যের মতো। ছায়াময়, খালি ভবনটির প্রাচীরে কিছু বাদুর ঝুলে আছে। সবচেয়ে বড় বাদুরটা দীপিকাকে দেখে চিঁচিঁ করে উঠল, মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ল ওর সামনে।

ও এখানে কিছু একটা খুঁজতে এসেছে...খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। কিন্তু কোনও ভাবেই মনে করতে পারছে না সেটা কী।

খিলানগুলোর এক পাশ থেকে একটি ছায়াকে সরে যেতে দেখে পিছু নিল ও। দৌড়তে দৌড়াতে এক পর্যায়ে হাপিয়ে উঠল। ও কি কাউকে ধাওয়া করছে, নাকি নিজেই ধাবিত হচ্ছে? বুঝে উঠতে পারল না।

আমি স্বপ্ন দেখছি, ভাবল। কিন্তু কাজ হলো না, ঘুম থেকে জেগে উঠল না।

আচমকা বুক কেঁপে উঠল, থমকে দাঁড়াল। ওর সামনে দিয়ে একটি বাঘ যাচ্ছে। এতোটাই কাছ দিয়ে যে চাইলেই ছুঁতে পারবে। কিন্তু বাঘটা ওকে লক্ষ্যই করল না, বরং ক্লান্ত দেখাচ্ছে প্রাণিটাকে, লম্বা একটা হাই তুলল।

একটা কণ্ঠ শোনা গেল হঠাৎ, ছেলে কণ্ঠ। কবিতা আবৃতি করছে। ওকে নিয়ে লেখা প্রেমের কবিতাটা, আর কণ্ঠটাও ওই ছেলেটারই, যে সারসময় ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে আবৃতি থেমে গেল, আরেকটি নতুন কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও।

'দরিয়া,' সরীসৃপের মতো হিসহিস করে বলল কণ্ঠটা। 'দরিয়া।' একটা আপসহীন মেয়েলী কণ্ঠ। মাথার উপর বাদুরগুলো চিঁচিঁ শব্দ করে দেয়ালে আঁচড় কাটছে, আর ওর দিকে লুলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিশাচর প্রাণিগুলোর দাঁত থেকে লালা ঝরে পড়ছে।

'ও এখানে,' কেউ একজন বলল। 'ও এখানেই আছে!' দীপিকা আবার পালাতে শুরু করল। ভবন পেরিয়ে করিডোর, করিডোর পেরিয়ে উঠানে চলে এল। পিছনে আসছে ভীতিকর ছায়া অবয়বটাও।

'কোথায় গেল? কোন দিকে? তোমরা কেউ কি দেখেছ ওকে?' কণ্ঠটি একই সময়ে শীতল আর কোমল, রুক্ষ আবার খুবই ক্ষুধার্ত শুনাল।

BanglaBook.org

ও আবার দৌড়াতে শুরু করল। কখন যে একটা ঘরের ভেতর এসে পড়েছে, তা নিজেই জানে না! ঘরের দেয়ালের চারপাশে দেবতা আর দৈত্যদের চেহারা পাথরে খোদাই করা। ও থামল না, কারণ কণ্ঠস্বরটা এখনও ওকে তাড়া করছে।

হঠাৎ করেই মেয়েলী স্বরটা থেমে গেল, একটি খালি ঘরে নিজেকে আবিষ্কার করল দীপিকা। গোলাকার ঘরটির মাঝখানে একটি মৃত্তিকাগহ্বর-কূপ।

কূপটির অপর পাশে বাঘটিকে দেখা গেল, প্রাণীটা দীপিকার দিকে তাকিয়ে মুখ হাঁ করল।

'দরিয়া,' গম্ভীর এক পুরুষ কণ্ঠস্বর বেরোল বাঘটির গলা থেকে। 'কত কাল ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি আমরা।'

দীপিকা পিছ পা হলো, কিন্তু বর্ম পড়া কেউ একজন ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। অল্প আলোতে চেহারাটা দেখা গেল; চাপ দাড়ি আর ক্ষতচিহ্নে ভরা, এক ভয়ানক চেহারা। পরক্ষণে চেহার পালটে গেল, এখন স্কুলের অপর ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে, ওর বাবার স্কুল অফিসে যাকে দেখেছিল। আবার বাঘটির দিকে ফিরল ও।

ঘরের চারপাশের দেয়াল থেকে পাঁচটা সাদা ছায়া মূর্তি বেরিয়ে এল। তাদের মৃত চোখগুলোতে আগুন জ্বলছে। শাড়ির আঁচলগুলো থেকে মৃদু আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাতে শরীরের অস্থি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তাদের মৃত হাতগুলো ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, যেন অনুনয় করছে। 'তোমাকে খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট হয়েছে। কিন্তু অবশেষে পেলাম।'

সহসা গভীর কূপটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে, যেন আনন্দে নাচছে। এমন সময় বাঘটা আগুনের উপর লাফিয়ে পড়ল, আর অসম্ভব বড় এক হাঁ করল। প্রাণিটার গা থেকে আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছে, নিঃশব্দে পোড়া কাঠ আর কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে ওর দিকে আসছে। দীপিকার পা পাথরের মেঝেতে আটকে গেছে, ও দৌড়াতেও পারছে না। ওদিকে ছায়ামূর্তিগুলোও কাছাকাছি চলে এসেছে।

ও চিৎকার জুড়ে দিল...

...পরক্ষণেই চোখ খুলে তাকাল।

দীপিকা নিজেকে জড়িয়ে ধরল, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। গায়ের জামা ভিজে একাকার, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। ও চাদরটা টেনে শরীরে জড়িয়ে ধরল, এখনও কাঁপছে। চোখ বন্ধ করলেই আবার সে দৃশ্যটাই ভেসে উঠছে। হাত বাড়িয়ে পাশেই টেবিলের উপর রাখা জলের গ্লাস থেকে জল ছিটে দিল মুখে।

এই পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন ছিল এটা।

দুই সপ্তাহ আগে, দিল্লি থেকে এখানে আসার পর থেকেই ও এমন দুঃস্বপ্ন দেখছে। ভয়ানক বাঘ, মৃত মহিলা, প্রতিবার স্বপ্নে ওকে তাড়া করে। বাবা মনে

BanglaBook.org

করেন এখানে, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছি না বলে এমন দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। আর মা-ও একই কথা বলে। 'আমি আসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, মামনি,' মা ফোনে বলে। আর সত্যিই ভাবে, সে এখানে আসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদিও দীপিকা মনে প্রাণে এটাই চায়। কিন্তু মা যে আর চাইলেই যখন তখন কাজ ফেলে চলে আসতে পারে না। ওরা সবাই একসাথে মিলিত হতে জুলাই মাস লেগে যাবে।

দীপিকার ইচ্ছে হচ্ছে পাশের ঘরে বাবাকে ডেকে ঘুম থেকে জাগাতে, কিন্তু কী বলবে? এই যে ও আবার দুঃস্বপ্ন দেখেছে? ছেলেমানুষী হয়ে যাবে না! ইচ্ছে হচ্ছে বাবাকে বলে এই প্রজেক্ট বাতিল করে দিল্লি চলে যেতে। ওকে কেনও যে দিল্লির বোর্ডিং স্কুলে রেখে এল না বাবা? প্রতিবার তিনি কোনও না কোনও কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হলে, কেনও ওদেরও সেই সাথে তাল মিলাতে হয়? এর কোনও মানেই হয় না! আর যোধপুর তো একটা অস্বস্তিকর জায়গা। যে ভবনে থাকে সেটা কেমন যেন গা ছমছমে লাগে ওর, পুরো শহর জুড়ে ঘর-বাড়ি গাদাগাদি করে লেগে আছে, আর পুরাতন শহরের অবস্থা তো চাঁদনি চকের থেকেও বাজে। সবসময় হৈ হট্টগোল লেগেই আছে। এই মুহূর্তে দিল্লির সাফদারজং–এর অ্যাপার্টমেন্ট-টা খুব মিস করছে ও, সাথে নিজের ঘরকেও। আর বন্ধবীদের, যাদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলত।

ফোন হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর ভাবছে এই মুহূর্তে ওর সব বান্ধবীরা ঘুমুচ্ছে। ইচ্ছা করছে ওদের কাউকে ফোন দিতে, কথা বলতে। ঘড়িতে সময় দেখল ও, ৩ টা বেজে ২৩ মিনিট। এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি সকাল হতে।

রাতে ওর আর ঘুম হলো না।

পরদিন সকালে গাড়ি করে বাবার সাথে স্কুলে গেল। গাড়ি পার্ক করার সময় বাবার গালে চুম খেয়ে গাড়ি থেকে নেমে স্কুল লাইব্রেরীর দিকে হাঁটা শুরু করল। অন্য ছেলে মেয়ের মতো দীপিকাও সবসময় প্রথমে লাইব্রেরীতে আসে। যদিও ছেলে মেয়েগুলো একটা দলবদ্ধ হয়ে, সবসময় একসাথে থাকে। তবে কেউ ওর সাথে কথা বলে না। তাদের কাছে দীপিকা একজন বহিরাগত। ওরা সবাই কালো নয়ত শ্যামলা আর স্থানীয়। অপর দিকে দীপিকা ফর্সা গড়নের, দিল্লির মেয়ে। তাই হয়তো ওরা দীপিকার সাথে ঠিকভাবে মিশতে পারে না। দীপিকাও এখন পর্যন্ত কোনও মেয়ে বন্ধু বানায়নি, আর ছেলেরা তো ওর দিকে তাকিয়েই থাকে, নয়ত বা ওকে নিয়ে কবিতা লিখে, বিক্রম গাধাটার মতো। কবিতার কথা মনে পড়তেই ওর গা গুলিয়ে উঠল।

মাথায় পাগড়ি পড়া লম্বা-চওড়া একটি ছেলে, স্কুল মাঠের ময়লা কুড়াচ্ছে। গতকাল ওদের দেখা হয়েছিল। নাম মনে নেই, তবে অপার্থিব কিছু একটা ঘটে ছিল কাল–হঠাৎ করে ওর চোখ ওকে ধোঁকা দেয়, যেন ছেলেটিকে একই সময়ে

BanglaBook.org

বিভিন্নরূপে দেখা যাচ্ছে! প্রথমে ভেবেছিল সবই রাতের দুঃস্বপ্ন দেখার ফল, কিন্তু... ছেলেটাও ওর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে সোজা মাঠের দিকে গেল দীপিকা, ছেলেটার কাছে।

'হাই!'

ছেলেটা তাকাল ওর দিকে। দীপিকা আর কী বলবে বুঝতে পাড়ছে না। ছেলেটা উঁচা-লম্বা, পেশিবহুল, মাথায় পাগড়ি, গালে খোচা খোচা দাড়ি। এমন ভাবে ওর দিকে তাকাল যেন চিন্তায় ডুবে গেছে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। চোখ পিট পিট করছে শুধু।

'হ্যাঁলো,' ছেলেটা উত্তর দিল। 'তুমিও তাহলে দেখেছ?'

দীপিকা না বুঝার ভান করল, ছেলেটার কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশের কোনও ইচ্ছে নেই ওর। 'কী দেখেছি?'

'না মানে! কাল! ওই যে...' থেমে গেল, বুঝতে পারছে না কিভাবে বলবে। 'তুমি জান,' কোনও ভাবে বলে চুপ হয়ে গেল।

হ্যাঁ, দীপিকা দেখেছে। হঠাৎ করেই ওর মনে হলো এ বিষয়ে কথা বলা উচিৎ। 'হ্যাঁ, আমি জানি।'

বিক্রম দূর থেকে ওদের এক সাথে বসে থাকতে দেখল, বুকে অদ্ভুত এক ব্যথা অনুভব হচ্ছে। ওর দীপিকার সাথে গণ্ডমূর্খ আমানজীত খোশগপ্প করছে, তাও আবার একে অপরের দিকে তাকিয়ে। ও যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল, একরকম দৌড়ে গেল ওদের দিকে।

'হাই!'

ওরা বিক্রমকে দেখে চুপ হয়ে গেল, বুঝতে পারল না কি করবে, দাঁড়াবে নাকি চলে যাবে।

বিক্রম আগে দীপিকার দিকে তাকাল, পরে আমানজীতের দিকে। ওরা দুজনেই একটু দূরে সরে বসল। 'আমার মনে হয়, আমাদের কথা বলা দরকার,' জোর দিয়ে বলল বিক্রম।

ওরা দুজনের কেউই দ্বিমত করল না। বিক্রম ওদের দুজনের মাঝে জোর পূর্বক বসে পড়ল। 'কাল রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।'

দীপিকা আর আমানজীত চমকে উঠল। আচ্ছা, তাহলে ওরাও দেখেছে! 'দেখলাম আমি একটা জায়গায় আছি, খুব বড় না। তবে আমি জায়গাটার নাম জানি। মান্ডোর। আমি লুকিয়ে দু'জন লোকের কথা শুনছিলাম। তারা খারাপ কিছু পরিকল্পনা করছিল, কোনও ষড়যন্ত্র করছিল। যদিও পুরোটা শুনতে পারিনি, কিন্তু বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলাম।'

BanglaBook.org

'বিপদ? কার?' দীপিকা জিজ্ঞাসা করল।

দীপিকার দিকে তাকাল বিক্রম, চোখ আটকে গেল ওর, প্রতিবারই এমন হয়। 'তোমার।' আমানজীতের দিকে তাকাল এবার। 'তুমিও সেখানে ছিলে। দুই ষড়যন্ত্রকারীর একজন হলে তুমি।'

বিক্রমের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল আমানজীত। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। কয়েকবার তোমাকে নিয়ে উপহাস করেছিলাম বলে, এইসব নাটক বানানোর কোনও প্রয়োজন নেই, বিক্রম। আর আমি বড়ই দুঃখিত ওই দিনগুলোর জন্য। আমি এখন এসব বাদ দিয়েছি। আর আমার স্বপ্নে, আমি মোটেও খারাপ ছিলাম না...' আমানজীত গম্ভীর হয়ে শূন্যে তাকাল। 'আমার স্বপ্নে আমি খুন হই, এক ছায়া মানবীর হাতে।'

বিক্রম আর আমানজীত দুজনেই দীপিকার দিকে তাকাল। দীপিকা ঢোক গিলল, এখন ওর পালা। 'আমার স্বপ্নে, আমাকে একটা বাঘ আর ছায়ামানবী ধাওয়া করে। আরও ছিল আগুন, বাদুড়। স্বপ্নটা খুব, খুব ভয়াবহ ছিল। এখন তো রোজ রাতেই এই স্বপ্ন দেখি, সেই এখানে আসার পর থেকেই।'

সবাই চুপ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত বিক্রম মুখ খুলল। 'আমার কী মনে হয় জান? আমাদের মান্ডোরে গিয়ে একবার এলাকাটা ঘুরে দেখা উচিৎ।'

আমানজীত হাত ভাঁজ করল। 'আমাদের মানে? কাদের কথা বলছ, বিক্রম? তোমার আর দীপিকার, নাকি আমাদের তিনজনের?'

বিক্রম মাথা নাড়ল। দীপিকার সাথে একা যেতে পারলে তো ভালোই হয়। মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আমদের তিন জনেরই।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল।

'আমি গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি,' আমানজীত বলল। 'শনিবার বিকেলে, স্কুল আর ফুটবল খেলার পর গেলে কেমন হয়?'

সবাই রাজি হলো।

স্কুলের ঘণ্টা বাজল। আমানজীত উঠে দাঁড়াল। 'আমি উঠছি, তোমার বাবার সাথে দেখা করতে হবে,' দীপিকাকে বলল। 'আরেকটা কথা, শনিবার রাতে সিনেমা দেখতে যাবে, শুধু তুমি আর আমি?'

দীপিকা ভ্রূ কুচকাল। 'এই অজপাড়া গাঁয়েও কি ডেটে যাওয়ার প্রচলন আছে নাকি?' ব্যঙ্গ করে বলল। 'আমি তো ভেবেছিলাম শুধু স্বামী-স্ত্রীরাই বোধয় একসাথে ঘুরতে যায় এখানে।'

আমানজীত মুচকি হাসল। 'আচ্ছা, চল তাহলে বিয়ে করে ফেলি, তারপর সিনেমা দেখতে যাই!'

দীপিকা হো হো করে হাসে উঠল। 'এই স্বপ্নই দেখতে থাকো। তাড়াতাড়ি যাও, নয়ত আবার পুরো স্কুলের ময়লা পরিষ্কার করতে দিতে পারে বাবা।'

BanglaBook.org

আমানজীত হাসতে হাসতে চলে গেল।

'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এভাবে এখানে, যোধপুরে ঘুরতে যায় না। তারা খুবই সংস্কারী হয়,' বিক্রম ভ্রূকুটি করে বলল।

'তাই নাকি?' টেনে টেনে বলল দীপিকা। 'তোমার কথায় অবাক হলাম।' ওর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'জান, আমার স্বপ্নেও আমানজীতকে খারাপ দেখেছি, তোমার মতোই।'

চোখে ভয় নিয়ে বিক্রমের দিকে তাকাল দীপিকা। আর সাথে সাথে বিক্রমের বুকে হাতুড়ি বাজা শুরু হলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় সাতঃ পলায়ন
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি চতুষ্কোণ খোলা উঠান আছে, যেখানে বসে রাজা তার প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন। তাদের চাওয়া পাওয়াগুলো পূরনের চেষ্টা করতেন। প্রজারাও কখনও নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না। কিন্তু যখন থেকে রবীন্দ্র রাজা হয়, পরিস্থিতি বদলে যায়। কেউ আর সুখ দুঃখ নিয়ে আসে না, আসলেও নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়। দিন দিন অরাজকতা বাড়তে থাকে বিধায় কেউ আর এখান আসেই না এখন।

তবে আজকে এই জায়গাটা কার্যকারিতা পাল্টে গেছে। আজ রাজার মৃত দেহ পোড়ানো হবে, সেই সাথে জীবিত রানিদেরও!

আরম ধূপ ক্রমবর্ধমান জনতার ভিড়ের দিকে ঘৃণা মিশ্রিত চোখে তাকাল, আর মনে সাহস সঞ্চয় করল। যেহেতু ঈশ্বর পরিত্যাজ্য এই জায়গায় কোনও পুজারী আসবে না, তাই ওকেই এই ভূমিকা পালন করতে হবে। মৃত রাজা আর তার জীবিত রানিদের দাহ করার আগে, সকলের আত্মার উদ্দেশ্য স্তুতি করবে ও। নতুন রাজা ও তার রক্তচোষা সৈন্যদের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার না মৃত রাজার আত্মার উদ্দেশ্য মঙ্গলবাণী উচ্চারণের কোনও ইচ্ছেই ওর নেই। 'ইস্। আমিও যদি মাতাল বা নেশাগ্রস্ত হতাম,' মনে মনে বলল। যদিও এই মুহূর্তে এর কোনওটাই ওর পক্ষে সম্ভব নয়। মনে মনে সাহস জোগাল আরম।

ধীরে ধীরে ভিড় আরও বাড়তে লাগল, উপস্থিত না থাকার শাস্তির ভয়ে রাজ্যের সবাই এসে উপস্থিত হচ্ছে। ভেতরে জায়গা না পেয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরেও ভিড় জমাচ্ছে। মানুষের শরীরের দুর্গন্ধে সমস্ত প্রাসাদ ভরে উঠেছে। আরম নাকে সুগন্ধী রুমাল চেপে আছে। ওর সামনে শুকনো কাঠ বোঝাই একটি অগ্নিকুণ্ড। শীঘ্রই রাজার দেহ নিয়ে আসা হবে, সাথে তার রানিদেরও।

ভিড়ের মাঝে মহিলারাও ছিল। ব্যাপারটা আরমকে অবাক করল। কিভাবে একজন নারী অপর একজন নারীকে এভাবে ভষ্ম হতে দেখতে পারে?

ডঙ্কা বাজতেই ভিড়ের মাঝে মৃদু গুঞ্জনের রোল উঠল, প্রাসাদের ভেতর থেকে রাজার শব দেহ নিয়ে আসা হচ্ছে। আরমের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, 'রাজা মারা যায়নি, রাজা মারা যায়নি, এগুলা সব অত্যচারী রাজার ছল!' কিন্তু ওর সাহস হলো না বলার।

BanglaBook.org

রবীন্দ্র তাহলে কোথায়? আমি কিন্তু সব দেখব, চেতনকে বলেছিল রাজা। আরম নিজ কানে শুনেছে। হয়তো ভিড়ের মাঝেই কোথাও লুকিয়ে দেখছে সব, তাই চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে দেখল আরম, কিন্তু রাজার কোনও চিহ্ন পেল না।

তুমি কোথায়, রবীন্দ্র?

প্রজারা মনে মনে খুশি এই ভেবে যে তাদের অত্যচারী রাজা মারা গিয়েছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পাড়ছে না চেতন সামনে থাকায়। আরম আড়চোখে চেতনের দিকে তাকাল। অঝোরে ঘামছে চেতন, নিজেই নিজেকে বাতাস করছে।

ডঙ্কা, শঙ্খ বাজছে, চেতন মৃত বাবার বীরত্ব গাঁথা বলে এক লম্বা ভাষণ দিল। এরপরেই আরম রাজার আত্মার মঙ্গল কামনা করল, আর রানিদের নিয়ে আসা হলো। কিছুক্ষণের জন্য পুরো উঠনে নিরবতা নেমে এল। তারপরে ভিড়ের মাঝে আবার গুঞ্জন শুরু হলো, আনন্দ আর বেদনার মেলবন্ধনে এক বিচিত্র সুর। হোলিকা স্বগর্বে মাথা উচু করে এগিয়ে আসছে, বাকি রানিরা ওর পিছু পিছু, দেখেই বোঝা যাচ্ছে নেশার ঘোরে আছে সবাই।

সবার পিছনে ছিল দরিয়া। ওর পড়নে বোরখার পরিবর্তে মলিন সেলোয়ার কামিজ, যেখানে অন্য রানিরা দামী শাড়ি পড়ে আছে। তবুও ওর চেহারায় এক অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, তাতে অন্য রানিদের সৌন্দর্য ফিকে হয়ে গেছে, এমনকি হোলিকারও।

দরিয়ার চেহারায় সতর্কতা আর বেপরোয়া ভাব বুঝতে পেরে আরমের দম আটকে গেল। ওকে আফিম দেয়া হয়নি তাহলে! জীবন্ত আগুনে ভস্ম হওয়ার প্রকৃত যন্ত্রণা মেয়েটা ভোগ করবে!

আরমের প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাকে সংবরণ করল। চেতনের হাতের ইশারায় আবার নিস্তব্ধতা ফিরে এল। চিতায় তোলা হলো রাজার মৃতদেহকে। আরম প্রার্থনা শুরু করল, প্রজাদের প্রতি, এই দেশের প্রতি রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। ভাগবানের নিষ্ঠুরতায় আরম অবাক হচ্ছে। শাস্ত্রীকে চিতায় আগুন জ্বালানোর জন্য ইশারা করল, এতক্ষণ সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। হোলিকা ধীর পায়ে চিতায় উঠল, ওর সারা গায়ে আগুন ধরে গেল, তা দেখে আরম আঁতকে উঠল। এরপরেই পদ্মার পালা। শাস্ত্রীর দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখল আরম। তার গাল বেয়ে অশ্রুজল নেমে আসছে। শাস্ত্রী মনে হয় স্বপ্নেও ভাবেনি, নিজের চোখে বোনকে জীবন্ত আগুনে পুড়তে দেখবে। আরম অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাল, একে একে সবাই চিতায় উঠে যাচ্ছে। হোলিকার পরে পদ্মা, তার পরে মিনা, অরুনা। মেয়েগুলোর চিৎকারে আরম যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল।

BanglaBook.org

কেউ আর এটা লক্ষ্য করল না যে প্রার্থনা থেমে গেছে, আরম ভিড়ে নেমে গেল। সবার চোখ এক দিকে নিবদ্ধ-সুন্দর কারু কাজ করা শাড়িতে মুহূর্তেই আগুন ধরে যাচ্ছে, যখন একের পর এক রানি চিতায় উঠছে। ষষ্ঠ রানি চিতায় উঠছে, এমন সময় আরম সেখানে উপস্থিত হলো। এখন শুধু দরিয়া বাকি, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। প্রহরি এক হাত ধরে রেখেছে মেয়েটার।

আরম এক পলক হোলিকার দিকে তাকাল। বড় রানির জ্বলন্ত চুল, চেহারা থেকে যেন ঐশ্বরিক আভা ছড়াচ্ছে। একবারের জন্যেও চিৎকার দেয়নি হোলিকা। অথচ অন্য রানিরা জ্বলন্ত আগুনে নিদারুন যন্ত্রনায় ছটফট করছে! আরম ছয় রানির জন্য প্রার্থনা করল, তারা যেন এই যন্ত্রণা থেকে শীঘ্রই মুক্তি পায়।

আরম সিদ্ধিদাতা গনেশকে স্মরন করল সৌভাগ্যের জন্য., আর জীবনে প্রথম অপরাধটা করল।

দরিয়াকে ধরে রাখা প্রহরির চোয়ালের নিচ দিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে মস্তিস্কে চালান করে দিয়েই, দরিয়ার হাত ধরে পালাল সভাকবি।

BanglaBook.org

অধ্যায় আটঃ মাত্তোর
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

নীল জার্সি পড়া চেলসী খেলোয়াড়রা তাদের পেনাল্টি বক্সের কোনায় জড়ো হয়েছে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করছে প্রতিপক্ষের সাথে। টেরির ধাক্কায় আমানজীত পিছিয়ে গেল, আর ল্যাম্পার্ড তো গালিই দিয়ে বসল। মাঠ ভর্তি দর্শকের উচ্ছাস ভেসে আসছে হেলেটার কানে। এক মিনিট সময় আছে আর, গোলের ব্যবধানও মাত্র এক। 'আমানজীত, আমানজীত, আমানজীত!' ধ্বনিতে মুখরিত মাঠ। ষোলো হাজার মানুষের আশা ভরসা এখন একজনের উপর। তাদের অপেক্ষা শুধু একটি মুহূর্তের।

ফ্রি কিকের পর, বলটা ওর ঠিক সামনে পড়ল। টেরি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেও পারল না। তীর বেগে ছুটে গিয়ে বলে লাথি মারল আমানজীত, গোল কীপারের দিকে ধেয়ে গেল বল।

গোওওওল.....

যোধপুর থেকে ষাট মাইল উত্তরে, বিকানীর হাই স্কুল থেকে আগত, বিপক্ষ দলের অভিবাবকরা হতবিহ্বল। আমানজীত আর তাদের দলের খেলোয়াররা উল্লাসে লাফাচ্ছে, সাথে মাঠের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকা দর্শকেরাও। স্কুলের পিছনের ছোট্ট মাঠে খেলা হচ্ছিল।

এমন সময় রেফারী হাত উঠিয়ে, বাঁশিতে ফুঁ দিল।

'অফসাইড। গোল হয়নি।'

'কি উল্টা পাল্টা বকছে লোকটা?'

আমানজীত রেফারীর দিকে তেড়ে গেল।

রেফারী ওর দিকে অবজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে আছে। 'তুমি অফসাইড থেকে গোল করেছ।'

'অসম্ভব!'

দলের সবাই এক সাথে বলল রেফারীকে। 'এটা অসম্ভব, আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এখান থেকেই বলে লাথি ছোঁড়া হয়েছে। ও অনসাইডেই ছিল!'

কে শোনে কার কথা! রেফারী গোঁফে তা দিতে দিতে ডিফেন্সিভ কিকের নির্দেশ দিল।

BanglaBook.org

আমানজীত রেগে গেল। 'মাথা মোটা কোথাকার! বাচ্চাদের কাবাডি খেলার রেফারী হওয়ারও যোগ্য নও তুমি!'

রেফারীর চোখ বড় হয়ে গেল, পাগলা ষাঁড়ের মতো ফুসতে লাগল, রীতিমত নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বুক পকেটে হাত ঢুকাল সে।

এই সেরেছে। শেষ কথাটা বলা ঠিক হয়নি।

ওরা চুপচাপ গাড়িতে বসে আছে, আমানজীত নিপুণ দক্ষতায় গাড়ি চালাচ্ছে। যদিও গাড়ি চালাতে খুব পছন্দ করে ও, তাই বলে এটা করেই জীবন কাটানোর কোনও ইচ্ছে নেই। ফুটবল খেলা থেকে বাদ পড়ার জন্য, এখনও ক্ষেপে আছে ও।

'লাল কার্ডের মানে কী?' পাশ থেকে দীপিকা জিজ্ঞাসা করল।

'এর মানে হলো, খেলা থেকে বাদ পড়া,' পিছন থেকে বিক্রম বলল। 'অন্যভাবে বলতে গেলে, আমানজীত একটা আহাম্মক।' ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে বলল।

'হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে এমন ভুল করাটা কোনও ব্যাপার না,' দীপিকা বলল, যার এই বিষয়ে বিন্দু মাত্র ধারণা নেই।

'তাই বলে পরবর্তী দুটো খেলা থেকে বাদ পড়া তো আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়,' বিক্রম বিড়বিড় করে বলল।

'এটাই শেষ খেলা ছিল,' আমানজীত বলল। 'তাই কিছু যায় আসে না। আর রেফারীটা আসলেই একটা মাথা মোটা গাধা ছিল। এসব বাদ দিয়ে কী অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যায় না?'

সবাই চুপ হয়ে গেল। মধ্য বিকেল বলেই হয়তো, রাস্তা প্রায় খালিই ছিল। সামনেই পাকিস্থানী বর্ডার, সৈন্য যাওয়া আসা করে। ফলে রাস্থা-ঘাট অনেকটা উন্নত। অল্প সময়ের মাঝেই ওরা পৌছে গেল মান্ডোরের প্রাচীন শহরে।

'আমি একটু খোঁজ খবর নিয়েছি,' বিক্রম উৎসাহ নিয়ে বলল।

'খোঁজ-খবর! ফুহ, বাচ্চাদের কাজ ওসব।' আমানজীতের রাগ এখনও কমেনি। 'তা কী খোঁজ খবর নিলে? এখানের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান কত? নাকি মুম্বাই ক্রিকেট টিমের ব্যাটিং গড় কত তা?'

'অনেক হয়েছে, আমানজীত,' দীপিকা বলল। সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল আমানজীত। 'বলো বিক্রম, কী জানতে পারলে?'

পিছনের সীটের চশমা পরা ছেলেটা মুচকি হাসল, নাকি মুখ বাঁকাল, বোঝা গেল না। আমানজীতের মাঝেও কথাগুলো জানার প্রবল আগ্রহ হচ্ছে, কারণ স্বপ্ন গুলো দিন দিন আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

BanglaBook.org

'যোধপুর নামকরনেরও অনেক পূর্বে, মান্ডোর ছিল মারওয়াড় রাজ্যের একটি অংশ, কয়েকবার রাজা বদলও হয়। আমাদের আগ্রহের সময়কাল খুব সম্ভবত ৭৭০ খ্রীঃ, যা কিনা মারওয়াড় সম্রাজ্যকেই নির্দেশ করে। মান্ডোর তখন গুর্জার-প্রতিহর সম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি ছোট রাজ্য ছিল। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের স্বপ্নগুলো এই সময়কালকে ঘিরেই।'

'কীভাবে নিশ্চিত হলেন, গুরুজী?' আমানজীত নীরস ভাবে জিজ্ঞাসা করল, ইতিহাস ওর পছন্দের বিষয় না।

বিক্রম বুঝতে পারল না, ওকে অবজ্ঞা করা হলো নাকি জিজ্ঞাসা করা হলো!'অনেকটা আন্দাজেই বললাম। ডিটেনশনে থাকাকালীন যখন কোন কবির জীবনী লিখব তা খুঁজছিলাম, তখন আমি মন্ডোরের কবি আরম ধূপের লেখা কবিতা পাই। সে ওই সময়কারই কবি ছিল। তবে একটা ব্যাপার, উন্নতির শীর্ষে এসেও কীভাবে যেন পতন ঘটে জায়গাটার।'

আমানজীতের এইসবে একটুও আগ্রহ নেই, বরং বিরক্তই হচ্ছে ছেলেটা। তবে দীপিকাকে আগ্রহী দেখে কিছু বলছে না।

'সেখানে কি কোনও রাজ প্রাসাদ ছিল?' দীপিকা জিজ্ঞাসা করল।

বিক্রম মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, ছিল। মান্ডোরের রাজা সেখানে রাজত্ব করত। তখনও মেহেরাণগড় নির্মাণ হয়নি, যোধপুরের কথা না হয় বাদই দিলাম। পুরো সম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এই মান্ডোর। পরে সম্রাজ্য আরও বর্ধীত হলে, সম্রাট আর তার সভাসদরা জায়গাটা কে ত্যাগ করে। শতাব্দী বাদে, ১৪৫০ সালের দিকে অন্য এক রাজবংশ এসে মেহেরাণগড় নির্মাণ করে ভূচিড়িয়া পাহাড়ের উপর, আর মান্ডোর হয়ে যায় বিরানভূমি। এ সুযোগে স্থানীয়রা প্রাসাদের ইট-পাথর ভেঙ্গে নিজেদের বাড়ি ঘর বানায়। এখন খুব অল্প লোকজনই আছে যারা এই ব্যাপারগুলো জানে।'

'তাহলে এখন আছে কী সেখানে?' আমানজীত জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি এক পাশে মোড় ঘুরাল। বিক্রমের কথা অনুযায়ী, শহরের উত্তরেই পুরনো প্রাসাদ আর একটা বাগান থাকার কথা।

'সেখানে একটি বাগান, প্রাসাদ, আর একটি পুরনো বেদি আছে, যেখানটায় রাবণের বিয়ে হয়েছিল।'

'কার বিয়ে?'

'তুমি কি রামায়ণও পড়নি, আমানজীত?' দীপিকা বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল। 'লঙ্কার রাজা রাবণ, দশভুজা আর অনেক অহংকারীও ছিল।'

আমানজীতের চরনপ্রীত জেঠাকে মনে পড়ে গেল।

'আসলে, যোধপুরে একটা রাবণ বিগ্রহও আছে,' বিক্রম বলল। 'রাবণ ছিল শিব ভক্ত, খুবই বুদ্ধিমান আর জ্ঞানীও। আমি রামায়ণ নিয়েও অনুসন্ধান করেছি,

BanglaBook.org

কোথাও-এর সময়কালকে সিন্ধু সভ্যতার আশেপাশে বলা হয়েছে, আবার কোথাও বৈদিক যুগের কথা বলা হয়েছে। আসলে, বিষয়টা অনেকটাই বিতর্কিত।' একাই বকবক করছে বুঝতে পেরে থেমে গেল বিক্রম।

'রামায়ণে ব্যাপারে আরও একটি নতুন বিতর্ক যোগ হলো।' বলল আমানজীত, গতদিন রাস কী বলেছিল ওর মনে পড়ে গেল। যদিও আমানজীত চায় না ওর মায়ের সাথে বিক্রমের বাবার বিয়ে হোক।

বিক্রম ভ্রূকুঞ্চিত করল। 'এটা কোনও মজার বিষয় না।'

'আমি জানি না, এরইমাঝে এমন কিছু হয়েছে নাকি?' দীপিকা জিজ্ঞাসা করল।

আমানজীত বিক্রমের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। 'তেমন কিছু না, বিক্রমের বাবা আমার মাকে কাল রাতে ফোন করে ডিনারে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

দীপিকার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। 'তাই নাকি? কিন্তু এর সাথে রামায়ণের কী সম্পর্ক?'

আমানজীত মাথা ঝাঁকাল। 'আমার বোন রাসের মতে, যদি আমাদের পরিবার একত্রিত হয়, তাহলে রামায়ণের মতোই দেখায়-তিন মায়ের চার পুত্র সন্তান।' হাসছে আমানজীত। 'এই সব ফালতু কথা। চরনপ্রীত জেঠা পিটিয়ে তোমার বাবার মাথার এই ভূত নামাবে। জেঠার আবার পুলিশে জানাশোনা আছে, আর আর্মির সহকর্মীরা তো আছেই। তারা না আবার তোমার বাবার দুই পা-ই ভেঙ্গে দেয়!'

বিক্রম অস্বস্তিতে পড়ে গেল। 'যাইহোক, তোমার মা না করে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করাটা তো আর দোষের কিছু না!' ও প্রতিউত্তর দিল।

'তোমার বাবা যখন ফোন করে, তখন জেঠা ঘরেই ছিল। বাজি ধরে বলতে পারি তোমার বাবা তা জানত না,' আমানজীত বলল। আড়চোখে দীপিকার দিকে তাকাল। 'আচ্ছা বাদ দাও, যা হওয়ার হয়েছে।' আমানজীত লক্ষ্য করল দীপিকা হাত মুঠ করে আছে। 'কাল রাতেও কি স্বপ্ন দেখেছ?' দীপিকাকে জিজ্ঞাসা করল আমানজীত। ও দেখেছে, গত বারের তুলনায় একটু বেশিই ভয়াবহ ছিল এবারেরটা।

দীপিকা ইতস্তত বোধ করল, তবে মাথা নাড়ল।

'কী দেখেছ বলবে?'

দীপিকা সজোরে মাথা ঝাঁকাল, জানাতে চায় না।

ওদের গাড়িটা একটি বর্গাকৃতি জায়গায় চলে এল, সামনেই একটা বৃক্ষঘেরা বাগান দেখা যাচ্ছে। আমানজীত রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করল। ওরা নেমে গেল গাড়ি থেকে, সামনের এক চা-ওয়ালাকে গাড়ি দেখে রাখার জন্য কিছু টাকা দিল। টিকিট কিনে ভেতরে ঢুকতে হলো ওদেরকে। বাগানের পরিবেশ এতোটাই সজিব যে বাইরে দূষিত পরিবেশ মন থেকে মুছে গেল। বাগানের চারপাশে কিছু গোলাকৃতির গম্বুজ আছে, তাতে হিন্দু নিদর্শনের চিত্র আঁকা। বিক্রম একের পর এক নিদর্শনের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাজীতের এইসবে কোনও আগ্রহ নেই। সামনেই একটি

BanglaBook.org

ছোট পাহাড় আর একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ওরা বাগান পেরিয়ে প্রাসাদের সামনে গেল, রোদে পোড়া পাথরের দেয়ালে আগ্রহ নিয়ে তাকাল। যেন কিছু খুঁজছে, তবে জানে না সেটা কী! হঠাৎ দীপিকা মুখ খুলল, 'আমার স্বপ্নে দেখা প্রাসাদ এটাই,' মৃদুস্বরে বলল। 'এটাই সেই জায়গা, যেখানে বাঘ আর ওই ভৌতিক মহিলা আমাকে তাড়া করে।' ভীতস্বরে বলল ও। আমানজীতের ইচ্ছে হলো মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে স্বান্তনা দেয়।

উল্লেখযোগ্য আর কিছু না পেয়ে ওরা বাগানে ফিরে এল। পাশেই 'বীর দর্শন' নামে একটি যাদুঘর, যাতে রয়েছে বীর রাজপুতদের, আর তেত্রিশ লক্ষ দেব-দেবীর পাথরের মূর্তি। দেখার মতো একটা যাদুঘর।

বাগান পেরিয়ে ওরা একটি খোলা মাঠের দিকে এগিয়ে গেল,শেষ প্রান্তে একটি ভাঙ্গা প্রাচীন দেয়াল। দেয়ালের এক পাশে কয়েকজন বুড়ো ঘাসের উপর বসে তাস খেলছে, ওদের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার নিজেদের খেলায় মনোযোগ দিল। এদিকের ঘাসগুলো বড় বড়, আর রাস্তাও অমসৃণ। চারপাশে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভরা। জায়গাটার মাঝ বরাবর একটা পরিত্যক্ত অগ্নিকুণ্ড। ছাই মাটি দিয়ে ভরা কুণ্ডটা।

দীপিকা আঁতকে উঠল। বিক্রম এক দৃষ্টুতে তাকিয়ে আছে, সাথে আমানজীতও।

অবিকল গত রাতে দেখা স্বপ্নের মতোই জিনিসটা!

'মান্ডোরে তোমাদের স্বাগতম।' গেরুয়া পড়া এক বৃদ্ধ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের দিকে আসছে। অদ্ভুত ভাবে হাঁটছে লোকটা, যেন আড়াল থেকে কেউ তাকে নিয়ন্ত্রন করছে। এমনকি কথাগুলোও অস্পষ্ট, আর রুক্ষ। গা থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছে। দীপিকা নাক চেপে ধরল। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও সাধু সন্ন্যাসী হবে। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু একটা যেন মাথাচাড়া দিতে চাইছে তার মাঝে। শুভ কিছু একটা... আমানজীত বিরক্ত হলো, চাচ্ছে বুড়োটা যেন অন্যত্র চলে যায়।

'এক সময় খুব নামকরা জায়গা ছিল এটা। এক রাজা বাস করত এখানে।'

দীপিকা কুয়ার দিকে পা বাড়াল। আমানজীত চোখে বিরক্তি নিয়ে বৃদ্ধ সাধুর দিকে তাকাল।

'এক মহৎ রাজা, এখানে বাস করত।'

'এখানে, মান্ডোরের এই আস্তাকুঁড়ে?' আমানজীত অবজ্ঞা করে বলল, সাধুর রহস্যময় উপস্থিতিকে সবার কাছে সহজ করার চেষ্টা করছে।

দীপিকা একটু একটু করে পরিত্যক্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে যাচ্ছে। বিক্রমের চোখে মুখে ভয়, যদিও ভয়ের কিছুই দেখছে না আমানজীত।

'আহা, বললামই তো, এক সময় খুব নামকরা জায়গা ছিল এটা। নগরের রাজধানী ছিল। তবে একজন রাজার পরিচয় শুধুমাত্র তার রাজ্যে নয়, বরং তার বিজয়েও।'

BanglaBook.org

'তাহলে তো সে দুটোই হারিয়েছে,' আমানজীত বলল। 'সে কী এমন জয় করেছে, শুনি?'

'মৃত্যু। মান্ডোরের রাজা মৃত্যুকে জয় করেছে।' সাধু নিষ্প্রাণ চোখে আমানজীতের দিকে তাকাল।

আমানজীত এক পা পিছিয়ে গেল।

দীপিকা কুণ্ডটার একদম কাছাকাছি গিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠল। ওর দিকে চোখ পড়তেই আমানজীত যা দেখল-দীপিকার সারা গায়ে আগুন লেগে গেছে...আর কয়েকশ মানুষ ওকে ঘিরে আছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে! আমানজীত দীপিকার দিকে অগ্রসর হবে, এমন সময় সাধু পথ আগলে দাঁড়াল।

'একবার সে মৃত্যুকে জয় করছে। প্রয়োজনে আবার করবে।' সাধু হিসহিস করে বলল। আমানজীত তাকে ধাক্কা দিল। কিন্তু ক্ষিপ্রতার সাথে পাশ কাটাল সাধু, হিংস্র জানোয়ারের মতো খেঁকিয়ে উঠল। তাকে উপেক্ষা করে আমানজীত দীপিকাকে আঁকড়ে ধরে কুণ্ডের সামনে থেকে নিয়ে এল। মেয়েটি আমানজীতকে জড়িয়ে ধরল, ভয়ে কাঁপছে, শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। সাধু ওদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ করেই আমানজীতের মনে ভয় ঢুকে গেল, মনে হলো এমন অশুভ প্রাণী ও জীবনে দেখেনি!

সাধু আর ওদের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়াল বিক্রম, আমানজীত কিছু বলল না, বরং দীপিকাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। মেয়েটি কাঁদছে।

তাস খেলা ফেলে লোকগুলো একবার আমানজীতের দিকে তাকাল, কিন্তু উঠে এল না। তাতে বরং ভালোই হয়েছে, এই মুহূর্তে এখানকার কাউকে বা কোনও কিছুকেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না ও। দীপিকাকে নিয়ে বাগান থেকে বেড়িয়ে গেল। 'কী হয়েছে? তুমি কি কিছু দেখেছ?'

দীপিকা চোখ মুছে আমানজীতের দিকে তাকাল।

'আগুন! চারপাশে আগুন, আর কতশত মানুষ। আরও দেখলাম...'

আমানজীতের থেকে চোখ সরিয়ে গেটের দিকে তাকাল দীপিকা। আমানজীতও ঘুরে সেদিকে তাকাল, দেখল চারজন লোক গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ছুরি আর লাঠি। গেটের পাহারাদার নেই। মাঝের লোকটার একটি মাত্র চোখ, হাতে নকশা আঁকা একটি বড় ছুরি। দেখেই বুঝা যাচ্ছে দলের সর্দার সে। তবে আমানজীতের মনে হলো, লোকটাকে ও চেনে, তাই দ্রুত ভাবতে লাগল।

'কোথাও যাচ্ছ মনে হচ্ছে?' একচোখা লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

কীভাবে আর কখন সাধুর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে মনে করতে পারল না বিক্রম, যেন এক ঘোরের মাঝে আছে ও। সাধুটাকে ওর অদ্ভুত লাগছে। মাটির দিকে তাকাতেই ওর গাঁয়ে কাটা দিয়ে উঠল!

BanglaBook.org

বৃদ্ধ লোকটির কোনও ছায়া নেই!

দুজনের চোখাচোখি হলো।

'আরম ধূপ,' সাধু দম ছাড়ল। 'অবশেষে আমাদের দেখা হয়েই গেল।' তার নিঃশ্বাস বিক্রমের গায়ে পড়ল। 'তাও আবার এখানেই,' সাধু হাত নেড়ে চারপাশ ইশারা করল। 'দেখ আমাদের পুরাতন নগর, এতো বছর পর আজ বাগানে পরিণত হয়েছে।'

'রবীন্দ্র?' নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল নামটা। নাকি অন্য কেউ?

সাধু হাসি দিল। 'আমার নাম মনে আছে তাহলে! কিন্তু বাকি সবটা কি মনে পড়েছে? কীভাবে সব ধ্বংস করে দিয়েছিলে তুমি?' সাধুর নিষ্প্রাণ চোখ আগুন জ্বলে উঠল যেন।

বিক্রম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তবে মাথা নাড়ল। পড়ছে না।

'পড়বে,' সাধু কর্কশ কণ্ঠে বলল। 'অবশ্যই মনে পড়বে, বরাবরের মতোই। প্রতিবার ব্যর্থ জন্ম নেয়া, তারপর হেরে যাওয়া, এবং অবশেষে মৃত্যু-এই তোমার নিয়তি। আর তোমার প্রতিবার মৃত্যুর আনন্দে আমার আত্মহারা হওয়া। সব, সব মনে পড়বে তোমার।'

বিক্রম শ্বাস নিতে পারছে না, গলায় আটকে যাচ্ছে।

'আর মনে পড়তেই হতাশায় ভুগবে। চক্র যে শুরু হয়ে গেছে, আরম ধূপ, বুঝতে পারছ কী? আরও একবার আমরা একত্রিত হলাম। কিন্তু এবার শুধু তুমি আর আমি না, বরং সবাই! এমনকি পদ্মার আত্মাও দেখা দিয়েছে! ভাগ্যের কী পরিহাস, আজ আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি! ঠিক এখানেই, প্রাচীন মান্ডোরেই! যথেষ্ট হয়েছে, এবার অমরত্ব হাসিল করবই। নিজেকে দেখ একবার! তুমি তো নিছক এক বাচ্চা! এবার কীভাবে বাঁচবে?'

বিক্রম পিছন ফিরে সাহায্যের জন্য চিৎকার দেবে, ঠিক তখনি সাধুর অবয়বটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তাস খেলা বাদ দিয়ে বুড়োগুলো ওদিকে তাকিয়ে আছে, যেন খুব মজা পেয়েছে। ওরা তিনজন বাদে আর কেউ বৃদ্ধ সাধুটিকে দেখেছে কিনা, তাতে সন্দেহ হলো বিক্রমের।

বিক্রম বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে, যেন মাত্র খেয়াল করল বাগানের বাতাস কত সতেজ। ভয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরল, তাতেও কাঁপুনি কমলো না। পিছন থেকে কেউ ওর নাম ধরে ডাকছে শুনে ফিরে তাকাল।

বাগানের খিলান ঢাকা পথ দিয়ে, আমানজীত আর দীপিকা হাত ধরে দৌড়ে আসছে, ওর দিকে। ঈর্ষাকাতর বিক্রম মুহূর্তের মাঝেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা, তাদের পিছনে চারজন লোক, সবার হাতে অস্ত্র।

BanglaBook.org

অধ্যায় নয়ঃ পলাতক রানী
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

আরম মেয়েটির হাত ধরে পালাচ্ছে, এ যেন কোনও ধীর গতির স্বপ্ন! কিন্তু না। এ যে স্বপ্ন নয়, বরং কোনও জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। এক ঝাঁক চেহারা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মহিলারা চিৎকার করছে, পুরুষেরা ওর নাম বলা-বলি করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে।

যদিও কেউ তা করল না। সবাই পিছিয়ে গেল, যেন ও কোনও ছোঁয়াচে রোগ! ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই অবাক। একে অন্যের দিকে চাওয়া চাওয়ি করছে। প্রহরীরা ভিড়ের চাপে পিছিয়ে পড়েছে। ধোঁয়ার কারণে উপরে থাকা কেউই ওদের ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছে না। রক্তাক্ত হাতের ভয়াল মূর্তি দেখে ভিড়ের মানুষ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছে।

এই কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে অনেক শক্তিশালী মনে হলো ওর। দুই ভাগ হয়ে যাওয়া ভীত জনতার উদ্দেশ্যে ছুরিটা উঁচু করে ধরল। বের হওয়ার পথটা যেন কোনদিকে? হ্যাঁ, ওইতো! দরিয়ার হাত ধরে টান দিল সে।

'এসো আমার সাথে!' আরম চিৎকার করে বলল।

ওরা ভিড়ের মধ্য দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। কোথায় যেন ঘণ্টা বেজে উঠেছে। ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে, এলোপাথাড়ি তীর ছুটে আসছে। আরমের পাশের এক মহিলার গায়ে তীর লাগতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এক বৃদ্ধ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, না থেকে পতিত লোকটার দেহ ওরা লাফিয়ে পার হলো। টাকার বিনিময়ে, এক ভিক্ষুক ছেলে আরমের ঘোড়া নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল। এখন বুঝতে পারছে ছেলেটা, টাকার লোভে কী বোকামিই না করেছে। রক্তাক্ত পোশাকে, কোনও এক রানির হাত ধরে আরমকে আসতে দেখে, ঘোড়ার লাগাম ফেলে পালাল ছেলেটা।

'ঘোড়ায় চড়তে জানেন তো?' জিজ্ঞাসা করল আরম।

'হ্যাঁ জানি, তুমি?'

না। পরিকল্পনার প্রথম দুর্বলতা। 'একটু আধটু! উঠে পড়ুন, দেরি করা যাবে না!'

BanglaBook.org

দরিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, আরমও কোনও রকমে উঠল। ওর অস্বস্তি হচ্ছে দেখে মেয়েটা সামনে বসে লাগাম ধরল। 'আমাকে ধরে বসো!' বলেই ঘোড়ার পেটে সজোরে এক লাথি বসাল। মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের একটা সরু গলি দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল প্রাণিটা।

আরম পিছে তাকাল, দুজন তীরন্দাজ উঠানের গেট দিয়ে বেড়িয়ে এসেই তীর ছুঁড়ল। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। ঘোড়া দ্রুত সামনে এগোচ্ছে, গলি পথের লোকজন হঠাৎ ছুটে আসা ঘোড়াকে দেখে রাস্তার এপাশ ওপাশে সরে যাচ্ছে। অবশেষে গলির এক পাশে বাঁক নিতেই ওরা দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

'বজ্জাত হোলিকা আমাকে অচেতন করতে মানা করেছিল!' ক্রুদ্ধস্বরে বলল ছোট রাণী। 'আল্লাহর অশেষ দয়া!'

'এখন কোন দিকে যাব?' দরিয়া জাইল। ও পিছনে তাকালে, আরম মেয়েটির চোখে আগুন দেখতে পেল, উত্তপ্তায় চিতাটার আগুনেও যেন হার মানাবে।

লক্ষ্য সভাকবি জানে না। পরিকল্পনার দ্বিতীয় দুর্বলতা। 'উমম...দক্ষিণ দিকে!'

'দক্ষিণ দিকে?' অনিশ্চিতভাবে আরমের দিকে তাকাল দরিয়া। ঘোড়া ঝড়ের বেগে ছুটেই চলেছে খোলা সীমান্তের উদ্দেশ্যে। দুজনের মাঝে নিরবতা নেমে এলো, শুধু ঘোড়ার খুড়ের মাটি আঘাতের শব্দ আর পিছনে ফেলে আসা ধীর কলরব শুনা যাচ্ছে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' দরিয়া প্রশ্ন করল। 'তোমার লোকজন কোথায়? সংখ্যায় ক'জন তোমরা? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'ইয়ে মানে, আমি একাই, আর কেউ নেই।'

'তুমি একা?' দরিয়া নিজের ভাষায় কি যেন বিড়বিড় করে বলল। মান্ডোরের উত্তর দিকে আগ্রসর হচ্ছে ওরা। আরম মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

উঠানে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে, প্রজারা ভয়ে পালাতে শুরু করেছে। তবে চেতনের নির্দেশে প্রহরিরা ঢাল আর বর্শা নিয়ে তাদের আটকে ফেলেছে।

শাস্ত্রী অশ্রুসিক্ত চোখে অগ্নিকুণ্ডের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ছাইভস্মগুলো দেখে এখন আর বুঝার উপায় নেই কোনটা ওর বোন পদ্মা। বাবার কাছে শপথ করেছিল, বোনকে যেকোনও পরিস্থিতিতে রক্ষা করবে। কিন্তু তা আর হলো না, প্রথমত রবীন্দ্ররাজের কাছে বিয়ে দিয়েছে, আর এখন বোনকে জীবন্ত ভস্ম হতে দেখছে।

নিচে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। আগুন, ধোঁয়া... অশ্রুসিক্ত চোখে সারাক্ষণ এগুলার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর কানে শুধু বোনের আর্তচিৎকারই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। পদ্মাকে আফিমের নেশায় বুঁদ করা হয়েছিল,

BanglaBook.org

ফলে হয়তো মৃত্যু যন্ত্রণা কিছুটা কম ভোগ করেছে। বুক পকেটে হৃদ পাথরটার স্পন্দন অনুভব করছে শাস্ত্রী। পাথরটা আগুনে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

গতকাল শুধু এক ঘণ্টার জন্য বোনকে দেখার সুযোগ পেয়েছিল ও। এতোটাই নেশাগ্রস্ত করা হয়েছিল পদ্মাকে যে ভাইকে চিনতেই পারেনি। হোলিকা আর দরিয়া বাদে বাকি রানিদেরও একই অবস্থা। দরিয়াকে আফিম দেয়া হয়নি, কারণ হোলিকা চায় মেয়ে পুড়ে মরার যন্ত্রণা ভোগ করুক। আর নিজেকে জাহির করার জন্য, ইচ্ছাকৃতভাবেই আফিম নেয়নি হোলিকা।

রবীন্দ্র কিভাবে মারা গেল, তা কেউ জানে না। এমনকি চেতনও না! অসুস্থতা, আত্মহুতি, খুন... এসবই কানাঘুষা হচ্ছে। শাস্ত্রীর ঘোর কাটতেই লক্ষ্য করল, ওর পাশের সৈন্যরা ভিড়ের প্রজাদের আঘাত করছে, আর ওর নাম ধরে কে যেন ডাকছে।

'সেনাপতি শাস্ত্রী! সভাকবি ছোট রানিকে নিয়ে পালিয়েছে!' তিলক বলল, সৈন্যদের মাঝে শাস্ত্রীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও।

'কী? সভাকবি?' শাস্ত্রীর বুক লাফিয়ে উঠল নাকি বোনের দেয়া পাথরটা? ঠিক বুঝতে পারল না ও। নিজ সৈন্যদের দিকে তাকাল একবার, একচোখা জীতকে দেখা যাচ্ছে তরবারি হাতে উঠানে ঘোরাঘুরি করতে। উপরে তাকিয়ে দেখল চেতন সেখান থেকে চেঁচাচ্ছে।

'শাস্ত্রী! মেয়েটাকে নিয়ে এসো, এক্ষুনি! এটার উপর তোমার বাঁচা মরা নির্ভর করেছে!'

'আমার জীবন!' ভগবান শিব আমাকে রক্ষা করবেন!'

শাস্ত্রী ঘোড়া আনার জন্য হাক ছাঁড়ল।

পুরো দশ মিনিট লাগল সৈন্য সমেত ঘোড়ায় সাওয়ার হতে। যদিও এতক্ষণে শিকার বহুদূর চলে গেছে। নগরের সর্বত্র গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। সৈন্যরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে বিশৃঙ্খলা দমনের। তাপের কারণে চিতার সামনে থেকে সবাই সরে গেছে, আগুনও প্রায় নিভু নিভু; রবীন্দ্রর দেহ এক পাশে আধ-পোড়া হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ করেই হালকা বাতাস বইতে শুরু করলে, আগুনটা ফনাধারী সাপের মতো ফুঁসে উঠল, অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। উঠানের এক কোনে একটি গাছে আগুন ধরে গেল। ঘোড়াগুলো ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে, এক পাও নড়ছে না। বিধিবাম দেখে শাস্ত্রী চাবুকাঘাত শুরু করল।

অবশেষে সৈন্যরা ভিড় ঠেলে এখান থেকে বের হলো। শাস্ত্রী পেছনে তাকিয়ে দেখল রবীন্দ্রর আধ পোড়া দেহ আবার চিতায় দেওয়া হচ্ছে। আগুনের মাঝে একটা খাড়া অবয়বও দেখা যাচ্ছে, খুব সম্ভবত হোলিকার। দেখতে অনেকটা গাছের পুড়া মগডালের মতো, খাড়া হয়ে আছে। ও শিউরে উঠল, যেন এইমাত্র

BanglaBook.org

হোলিকার কণ্ঠস্বর ওর কানে বেজে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সামনে ফিরে তাকাল। একটু বেশিই কল্পনা করে ফেলেছে।

'চল!' সৈন্যদের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠল শাস্ত্রী। যদি সভাকবি ঘোড়ায় চড়তে জানে, তাহলে ওদের নাগাল পাওয়া যাবে না বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য লোকটাকে কখনও ঘোড়ায় চড়তে দেখেনি শাস্ত্রী!

সৈন্যদের দিকে এক পলক তাকাতেই জীতকে দেখা গেল, চারজনের পিছনে। চোখ ওর দিকেই নিবদ্ধ করে আছে। শাস্ত্রীর পেশি শক্ত হয়ে গেল।

আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপার। আমার উপর নজর রাখতেই ওকে পাঠানো হয়েছে। তোমাকে চেতন কী আদেশ দিয়েছে, জীত? আমি যেন আর ফিরে না আসি, সেটা নিশ্চিত করতে?

শাস্ত্রী তিলকের দিকে তাকাল। 'তিনজনকে সাথে নিয়ে খোঁজ খবর নাও তুমি। সামনে যাকে পাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আর আমাকে জানাবে। ওরা খুব বেশি দূর যায়নি মনে হচ্ছে। আর তিনজন সৈন্য আরমের বাড়ি পাঠাও।'

তিলক মুখ কালো করে মাথা নাড়ল এবং চলে গেল। জীতের দলের মাঝে শাস্ত্রীকে একা রেখে যাওয়ার ইচ্ছে ওর ছিল না।

বিশ মিনিট পরের কথা, তিলক দক্ষিণের চার রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। 'ওরা দক্ষিণ দিকে গিয়েছে, সেনাপতি। কাগজ কুড়ানো ছেলেমেয়েরা দেখেছে।'

সূর্য ডুবতে আরও দুই কি তিন ঘণ্টা বাকি। আশেপাশের গ্রামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় আছে পলাতকদের, যদিও সবগুলো গ্রামই চেতনের নিয়ন্ত্রণে। 'সূর্য ডোবার আগেই ওদের খুজে বের করতে হবে, নয়ত ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে যাবে।' সৈন্যদের দিকে ঘুরল শাস্ত্রী, জনা ত্রিশেক সৈন্যকে আদেশ দিল। তবে লক্ষ্য করল, সৈন্যদের মাঝে এক তৃতীয়াংশ-ই জীতের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাও সবচেয়ে ভয়ংকরগুলো।

'শোন সবাই, নির্বোধ কবি সতীদাহ থেকে দরিয়াকে নিয়ে পালিয়েছে। ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ওকে মরতেই হবে, আর দরিয়াকে...' হে ঈশ্বর!... 'পুড়িয়ে মারা হবে। ওরা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। সভাকবি ঘোড়ায় চড়তে জানে না, এমনকি কোনও যোদ্ধাও নয়, সহজেই পরাস্ত করা যাবে। চল সবাই।'

সবাই ধেয়ে চলল দক্ষিণ দিকে, মাটিতে ধুলার মেঘ উড়িয়ে।

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা, কিন্তু কোথাও থামছে না। শক্ত মাটির কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঘোড়া টগবগিয়ে এগিয়ে চলছে। আশেপাশের ক্ষেত খামারগুলো বালির স্তূপে পরিণত হয়েছে, যার ওপরে কিছু গুল্ম জাতীয় ধূসর গাছ। উপরে নীল আকাশ, নিচে বাদামী মাটি, ধূসর গুল্ম গাছ, তবুও চারপাশ কেমন যেন বিবর্ণ।

BanglaBook.org

মাঝে মধ্যে দূর থেকে মহিলাদের মাথায় করে কুয়া থেকে জল নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। এমনকি গবাদি পশু, উট আর কিছু লাল হরিনের ছোটাছুটিও নজরে পড়ছে।

'ওটা কী?' দরিয়ার ডাকে আরমের দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। দরিয়া আঙুল তুলে সামনের বৃহৎ পাহাড়টিকে দেখাচ্ছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টাকে দেখলে মনে হয় যেন এখানকার শাসনকর্তা। দক্ষিণের রাস্তা এই পাহাড়ের গাঁ ঘেষেই চলে গেছে বহু দূর। স্থানীয়রা এটাকে বলে ভূচিড়িয়া অর্থাৎ, পতঙ্গ পাহাড়। আরম এই পাহাড় নিয়ে কবিতাও লিখেছে, তবে দশ মাইল দূরত্বে থাকার পরেও, কখনও এখানে আসার সুযোগ হয়নি ওর।

প্রথম দেখাতেই আমার হৃদয় হরন করেছে যে, আজ আমি আঁকড়ে আছি তাকেই। হাত রেখেছি তার কোমরে, আমার বুক লেপটে আছে তার পিঠে। আর নরকের কীটগুলো আমাদের পিছে।

'এটা ভূচিড়িয়া। একটি অনুর্বর পাহাড়। শুনেছি এই পাহাড়ের চূড়ায় একজন তপস্বী বাস করেন, আর একটা প্রাচীন মন্দিরও আছে।'

দরিয়া থুথু ফেলল। 'পৌত্তলিক মূর্তি! এই রাস্তা ধরেই কি পশ্চিমে যাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ, পাহাড়ের দক্ষিণে যেতে হবে আগে।'

দরিয়া সূর্যের দিকে তাকাল। 'আলো থাকতেই আমাদের পাহাড়ের দক্ষিণে যেতে হবে। আর সূর্য অস্তের সাথে সাথেই আমরা পশ্চিম দিকে রওনা দিব, আমার বাবার ওখানে। আমাদের জন্য খাবার, পানি আর রাতে শুবার জন্য কিছু এনেছ কি?'

'হ্যাঁ!' অন্তত এতোটুকু ওর জানা আছে।

'বজ্জাতটা আমাকে অচেতন না করেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল, যাতে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করি। ভাগ্যিস করেনি, নয়ত সেখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারতাম না।'

তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'তোমাকে ধন্যবাদই বলা হয়নি,' রাণী বলল। গর্বে বুক ফুলে উঠল আরমের। 'আরেকটা কথা... তোমার নামটাই জানা হয়নি এখনও।'

ভেতরটা নাড়া দিয়ে উঠল। ও আমার নামই জানে না, এতো শত গান শোনানোর পরেও? 'ইয়ে মানে, আরম। আরম ধূপ।'

'অনেক ধন্যবাদ, আরম ধূপ। আমাকে ধরে, ঠিক করে বসো, ঘোড়া আবার ছুটতে শুরু করবে!'

BanglaBook.org

অধ্যায় দশঃ পুরনো স্মৃতি
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

আমানজীত দেখল, বিক্রম চোখ বড় আর মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিছু মানুষ আছে বিপদে ঘাবড়ায় না, আর কিছু আছে ঠিক তার উল্টো। বিক্রম উল্টোদের দলে।

'পালাও এখান থেকে, গাধা কোথাকার!' ও দীপিকার দিকে তাকাল, দীপিকা থেমে নেই যদিও। 'তোমারা দুজনেই পালাও!'

তাস খেলায় ব্যস্ত বুড়োদের পাশ থেকে একটা লাঠি তুলে নিল আমানজীত, আর দ্রুত আবর্জনায় ভরা পরিত্যাক্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়ে লাফিয়ে অপর পাশে চলে গেল। আর ঠিক তখনই একটি ছুরি কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে গেল।

হাতে ছুরি ধরা, কালো আর বাদামী জ্যাকেট পরা চার জন লোকের দিকে বিক্রম এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, ভয়ে জমে গেছে ও। দীপিকা ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়ায় ঘোর কাটল। পিছন ফিরেই দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়।

আমি লড়তে না জানলেও দৌড়াতে ঠিকই জানি।

লাফিয়ে দেয়ালের ভাঙ্গা অংশ পার হলো ওরা, গুণ্ডাদের মঝে দুজন ওদের পিছু নিয়েছে। হঠাৎ করেই বিক্রম দেখল, কোনও প্রাচীন শহরের মাঝ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে ওরা! চারপাশে শুধু সৈন্য আর প্রজা। পাশেই দীপিকার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল, আর বুঝতে পারল সেও দেখেছে। পরক্ষণেই আবার সব আগের মতো! যেখানে ওরা একটি গলির মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে, চারপাশে পাখির বাসার মতো তারের জটলা আর বাড়িঘর। পিছন থেকে পায়ের শব্দ পাচ্ছে গুণ্ডা দুটার। অবশেষে গলির মোড়ে চলে এল। দীপিকা বামে আর বিক্রম ডানে মোড় নিল। এই মুহূর্তে কারোই পিছে ফিরার উপায় নেই।

আমানজীত কুণ্ডটার সামনে থেকে একটু দূরে সরে গেল, ওটা থেকে কয়লা পোড়া গন্ধ আর তীব্র তাপ বেরুচ্ছে। বাকি গুণ্ডা দুজনের থেকে এখন ও অনেকটাই দূরে। পিছু ফিরে দেয়ালের ভাঙ্গা অংশের দিকে তাকাল, ওখান দিয়েই বিক্রম আর দীপিকা পালিয়েছে। সহসাই মনে হলো যেন ওরা দু'জন এখানেই আছে,

BanglaBook.org

তবে ভিন্ন পোশাকে। বিক্রমের সারা গা রক্তাক্ত হয়ে আছে! পলক ফেলতেই আবার বাস্তবতায় ফিরে এল। বুঝতে পারল এখন আর ওদের কাছে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ মুখে বসন্তের দাগওয়ালা, ষণ্ডা মার্কা গুণ্ডাটা এখন ভাঙ্গা দেয়ালের সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। কুণ্ডের অপর পাশে এক চোখা লোকটার দিকে তাকাল আমানজীত, ওদের মাঝের দূরুত্ব মাপার চেষ্টা করল।

তাস খেলা ফেলে এখন লোকগুলো উঠে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যায় ওরা পাঁচ জন, সবার চুল ধূসর সাদা এবং বয়সে পঞ্চাশ কি তার ঊর্ধ্বে। বুড়োগুলো কি সাহায্যের জন্য আসবে? পারবে কিছু করতে?

এক চোখা লোকটাকে ভীত দেখাচ্ছে। 'আমি কি তোমাকে চিনি?' লোকটা আমনজীতকে জিজ্ঞাসা করল। কুণ্ডের পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে সে। অপরজন বাঁ পাশ দিয়ে ওর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

শাহরুখ খান কিংবা হৃত্বিক এই পরিস্থিতিতে কি করত?

খুব সম্ভবত নাচত!

খারাপ না বুদ্ধিটা!

আমানজীত বাঁ পাশে সরে গিয়ে, ষণ্ডা মার্কা লোকটির মুখের উপর আঘাত করল। সাথে সাথে নাক চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটি।

তারপর এক চোখার দিকে অগ্রসর হতেই দেখল, সে বন্দুক বের করেছে।

দীপিকা খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে। ওর পরনে জিন্স আর ক্যালভিন ক্লেইনের গোলাপি টি-শার্ট। যদি পিছু নেয়া গুণ্ডা ওর এই টি-শার্ট নষ্ট করে, তাহলে খুন করতেও পিছ পা হবে না। গুণ্ডাটা প্রায় কাছে চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে হবে। হাতব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার কথা ভাবল একবার, যাতে দ্রুত দৌড়ানো যায়। কিন্তু সাথে সাথেই মত বদলে ফেলল, ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে দ্বিগুণ গতিতে দৌড়োতে লাগল।

হঠাৎ করেই বাঁ পাশে মোড় নিল ও। একটি ঠেলা গাড়ির উপর উঠে, সামনের দিকে লাফ দিল। ফলে উঁচু হয়ে গেল ঠেলাগাড়ির পিছনটা। গুণ্ডা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। এ সুযোগে দীপিকা অনেকটা দূর এগিয়ে গেল। আশেপাশে তো পুলিশ থাকার কথা! এ কোন বস্তিতে এসে পড়ল ওরা?

সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে দীপিকা।

'চুপ করো!' পিছন থেকে ধমক দিল লোকটা, প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে সে আবার।

কয়েক ধাপ পেরিয়ে দীপিকা একটি চত্বরে চলে এল, যা কিনা একটা কানাগলি। ভুল হয়ে গেছে! একটা লোক মোটর সাইকেল পরিষ্কার করছিল, ওকে

BanglaBook.org

দেখে উঠে দাঁড়াল। গুণ্ডাটাও চত্বরে চলে আসতেই, দীপিকা একটি থামের পিছে চলে গেল। 'কী হচ্ছে এখানে?' মোটর সাইকেলের লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'আমাকে সাহায্য করুন!'

গুণ্ডাটা খেঁকিয়ে উঠল। 'ন্যাকামো বন্ধ কর।'

'আচ্ছা? দেখাচ্ছি মজা, দাঁড়াও! আমাকে সাহায্য করুন! এই লোকটা আমার পিছু নিয়েছে!' দীপিকা চিৎকার করে বলল।

উপর থেকে কয়েক ডজন জানালা খোলার শব্দ হলো, জানালা দিয়ে কিছু মানুষের মুখও দেখা গেল। গুণ্ডাটা গজ গজ করছে আর পকেট হাতড়াচ্ছে। কি থাকতে পারে পকেটে তা বোঝার চেষ্টা করল দীপিকা এবং কী একটা মনে পড়তেই, নিজের হাতব্যাগ হাতড়ানো শুরু করল। মোটর সাইকেলওয়ালা লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

গুণ্ডাটা পকেট থেকে একটা বন্দুক বের করে আনল।

বিক্রম গলির এক পাশে মোড় নিল, পিছু নেয়া লোকটি ওর খুব কাছে চলে এসেছে। আরেকটু হলেই ওর ডেনিম জ্যাকেটটা ছুঁয়ে ফেলবে! ও চিৎকার দিয়ে আরও জোরে ছুটা শুরু করল, একটি ঢালু গলি দিয়ে। এক সারি সিঁড়ি ঢালু গলির উপর দিকে চলে গেছে, বিক্রম কালক্ষেপণ না করে উপরে উঠতে শুরু করল। ওর পিছু নেয়া লোকটি হাঁপিয়ে উঠেছে।

সহপাঠীদের উৎপাতের ফলে স্কুল থেকে দৌড়ে পালানোর অভ্যাস ওকে একজন দক্ষ দৌড়বাজে পরিণত করেছে।

হঠাৎ করে ওর মনে হলো যেন কোনও ভ্রমের মাঝে আছে, বাতাস থমকে গেছে, বাষ্প পরিণত হচ্ছে জলে, আর জল পরিণত হচ্ছে জমাট বাঁধা রক্তে এবং এর থেকে মানুষে। মুহূর্তের মাঝেই চারপাশে হাজার হাজার মানুষ জমে গেল। একজন লম্বা মতো লোক, খুব সম্ভবত রাজা, একটি মেয়ের হাত ধরে আছে... তার স্ত্রী? ওরা সিঁড়ির একদম উপরে দাঁড়িয়ে, যেখানে একটি পাথরের বেদী রয়েছে। তাতে একটি শিব মূর্তি, ফুলের মালা চড়ানো এবং পুজা করা হচ্ছে।

আমি কি রাবণ আর মন্দোদারির বিয়েতে চলে আসলাম নাকি .....

রাজা ওর দিকে ফিরে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। কিছু একটা বলল, বুঝতে পারল না ও। কিন্তু মনে হলো, আশেপাশের বাতাসও যেন কেঁপে উঠেছে! সাথে সাথে এক অদৃশ্য শক্তির ঘুসি খেয়ে বিক্রম সিঁড়ির এক পাশে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল। হঠাৎ করেই আবার চারপাশের মানুষজন সব হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে শুরু করে, আর সব শেষে রাজাকে–ওরা কি রাবণ আর মন্দোদারি ছিল?-হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে দেখে বিক্রম। পাথরের উপরে শুয়ে ব্যথায় আর্তনাদ করছে ও। পিছু নেয়া গুণ্ডাটা ওর সামনে চলে এসেছে, দাঁত বের করে হাসছে। উপায়ান্তর না

BanglaBook.org

দেখে বিক্রম লোকটার পায়ে আঘাত করে। তাল সামলাতে না পেরে নিচে গড়িয়ে পড়ে গুণ্ডা, আর ক্ষুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠে। বিক্রম ঝটকা দিয়ে উঠে পড়ল, দেয়াল হাতড়ে টলতে টলতে উপরে উঠে, পাশেই একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। আবার গুণ্ডাটার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। লোকটা এখন ওর থেকে পাঁচ ফিট দূরে!

লোকজন ঠেলে, গলির এপাশ ওপাশ করে সামনে এগুচ্ছে ওরা। এক পর্যায়ে বিক্রম ভুল মোড় নিল, অজান্তে ঢুকে পরল একটি কানাগলিতে যার শেষ হয়েছে খিলনযুক্ত পথ দিয়ে। বিক্রম কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত সামনে দৌড়াল। একটি মন্দিরের উঠানে চলে এসেছে ও। মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে বিক্রম ভেতরে ঢুকল। ডজনখানেক পুজারী, সর্প কুণ্ডলীর মাঝে পদ্মের উপর বসা বিষ্ণু মূর্তির সামনে জড়ো হয়ে আছে, ঘণ্টার শব্দে ওর দিকে ফিরল। গুণ্ডাটা ভেতরে ঢুকতেই ঘণ্টার সাথে মাথা ঠুকে গেল, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল।

এখান থেকে বের হওয়ার আর কোনও রাস্তা চোখে পড়ছে না বিক্রমের। মন্দিরের চারপাশ ঘেরা দেয়াল। এখান থেকে পালানোর আর কোনও পথ নেই। ভীষণ ঘাবড়ে গেল ও।

পুজারীরাও যেন কোথায় চলে গেছে, কোনও চিহ্নই নেই তাদের, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ঢুকার সময়ও মন্দিরটা পরিষ্কারই ছিল, এখন হঠাৎ করেই কেমন ময়লা আর মলিন দেখাচ্ছে, বাতাসে পুরাতন ধূপবাতির গন্ধ ভেসে আসছে।

কোথা থেকে যেন একটা বানর চিঁচিঁ করে উঠল।

ওর দিকে তাকাতেই, পিছু নেয়া লোকটা হাঁটার গতি কমিয়ে দিল, দ্রুত নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। ওদের দুজনের পোশাক বদলে গেছে। তবে লোকটার হাতে ধরা ছুরিটা ঠিকই আছে। সে ভয় পেয়ে গেল এটা দেখে। দু পা পিছিয়ে গেল, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। 'কখন? কীভাবে?' শুধু এতটুকুই বলল। স্তম্ভিত হয়ে ছুরিটার দিকে তাকাল আর সাথে সাথে দৌড়ে পালিয়ে গেল। মুহূর্তের মাঝেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

বিক্রম লোকটার গতি পথের দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার নিজের দিকে তাকাল।

ওর গায়ের রং নীল হয়ে গেছে, পরনে সাদা ধুতি। ডান হাতে একটা ধনুক আর বাঁ হাতে কিছু তীর ধরে রেখেছে। চোখের চশমাও নেই, তবুও যেকোনও সময়ের চেয়ে কয়েক গুণ পরিষ্কার দেখছে সবকিছু।

মন্দিরের পেছন থেকে একজন বৃদ্ধ লোক বেরিয়ে এল, সম্ভবত কোনও পুজারী, দেখে মনে হচ্ছে যেন ভয় পেয়েছে। পুজারী নত হয়ে নমস্কার করল, এবং দ্রুত চলে গেল। বিক্রম মন্দিরের ভেতরে তাকাল, দশ হাতের অচেনা এক দেবতার

BanglaBook.org

ছবি দেখল, যার সবগুলো হাতই ওর দিকে তাক করা। ওর কিছু একটা মনে পড়তেই ভয় পেয়ে গেল।

বিক্রম বসে পড়ল, ওর নীল হাতের দিকে তাকিয়ে রইল, আর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল এর কারণ। ভয়ে আঁতকে উঠল, দৌড়ে বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে, একবারও ভাবল না বাইরে গুণ্ডাটা এখনও আছে কিনা না।

গুণ্ডাটার বন্দুক তাক করতে দেরী হলেও দীপিকার স্প্রের ক্যান তাক করতে দেরী হয়নি। লোকটার চোখে মুখে স্প্রে করেই ও একটি থামের পিছে লুকাল। এক হাতে বন্দুক ধরে, অন্য হাতে চোখ মুখ কচলাচ্ছে লোকটা। আকাশ ফাটা গুলির শব্দে দীপিকার কান তব্দা লেগে গেল। উপরের জানালাগুলো শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, কারণ বন্দুকটা উপরে তাক করা। রাগে ক্ষোভে আরও দুইবার গুলি ছুঁড়ল লোকটা। দীপিকা জায়গা বদল করলে, শব্দ শুনে সেদিকে তাকাল।

'পাজি মেয়ে কোথাকার!' খুন করে ফেলব তোমাকে!' অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার। 'আজ তোমার রক্ষে নেই!'

দীপিকা একটি চারা পট তুলে প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে ছুঁড়ে মারল। পট ভেঙ্গে পড়ার শব্দে গুণ্ডাটা সেদিকে ফিরে গুলি করতে থাকল। এই ফাঁকে দীপিকা উঠান থেকে বেরিয়ে গেল, আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যাতে কেউ আহত না হয়। অনুমান করে ওদের গাড়ির দিকে এগুতে লাগল।

বিক্রম এক পুজারীর সাথে ধাক্কা খেলে পুজারী ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বিক্রম নিজের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল গায়ের রং আর পোশাক আগের এখন স্বাভাবিক। 'এই জায়গাটা কত দিনের পুরনো?' পুজারীকে জিজ্ঞাসা করল।

পুজারী কিছুক্ষণ ভেবে তারপর উত্তর দিল। 'অনেক পুরনো, প্রায় দুই কি তিন হাজার বছরের তো হবেই।'

'আচ্ছা, এটা কোন দেবতার মন্দির?'

'আমাদের রক্ষাকর্তা বিষ্ণু দেবের।'

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এখানে আগে অন্য কারোও উপাসনা হতো, বিক্রম নিজ মনেই বলল কথাটা। অতপর সেখান থেকে চলে এল। গুণ্ডাটাকে আর দেখা পায়নি, তবুও বিক্রম সতর্ক হয়ে অন্য একটি গলি ধরে সামনে এগুতে থাকল।

কিছুদূর আসার পরেই দীপিকাকে দেখতে পেল, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়েছে, মৃদু কাঁপছেও, তবে কান্না করছে না। বিক্রম ওর পাশে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল। দীপিকার টি-শার্ট ঘামে ভিজে গেছে,

BanglaBook.org

বিক্রমেরও একই অবস্থা। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করলে দুজনেই কিছুটা সতেজ অনুভব করল।

'এখানকার পুলিশগুলো কেমন?' দীপিকা জিজ্ঞাস করল, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে ও।

বিক্রমের কোনও ধারণা নেই এই সম্পর্কে। পুলিশরা তো ভালো লোক, আইনের রক্ষাকারী, শান্তি বজায় রেখে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখাই তাদের কাজ, তাই নয় কি? তবে এখানে থাকা আর নিরাপদ না। তার উপর কিছুক্ষণ আগে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য ওর নেই।

দীপিকা ওর দিকে তাকাল, কিছু একটা ভাবছে মেয়েটা। 'ওই লোকগুলো যদি স্থানীয় হয় তাহলে পুলিশ তাদের পক্ষই নিবে। আমাদের উচিৎ এখান থেকে চলে যাওয়া। আমানজীত কোথায়?'

দীপিকার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল ও। 'আমি জানি না।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় এগারোঃ ভস্মাবশেষ
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

'আরম ধূপ, তিলে তিলে মারব তোমাকে।'

উঠান খালি হয়ে গেছে, শুধু চেতন বাবার চিতার সামনে দাঁড়িয়ে।

সবাই নরকে যাক। বিশেষ করে সভাকবি। ওর বুক চিড়ে হৃদপিণ্ড বের করে আনব, মনে মনে ভাবছে চেতন। একটা উপায় আছে, সম্প্রতি ওর বাবা পারস্যর বর্বরদের কাছ থেকে একটা যন্ত্র কিনেছিলেন, দেখতে পিপে খোলার কাঁটার মতো, যেটা দিয়ে মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে কারও পেটের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করা যায়।

আরম ধূপ, তুমি আমার পায়ে পড়ে দয়া ভিক্ষা চাইবে...

...আমি তখন বধীর হয়ে থাকব।

চিতাটা এখনও জ্বলছে, মাংস পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। দরিয়ার পলায়নে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থামাতে প্রহরীরা বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষকে হত্যা করে আগুনে ফেলে দেয়! অশুভ, অলক্ষুনে, দুর্ভাগা-কথা গুলো এখনও চেতনের কানে বাজছে।

আমার রাজত্ব শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল, এর দায় তোমার, আরম ধূপ। তোমাকে আমি এমন মৃত্যু দিব যে সয়ং মৃত্যুদেব তা দেখে ভয় পাবে।

চেতন একটা কাঠের টুকরা ছুঁড়ে মারল আগুনে, ফলে একটা মাথার খুলি এক পাশে গড়িয়ে পড়ল। ভাবল, এটা কার হতে পারে? মিনার? নাকি পদ্মার? শাস্ত্রীর কান্নারত চেহারা মনে পরতেই হিংস্র হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। শাস্ত্রী দুর্বল ছিল, পুরুষ মানুষের দুর্বলতা মানায় না। তবে যাই হোক, শাস্ত্রী আর ফিরে আসছে না–জীত সেদিকে খেয়াল রাখবে।

চেতন আগ্নিকুণ্ডের ভিতর তাকাল, শিহরণ অনুভব করল, এখনও হোলিকার পোড়া দেহ খাড়া হয়ে আছে। ওর মা হোলিকা, বড় রাণী, সর্বাধিক সুন্দরী... সেই সাথে অন্য রানিদের তুলনায় বেশি ভয়ঙ্কর। যোগ্য রাজার যোগ্য রাণী ছিল সে।

মা তুমি কোথায়? নরকে পুড়ছ নাকি স্বর্গে দেবী দুর্গার কাছে চলে গেছ?

বাতাসে গুন গুন শব্দ শুনতে পেল চেতন। মৃদু কেঁপে উঠল, মনে হলো যেন মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে, তবে মনের ভুল ভেবে হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল ভাবনাটাকে।

BanglaBook.org

আমি এখন রাজা। আমার ভয় পাওয়া সাজে না।

যদিও চেতন জানে কথাটা মিথ্যা। রাজার সবাইকেই ভয় পাওয়া উচিৎ।

অগ্নিকুণ্ড থেকে চাপা আর্তনাদ ভেসে আসল, যেন কেউ একজন খুবই কষ্টে আছে। চেতন আবার কেঁপে উঠল। আহম্মক গুলা একটা কাজও ঠিক মতো করতে পারে না, মনে হচ্ছে এদের মাঝে একজন এখনও বেঁচে আছে!

চেতন এগিয়ে এসে অগ্নিকুণ্ডে উঁকি দিল, ভয়ে ওর শরীর অসাড় হয়ে গেল।

চিতার মাঝ থেকে একটি দগ্ধ মূর্তি উঠে আসছে। পুরুষ কি মহিলা বুঝা যাচ্ছে না, তবে মাথা উঁচু করতেই, চেতনের আর চিনতে বাকি রইল না।

'বাবা!' চেতনের হৃদকম্পন থেমে যাচ্ছিল প্রায়।

রবীন্দ্রর পেশিবহুল দেহ আগুনে পুড়ে ক্ষত বিক্ষত অবস্থা, গায়ে চামড়া নেই বললেই চলে, পেশিগুলো ঝলসে কালো হয়ে গেছে, গা থেকে এক ধরনের তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ছে। মাথার চুল সব পুড়ে গেছে, খুলি বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁট পুড়ে গিয়ে দাঁত আর চোয়াল দেখা যাচ্ছে।

'সাহায্য করো!' আহত রাজা ফিস ফিস করে বলল। 'সাহায্য করো আমাকে!'

চেতন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে জমে গেছে। মুখ নড়ছে কিন্তু কোনও শব্দ বেরুচ্ছে না।

অবশেষে বিদঘুটে মূর্তিটা উঠে দাঁড়াল, পিছনে ছয়টা কালো ধোঁয়ার অবয়বসহ। একটা অবয়ব হোলিকার রূপ ধারণ করল, আরেকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বাকি চারটা অবয়ব ধীরে ধীরে প্রায় বাস্তব রূপ ধারণ করল। চেতন ওর বাবার অপ্রকৃতস্থ মূর্তির দিকে তাকাল।

'তুমি আমাকে হতাশ করেছ,' কর্কশ কণ্ঠে বলল রবীন্দ্র, চেতনের থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে মাত্র দাঁড়িয়ে।

'কিন্তু...কীভাবে...?'

'দরিয়া কোথায়? ছোট রাণী, সে কোথায়?'

চেতনের ইচ্ছে হচ্ছে পালিয়ে যেত, কিন্তু ওর শরীর অসাড় হয়ে গেছে। 'আমি বুঝতে পারছি না...'

'ওদের সবাইকেই মরতে হবে। সাতজনকেই। তাহলেই আমি ফিরে আসতে পারব, স্বয়ং সম্পূর্ন আর অমর হয়ে, পুনর্জন্ম হবে এক নতুন রাবণের। ভয়াল চোখ দুটো থেকে যেন আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছে, নরকের অতল গহ্বর থেকে যেন কণ্ঠস্বরগুলো ভেসে এসেছে। 'দরিয়া কোথায়?'

'পালিয়েছে... ও পালিয়েছে, সভাকবি আরম ধুপের সাথে...'

'আরম ধূপ? ধরে নিয়ে আস ওকে। আমার এতোদিনের সাধনা আমি বৃথা যেতে দিব না!'

চেতন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

BanglaBook.org

'বাবা! দয়া করুন! জীতকে পাঠিয়েছি ওদের ধরে আনতে। শীঘ্রই ও আরম ধূপ আর দরিয়া, দুজনকেই ধরে আনবে। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, কথা দিচ্ছি!'

কাঁধের উপর জ্বলন্ত হাতটা পড়তেই, চেতনের পোশাকের কিছু অংশ পুড়ে গেল।

'ওঠো, পুত্র।'

'বাবা, দয়া করুন...'

'দাঁড়াও বলছি।' শক্ত হাতে ওকে তুলে দাঁড় করাল রবীন্দ্র। ব্যথায় ককিয়ে উঠল চেতন, চোখ বন্ধ করে ফেলল। 'আমার দিকে তাকাও।'

চেতন কাঁদতে শুরু করল।

'আমার দিকে তাকাও।' কিছুটা নরম সুরে বলল রবীন্দ্র।

'দয়া করুন...'

গালের উপর জ্বলন্ত হাতের স্পর্শে চোখ খুলল চেতন।

রবীন্দ্র'র ধারালো দাঁতগুলো লম্বায় তিন ইঞ্চি হয়ে গেছে। বড় একটা হাঁ করে চেতনের ঘাড়ে কামড় বসাল। তপ্ত দাঁতগুলো মুহূর্তের মাঝেই ওর মাংসে বিধে গেল, গল গল করে রক্ত বেরুতে লাগল। চেতনের আর বুঝতে বাকি রইল না, বাবা ওর রক্ত পান করছে। ওর মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ল যেন। অসাড় ভাবে পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি মারা যাচ্ছি। বুঝতে পারছি আমার হৃদস্পন্দন থেমে যাচ্ছে। আমি মারা যাচ্ছি!

উপর থেকে বাবার তীক্ষ্ণ আর কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও।

'বাকিটা তোমাদের,' রানিদের উদ্দেশ্যে বলল। 'গ্রহণ করো, পূর্ণ হও। আজ রাতে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের।' পরক্ষণেই তার কণ্ঠে আতংক ভর করল। 'পদ্মা কোথায়? মৃত্যুর সময় ওর গলায় হৃদ পাথরটা ছিল না নাকি?' বাকি রানিদের অবয়ব কিছুটা কেঁপে উঠল। 'মূর্খের দল! একটা কাজও ঠিক মতো করতে পারলে না?' চেতনের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল। 'তোমাকে আর দয়া দেখান সম্ভব না। আমাকে পুরোপুরি ব্যর্থ করেছ। তোমাকে পুত্র বলে অস্বীকার করলাম আমি।'

ধূসর অবয়বগুলো চেতনের উপর ঝাপিয়ে পড়ল, ওর শরীরে কামড় বসাল। চেতন শেষবারের মতো চিৎকার দিল, অবয়বগুলো ওর শরীর ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল।

এভাবেই যুবরাজ চেতন ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল।

BanglaBook.org

অধ্যায় বারোঃ অতীতের প্রতিধ্বনি
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

এক চোখা লোকটি আমানজীতের বুক বরাবর বন্দুক তাক করল। মাটিতে পড়ে থাকা গুণ্ডাটা রক্তাক্ত নাক চেপে খুনে দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। তাস খেলুড়ে বৃদ্ধগুলো ভয়ে হাত উঁচু করে পিছু হটছে।

'লাঠিটা ফেলে দাও,' টেনে টেনে বলল এক চোখা লোকটি।

'গুলি করো, জীতেন,' নিচ থেকে গর্জে উঠল গুণ্ডাটা। 'খুন করে ফেল বেয়াদপটাকে।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

আমানজীত বন্দুকের নলের দিকে তাকিয়ে আছে, দশ গজ দূর থেকেও অনেক বড় লাগছে নলটা। জীতেনের চোখের দিকে তাকাল ও, প্রয়োজনে গুলি করতেও যে পিছ পা হবে না তা চোখ দেখে বুঝা যাচ্ছে।

হাত থেকে লাঠিটা ফেলে দিল আমানজীত।

দীপিকা, বিক্রম তোমরা পালাও, ওদের হাতে ধরা দিও না।

জীতেনের মুখে বিজয়ীর হাসি, ওর দিকে এগিয়ে আসছে। 'হাঁটু গেড়ে বসো।'

জীতেন আগ্নিকুণ্ডের উপর পা রাখতেই পোড়া গন্ধ এসে আমানজীতের নাকে লাগল। জীতেনকে ভয়ে আঁতকে উঠতে দেখল আমানজীত।

জীতেন অগ্নিকুণ্ডের মাঝে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করে চিৎকার জুড়ে দিল নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে। কাঁপা কাঁপা হাতে বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যেন কেউ ওকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড নিক্ষেপ করেছে। হঠাৎ করেই কুণ্ডটা থেকে তীব্র তাপ বেরুতে লাগল, জীতেন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

তাপের কারণে আমানজীত অগ্নিকুণ্ড থেকে দূরে সরে এসেছে। ও দ্বিধায় পড়ে গেল। এক দিকে জীতেনের আর্ত চিৎকার, অন্য দিকে অগ্নিকুণ্ড থেকে ভেসে আসা অদৃশ্য কান্না! এমনকি আগুনের মাঝে কিছু অবয়বও দেখল, চারপাশে মহিলাদের ভিড়। পাশেই খালি উদ্যানে কাউকে আক্রোশের সাথে চাবুক পেটানো হচ্ছে, যেন কোনও বড় অপরাধ করেছে সে। বর্তমান সময়ের বাগানের বাতাসে শুকনো গন্ধও পাচ্ছে, আবার আগুন থেকে পোড়া গন্ধও আসছে নাকে।

ষন্ডা মার্কা গুণ্ডাটা আমানজীতের দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকাল, নিজের ব্যথা বেদনা ভুলে গেছে সে। 'কে তুমি?' বলে অগ্নিকুণ্ডে পা রাখল, আর জীতেনকে টেনে

BanglaBook.org

দাঁড় করাল। তবে লোকটার কিছুই হলো না। ঘুরে আমানজীতের দিকে তাকাল আবার, নিচে ঝুঁকল বন্দুকটা উঠাতে।

এ সুযোগে আমানজীত পিছন ফিরে প্রাণপণে ছুট দিল। গুণ্ডাটা বন্দুক তাক করার আগেই ও দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে এল। তবে গুণ্ডাটা ওর পিছু নেয়নি।

দীপিকা আর বিক্রমকে খুঁজে বের করতে হবে। ওরা এখন কোথায় আছে? হঠাৎ করে মনে হলো, দীপিকা গুণ্ডা দুটার হাতে ধরা পড়েনি তো! বিক্রম তো কোনও কাজেরই না। আমানজীত ভয়ে জমে গেল।

দীপিকার নাম ধরে চিৎকার করতে করতে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল।

'কোথায় আটকে ছিলে?' দীপিকা গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রমও পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমানজীত ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। হাঁপিয়ে উঠেছে, বুক ভরে শ্বাস নিল। 'তুমি ঠিক আছ?'

'অবশ্যই আমি ঠিক আছি। দিল্লির মেয়েরা এতো সহজে ঘাবড়ে যায় না।' আমানজীতের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল ও, ভাবটা এমন যেন এসব ওর কাছে কোনও ব্যাপারই না। ওদের খুঁজাখুঁজির ফলে হাঁপিয়ে উঠেছিল আমানজীত, এখন বিব্রত বোধ করছে।

'আমাদের এখন যাওয়া উচিৎ,' বিক্রম চিন্তিত হয়ে বলল। 'যেকোনও মুহূর্তে পুলিশ চলে আসবে।'

'হ্যাঁ, চল।' পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করল, আর খেয়াল করল হাত এখনও কাঁপছে। 'এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।'

বাড়ি যেতে যেতে, আজ যা যা হলো তা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। প্রথমে দীপিকা বলল, পরে আমানজীত, বিক্রম পিছন থেকে শুধু একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। আজ যা যা ঘটেছে আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

'এখন আমি বুঝতে পেরেছি অনেকটা।' বিক্রম বলল। ওর সাথে যা যা হয়েছে- সাধুর সাথে অদ্ভুত আলাপচারিতা, রাবণের বিয়ে, আর পুরনো মন্দিরের ঘটনা সব বর্ণনা করল।

'তাই নাকি? বলল আমানজীত। 'খুব ভালো শার্লক হোমস! বলে যাও, আমি শুনছি।'

'আমাদেরও বলো, বিক্রম।' দীপিকাও বলল।

বিক্রম চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে স্মৃতি রোমন্থন করল।

'আচ্ছা, শোন।' ও বলতে শুরু করল। 'আমার মনে হয় হাজার বছর আগে মান্ডোরে ঘটে যাওয়া কোনও এক অতীতের সাথে আমরা তিনজনই জড়িত। যেখানে ওই অগ্নিকুণ্ডটাও ছিল! সাধুটা আমাকে "আরম ধূপ" বলে সম্বোধন করছিল,

BanglaBook.org

লাইব্রেরীতে পাওয়া বইতে কবির নামও ছিল এটাই। আমার স্বপ্নে আমানজীতের দ্বিতীয় সত্তার নাম ছিল "শাস্ত্রী", তো আমার মনে হয় তুমি এই নামেই পরিচিত ছিলে।'

'যে কিনা আবার একজন ষড়যন্ত্রকারী, তাই তো?' আমানজীতের কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর।

বিক্রম বিব্রত হয়ে নড়েচড়ে বসল।

'অতীত নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বর্তমানে কী হচ্ছে সেটাই মূল বিষয়!' দীপিকা বলল।

বিক্রম কথা চালিয়ে গেল। 'প্রাচীন মান্ডোরের দুইটি জায়গায় আমাদের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে, ওই বাগানে আর পুরনো মন্দিরে। মন্দিরটা প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরনো, এবং শুরুতে সম্ভবত রাবণ পুজা হতো, তবে এখন বিষ্ণুদেবের পুজা হয়। আর আমানজীত বলল, ওই এক চোখা জীতেনও নাকি অগ্নিকুণ্ডে আগুনের তাপ অনুভব করেছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে অতীতে সে-ও ছিল আমাদের সাথে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, বৃদ্ধ সাধুটা নিজেকে রবীন্দ্র বলে দাবী করে, যা কিনা আমার স্বপ্নে দেখা অত্যাচারী রাজার নাম, আর সাধুটাও যে আমাদের সাথে খুব ভালো ব্যাবহার করেছে তা কিন্তু না।'

'আর ভৌতিক মহিলাগুলো?' দীপিকা জিজ্ঞাসা করল।

বিক্রমকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'আমানজীত বলল যে, ওর অতীতের স্মৃতিচারণ হয়। ওতে সে অনেকগুলো মানুষকে অগ্নিকুণ্ডে পুড়তে দেখছে। তোমার আর আমার মতো কাউকে দেখেছ পালিয়ে যেতে।' বিক্রম সামনে ঝুঁকে এল। 'যদি এসব অতীতের কোনও স্মৃতি হয়?' বিস্ময়ে কেউ আর ওকে উপহাস করল না, ও বলে চলেছে। 'এমনও তো হতে পারে, আরম অগ্নিকুণ্ড থেকে কোনও একজন মহিলাকে রক্ষা করে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। হতে পারে সে মহিলাটা তুমিই!' দীপিকাকে উদ্দেশ্য করে বলল কথাটা।

'সতীদাহ,' দীপিকা বলল, ওর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'কী ভয়ঙ্কর!'

'যাই হোক,' বিক্রম বলল। 'আমার মনে হয় আমরা তিনজনই সেখানে ছিলাম। যেখানে আমি ছিলাম কবি, আরম ধূপ; দীপিকা ছিল একজন রাণী আর আমানজীত ছিল একজন সৈন্য যার নাম শাস্ত্রী। খুব সম্ভবত আরমই রানিকে উদ্ধার করে অগ্নিকুণ্ড থেকে।'

'নিজেকে গল্পের নায়ক না বানালে তোমার চলছে না, তাই না?' আমানজীত রুক্ষ ভাবে বলল।

বিক্রম ওকে পাত্তা দিল না। 'কোনও এক অজানা কারণে আমরা সবাই পূর্ব জন্মের কথা মনে করতে পারছি। হয়তো আমরা একসাথে মিলিত হয়েছি বলেই, অন্যদেরও ক্ষেত্রেও এমনটা হচ্ছে সময় ও জায়গা ভেদে, এই যেমন জীতেনের কথাই ধর।'

BanglaBook.org

'সাধুটা আর কী বলেছে?' দীপিকা জানতে চাইল।

'সাধুটা বলেছে "চারজন যখন আবার মিলিত হয়েছি" এবং "খেল শুরু হয়ে গেছে" এমন কিছু।'

'তার মানে পূর্বেও এসব হয়েছে...' দীপিকা বলল। 'কী ভয়ঙ্কর...'

'আরও বলেছে প্রতিবার চোখের সামনে আমাকে মরতে দেখে সে খুশী হয়েছে।'

'এমনটা বলার কারণ কী? সে কি তোমাকে শত্রু ভেবেছে?' দীপিকা পিছন ফিরে বিক্রমের দিকে তাকাল। 'তাহলে কি জন্মান্তরবাদ সত্য?'

'হয়তো বা, যদিও আমি কখনও বিশ্বাস করিনি...'

'হিন্দুদের মাঝে অনেকেই করে!' বলল আমানজীত। 'যাইহোক, সাধুটা "প্রত্যেকেই, এমনকী পদ্মার আত্মাও..." কথাটা দিয়ে কি বুঝাল সে?' ও জিজ্ঞাসা করল। গাড়ি এখন প্রধান সড়কে চলে এসেছে, সামনেই মেহেরাণগড়। হঠাৎ করেই ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমিতে শিকারে যাওয়ার স্মৃতি স্মরণে এল আমানজীতের।

না চাইতেও কিছু স্মৃতি মনে পড়ে গেল আমানজীতের। এক চোখা একজন লোকের সাথে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছে ও...। মাথা ঝাড়া দিয়ে কল্পনাটা দূর করে দিল ছেলেটা।

'হতে পারে আরও একজন এর সাথে জড়িত,' দীপিকা বলল। 'তুমি তো চার জনের কথা বললে, তাই না?'

'জীতেন হবে হয়ত,' আমানজীত বলল।

'কিন্তু সাধুটা যেভাবে বলল...সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় না জিতেনের কথা বলেছে।' বিক্রম চিন্তিত হয়ে বলল।

'আমাদের এখন কি করা উচিৎ?' দীপিকা জিজ্ঞাসা করল। 'আমি কি দিল্লি চলে যাব? তাহলে হয়তো এসব থেমে যেতে পারে।'

'না,' আমানজীত আর বিক্রম একত্রে বলে উঠল এবং বোকা বনে গেল!

দীপিকা চোখ পাকাল। 'তোমাদের কি খেয়ে আর কোনও কাজ নেই?' রাগত স্বরে বলল। 'এমনিতেই যন্ত্রণায় আছি, তার উপর তোমরাও কিসব শুরু করেছ। যদি এসব বন্ধ না হয়, তাহলে আমি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, যেখানে ইচ্ছা চলে যাব, বলে দিলাম।'

BanglaBook.org

বিক্রমকে পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে নামিয়ে দিল আমানজীত। ছেলেটা নিজের চিন্তায় ডুবে আছে, কতক্ষণে মোটা বইটাই ডুব দেবে সে প্রহর গুনছিল এতোক্ষণ।

'আমিও আসতাম, কিন্তু এতো দেরী হয়ে গেছে যে, বাবা চিন্তায় পড়ে যাবে।' দীপিকা বলল। 'আর আমানজীত তো ঠিক মতো পড়তেই জানে না,' ঠাট্টা করল। 'নতুন কিছু জানতে পারলে, জানিও আমাদের।' নিজেদের মাঝে মোবাইল নাম্বার

বিনিময় করল ওরা, যাতে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারে। তারপর ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে আসল।

'ও সত্যিই তোমাকে খুব পছন্দ করে,' আমানজীত বলল।

'তাহলে তো ওর পছন্দের তারিফ করতে হয়,' দীপিকা বলল। 'আমাদের বাড়ি পূর্বদিকে।'

জটপাকানো রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগুচ্ছে, দুজনেই চুপ করে আছে। অবশেষে আমানজীত সাহস করে দীপিকার সম্বন্ধে দু চার কথা জিজ্ঞাস করল। শুরু করল ওর বাবাকে দিয়ে। 'হেডমাস্টার বলল তোমার বাবা নাকি লন্ডনে থেকে লেখা পড়া করেছে?'

'হ্যাঁ, বাবা ইংল্যান্ড গিয়েছিল লেখাপড়া করতে। আমিও সেখানেই জন্মেছি। সাধারণত বাবা আর মায়ের ইন্ডিয়াতে খুব বেশি দেখা সাক্ষাত হয় না। মাকে কাজের চাপে বিভিন্ন জায়গায় খুব ঘোরাঘুরি করতে হয়। তাই বাবা যখন গবেষণার জন্য যোধপুর এল, সাথে আমাকেও আসতে হলো। নয়তোবা দিল্লিতে আমার একাই থাকতে হতো, যেটা বাবা-মা কেউই চাইছিল না। শুধু আমি বাদে। কী মজাই না হতো থেকে গেল!'

'আমাদের এখানে আবার এই নিয়ম নেই, মানে মেয়েদের একা থাকা।' আমানজীত বলল।

'আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো।' মুখ গুমড়া করে বলল দীপিকা। 'আর এসেছিও কোনও এক অজপাড়া গায়ে, যেখানে নেই কোনও মজা, না আছে কোনও বন্ধু। শুধু আছে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন আর গুণ্ডাদের পিছু ধাওয়া।'

'আমি তোমার বন্ধু হতে পারি, যদি চাও তো।' আমানজীত বলল।

'এহ...আসছে, পাগড়ীওয়ালা! যেন আমি তোমার সাথে এই গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াব।'

'যোধপুর একটা শহর, কোনও দিক দিয়েই এটাকে গ্রাম বলা যায় না। এখানে অনেক কিছুই আছে দেখার মতো। পুরনো প্রাসাদ, পাহাড়, বাগান, এমনকি সিনেমা হল, আরো অনেক কিছু।'

'ও, তাই। ভালো।'

'বিশ্বাস না হলে চারপাশ ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। বা আজ রাতে সিনেমা দেখতে যেতে পারি, যদি চাও তো।'

'হুম। তাহলে যে আগে বাবার কাছ থেকে আমাকে বিয়ে করার অনুমতি নিতে হবে তোমাকে।'

'ওহ, ভুলেই গিয়েছিলাম, সে তো রাজি হয়েছে।' হাসতে হাসতে বলল আমানজীত।

দীপিকাও খিল খিল করে হেসে উঠল। 'তাই না! কী ছবি চলছে হলে?'

BanglaBook.org

'শাহরুখ খানের নতুন ছবি-নাচ, গান, ধুমধাড়াক্কা। শুনেছি খুব ভালো হয়েছে সিনেমাটা। ইংরেজি ছবি এদিকে তেমন একটা চলে না। আচ্ছা, তুমি ইংল্যান্ডে না দিল্লিতে বড় হয়েছ?' দীপিকাদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাবার সময় জিজ্ঞাসা করল আমানজীত।

ওর দিকে তাকাল দীপিকা। 'দু'জায়গায়ই, তবে দিল্লিতেই বেশি। আমার যখন দশ বছর বাবা তখন দিল্লি চলে আসে। পরে আর যাওয়া হয়নি ইংল্যান্ডে। আচ্ছা, শুন, আমার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তখন।'

'তোমার কি মনে হয় বিক্রম ঠিক বলছে? অতীত সম্পর্কে ওর ধারণাই ঠিক?'

দীপিকা মাথা নাড়ল। 'তুমি?'

'একটু একটু। তবে আমি এটা জানি যে, অতীত কিংবা বর্তমান কোনও কালেই আমি তোমাকে কষ্ট দেব না।'

দীপিকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। 'তাহলে আমার সাথে সিনেমা দেখতে যাবে না বলছ? আমি না হয় আমার বোনকেও সাথে নিয়ে আসলাম।'

দীপিকা না করতে গিয়েও থেমে গেল। 'হ্যাঁ, যাব তো। সাতটায় এসে নিয়ে যেও আমাকে।'

খুব খুশি মনেই বাড়ি ফিরে গেল আমানজীত, শঙ্কা গুলো হারিয়ে গেল ওর মন থেকে।

যোধপুরের রাজভবনের ছোট লাইব্রেরীতে প্রবেশ করল বিক্রম। উত্তেজনায় খুব দ্রুত হাঁটছে ও। যদিও দীপিকাকে আমানজীতের সাথে রেখে আসার ইচ্ছা ওর ছিল না। কিন্তু সাথে যাওয়ার উপায়ও নেই, নিজেকে এখন একা একা লাগছে।

ভিতরে ঢুকতেই ঘড়ির দিকে তাকাল, তিনটা বেজে ছত্রিশ মিনিট। সূর্যাস্তের এখনও অনেকটা সময় বাকি। চারপাশে মানুষজন দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো বিক্রম। বাবার কারণে এখানে সদস্য হতে ওর বেগ পেতে হয়নি, বাবা ওকে বরাবরই অবাক করে। প্রায়ই এখানে আসার ফলে অভ্যর্থনা ডেস্কের মহিলারা খুব ভালো করেই চেনে ওকে।

'হাই, বিক্রম।' একজন খণ্ডকালীন লাইব্রেরিয়ান বলল। মুখ তুলে তাকাতেই অবাক হলো বিক্রম। আমানজীতের বোন রাস! এতোদিন ধরে এখানে আসছে অথচ মেয়েটাকে চিনতই না ও। রাস ওর দিকে তাকিয়ে খুব সুন্দর একটা হাসি দিল। গত দিনের চেয়ে আজ ওকে একটু সুস্থ মনে হচ্ছে। রাস ভাইয়ের মতোই সাহসী, উদ্যমী, শুধু শরীরটাই একটু রুগ্ন। নিশ্চিত ভাবেও ও একজন যোদ্ধা, তবে ওর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ওরই শরীরের সাথে।

BanglaBook.org

'হাই, রাস,' বলেই বিক্রম লাইব্রেরীর এক কোনায় চলে গেল, সংস্কৃতিতে লেখা ইতিহাসের বইয়ের এক বিশাল তাকের সামনে। বইগুলো সর্ব সাধারনের পড়ার সুযোগ নেই, তবে বাবার কারণে এই সুযোগটাও মিলেছে বিক্রমের।

কিছুক্ষণ পরেই রাজস্থানের পূর্ব শাসকদের, মানে প্রতিহর সম্রাজ্য সম্পর্কে হাতে লিখা একটি পুরাতন বইয়ের মাঝে ডুবে গেল ও। সংস্কৃতিতে লিখা বইটি নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিল। শিক্ষকদের মতে, সংস্কৃতি বুঝার ক্ষমতা বিক্রমের ঈশ্বর প্রদত্ত।

ঘণ্টাখানেক বাদেই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও। পাশের জানালায় একটা ছায়া ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, ফলে এই জানালাটা দিয়ে অন্য জানালাগুলোর মতো আলো বাতাস আসতে পারছে না। তবে বিক্রমের সেদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

রবীন্দ্র আত্রাপাত্তা। মান্ডোরের রাজা।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা লাইনগুলো অনুবাদ করে পেন্সিল দিয়ে খাতায় টুকে নিচ্ছে বিক্রম। লেখা গুলো কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে ওর।

অবন্তীকে নতুন রাজধানী ঘোষনার পর পরই রবীন্দ্র মান্ডোরের সিংহাসনে বসে। রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়। সৎকারের দিন এক মাত্র পুত্র চেতনও মারা যায় এবং বংশধারা সেখানেই থেমে যায়। মান্ডোর পরিণত হয় বধ্যভূমিতে, পরে অন্য এক রাজবংশ এসে আবার রাজত্ব শুরু করে।

একটার পর একটা পাতা উল্টে দেখার সময় এই লেখাটা পায়। হাজার বছরের পুরনো এই লেখাগুলো দেখে বুঝতে পারে অদ্ভুত লাগার কারণ।

নোটটা ওর নিজের হাতেই লেখা।

বিক্রম চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, সম্ভাবনা আর অনুমান দুটোই ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ও কি তাহলে... তবে কি...

উপরে তাকাতেই ভয়ে জমে যায় বিক্রম।

জানালায় একটা ফ্যাকাশে মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে।

রাস নির্দিষ্ট তাকে একটি বই রেখে, সংরক্ষিত বিভাগের কাঁচের দরজায় উঁকি দিল। বইটা রাখতে গিয়েই হাঁপিয়ে উঠেছে ও; এতোটুকু কাজও ওর জন্য চরম কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিক্রম মন দিয়ে কী যেন লিখছে, তার দৃষ্টি একবার বই দিকে আরেকবার হাতের খাতার দিকে যাচ্ছে। এক ঘণ্টা যাবত ছেলেটা এখানেই রয়েছে!

রাসের যেসব ছেলেদের পছন্দ করে, তাদের মতো নয় বিক্রম। মেয়েটার শোবার ঘরের দেয়াল ভর্তি পেশি বহুল আর শক্ত পোক্ত নায়কদের ছবি দিয়ে, যাদেরকে নিয়ে সে বিয়ের কল্পনাও করে। কিন্তু তবুও, স্কুলে বা লাইব্রেরীতে যখনই বিক্রমকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওরা দুজন সবদিক দিয়েই দুই ধরণের। বিক্রম স্কুলের সবচেয়ে ভালো ছাত্র, আর রাস ঠিক তার উল্টো। বিক্রম দেখতেও সরল,

BanglaBook.org

আর হালকা-পাতলা গড়নের। তবে ছেলেটার ভেতর যেন একটা আলাদা বিশেষ্যত্ব আছে। যে কারও সাথে যেকোনও বিষয়েই কথা বলতে পারে। রাসের ব্যাপারটা খুবই পছন্দ। কিছু ছেলে আছে অন্যদের, বিশেষ করে মেয়েদের, আকৃষ্ট করার জন্য চাটুকারিতা করে। আর কিছু তো আছে ঠিক মতো কথাই বলতে পারে না। বিক্রম এদিক থেকেই ভিন্ন। যখন ও নিশ্চিত হয়ে কোনও কিছু বলে, ওর মাঝে দৃঢ়তা, দূর্দশিতা, এবং একজন স্পষ্ট বক্তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। বিক্রম যদি আরেকটু পেশিবহুল হতো, তাহলেই কাজ চালিয়ে নেয়া যেত, রাস ভাবল।

বিক্রমকে মানিয়ে নিতে রাস অনেক কিছুই করতে পারে। প্রথমেই চশমার বদলে কন্টাক্ট লেন্স লাগানো, তারপর একটু শরীরচর্চা.....

রাস বুঝতে পারল, অনেকক্ষন ধরেই ও বিক্রমের দিকে তাকিয়ে আছে, একটু লজ্জাও পেল। ওর ভাই যদি জানতে পারে, বিক্রমকে নিয়ে এসব ভেবেছে, তাহলে রসিকতার আর শেষ থাকবে না।

'রাস, একটু শুনে যাও।' সংরক্ষিত বিভাগের বাইরের ডেস্কে বসা বৃদ্ধা বিপাশা ডাকল। মহিলার চোখ দুটো চকচক করছে। 'বইগুলো সংরক্ষিত বিভাগে রেখে আসবে কি?' তার মুখে দুষ্টমি মাখা হাসি।

রাস আপত্তি করতে গিয়েও থেমে গেল, বইগুলো নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

বিক্রম জানালার দিকেই তাকিয়ে ছিল, তাই রাসকে ভেতরে ঢুকতে দেখেনি। ও চেয়ারের সাথে সেঁটে আছে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে; ভয়ে একদম জমে গেছে, চশমার পেছনের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছে পালিয়ে যেতে, কিন্তু পারছে না।

জানালার দিকে তাকাতেই রাসও দেখতে পেল দৃশ্যটা। আঁতকে উঠল, ওর হাতের বইগুলো পড়ে গেল।

কানে, নাকে, গলায় ঐতিহ্যবাহী গহনা পড়া, গোলগাল একটা চেহারা। একটি হলুদ নেকাব দিয়ে চুল গুলো বাঁধা।

রাসের আঁতকে উঠার কারণ যদিও ভিন্ন।

মেয়েটির চোখে হলুদ আভা, ঠোটে লেগে আছে ভয়ঙ্কর হাসি, হলুদ দাঁত উঁকি দিচ্ছে ঠোঁটের আড়ালে।

ধীরে ধীরে দেয়াল ভেদ করে ঘরে ঢুকছে।

রাস ভয়ে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল, আর্তচিৎকার বেরোতে দিতে চাইছে না। মেয়েটির মাথা ওর দিকে ঘুরল, চোখে আগুন জ্বলছে। বিক্রম আর রাস, দুজনেই ভয়ে জমে গেছে।

অবয়বটা একবার বিক্রমের দিকে আরেকবার রাসের দিকে ঘুরল, এবং ভয়ঙ্কর মুখাবয়ব করল। 'তুমি!' রাসের দিকে তাকিয়ে বলল, যেন খুব ভয় পেয়েছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় তেরোঃ শিকারে পরিণত হওয়া
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

এক ঘণ্টাও হয়নি, অথচ এর মধ্যেই মনে হচ্ছে পালানো যেন কোনও দুঃস্বপ্নের নাম। আরমের ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস নেই, এতোক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে ওর শরীর ব্যথা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, কেউ ওর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তবে সান্ত্বনা বলতে এতোটুকুই যে, এখন আর ঘোড়ায় চড়তে হচ্ছে না।

দরিয়া ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে কী যেন বলছে, তাতে প্রাণিটা বরং শান্ত হয়েই আছে। ধূলির মেঘ ক্রমাগত বাড়তে থাকায়, ওরা দক্ষিণের প্রধান রাস্তা থেকে সরে এসেছে, এরপর পার হয়েছে একটি শুকনো জল প্রবাহ।

ধেয়ে আসা একদল অনুসরণকারীদের আসতে দেখে, ওরা একটি ঢালু রাস্তায় নেমে যায়। দলটা ওদের পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণের ধুলির মেঘ দেখে আবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে। এখন দক্ষিণের রাস্তায় ওদের যাওয়া মানেই বিপদ।

যদি কেউ ধরিয়ে দেয়, সেই ভয়ে আশেপাশের কোনও ঘর বাড়িতে আশ্রয় নিতেও ভয় পাচ্ছে ওরা। আর কোনও উপায় না দেখে এই ঢালু রাস্তার একটি খেজুর গাছের নিচেই আশ্রয় নিল। দিনের আলোয় এখন আর কোথাও পালানো সম্ভব না।

'সূর্য ডোবা পর্যন্ত আমাদের এখানেই থাকতে হবে।' দরিয়া বলল। ঘোড়াটাও হাঁপিয়ে উঠেছিল, গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে এখন। প্রাণিটার গায়ের গন্ধে আরমের দম বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু দরিয়ার কোনও সমস্যাই হচ্ছে না, যেন অভ্যাস আছে।

'ঘোড়ায় চড়া কীভাবে শিখলেন, রাণী সাহেবা?' আরম জিজ্ঞাসা করল, দরিয়ার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও। মেয়েটার অগ্নিদীপ্ত চেহারা, হরিণী চলন, মেয়েলী গড়ন, সব মিলিয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য, যে কারও হৃদয় হরণ করতে সক্ষম।

দরিয়া অকপটে ওর দিকে তাকাল। 'প্রথমত, যৌতুকের অভাবে বাবা আমার বিয়ে দিতে পারছিল না। আর দ্বিতীয়ত, ঘরেও আমার খুব কদর ছিল, একজন বিনা বেতনের চাকর হিসেবে। যেহেতু আমার বিয়ে হচ্ছিল না, তাই আমি বাবার

BanglaBook.org

সহকারি হিসেবে কাজ করতাম। সেখানেই আমি পড়তে আর লিখতে শিখি। আর এক ভাইয়ের কাছে শিখি লড়াই, ঘোড়া চালনা। ভাইয়া বলত, যদি কেউ আমাকে বিয়ে না করে, তাহলে অন্তত নিজের দেখভালের জন্য এগুলো জানা থাকা উচিত। মেয়েদের মাঝে আমিই শুধু এই বিদ্যাগুলো শিখেছি, আর তাতে আমাকে আরও অস্বাভাবিক ভাবত আমার জাতির লোকজন। তবে একটা কথা কী জান? এসব শিখতে আমার খুব ভালো লাগত। বিশেষ করে ঘোড়ায় চড়তে।'

'আমি...' আরম দৃষ্টি নামিয়ে নিল। 'আপনি আমার কাছে দেবীতুল্য, রাণী সাহেবা।'

'তুমি খুব ভালো, কবি। আমি অবশ্যই বাবার কাছে তোমার প্রশংসা করব।'

'কিন্তু আপনার বাবা তো পশ্চিমের রাষ্ট্রে থাকে। আমার বোধয় সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'তোমার ইচ্ছা। তবে আমি সেখানেই যাব।' দরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

আরমের চোখে অদ্ভুত কিছু ভবিষ্যৎ ভেসে উঠল, যার প্রতিটাতেই দরিয়ার উপস্থিতি আছে। 'আমিও আপনার সাথে যাব।' ও শপথ করল। 'আমি আপনাকে কখনওই পরিত্যাগ করব না, রাণী সাহেবা।'

দরিয়া ভদ্রতায় মাথা কাত করল। 'তুমি এমনটা কেন করবে, কবি? নিজের জাতি ত্যাগ করে আমার সাথে মরুভূমি পাড়ি দেবে! একে অপরের রক্ষা করতে হবে তাহলে। খাদ্য, পোশাক আর আশ্রয়ের সন্ধানে তটস্থ থাকতে হবে। অবশেষে যখন বাবার কাছে পৌঁছব, তখন তোমাকে ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করতে হবে।'

আরম মাথা নাড়ল। 'তবুও,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

'কিন্তু কেন? প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করা ভালো, তাই বলে নিজের ব্যক্তিগত জীবন উপেক্ষা করে নয়। তারচেয়ে বরং অন্য কোনও রাজ্যে চলে যাও, সেটাই নিরাপদ হবে।'

'না,' আরম প্রতিউত্তরে বলল। 'আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানেই যাব।'

কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কথাটা জোরে বলা উচিত ছিল। কিন্তু কোনও কারনে তা আর সম্ভব হলো না।

আঁধার ঘনিয়ে আসতেই ওরা যাত্রা শুরু করল। দরিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছে। মানুষজন আর মূল রাস্তা এড়িয়ে চলছে ওরা। দূর থেকে কোনও ঘোড়ার খুড়ের শব্দ শুনলেই কোথাও লুকিয়ে পড়ছে।

তারায় ভরা মলিন আকাশে একটা বাকা চাঁদ উকি দিল মাত্র। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় পথ চলতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। হঠাৎ দূরে কোথাও দুই একটা

BanglaBook.org

শেয়াল ডেকে উঠছে। মাঝে সাঝে কিছু প্রাণী পাশ কেটে যাচ্ছে, ডেকে উঠছে, আর খটর খটর কোনও এক শব্দ শুনে আরমও কেঁপে উঠছে।

অনুসন্ধানকারী দল এখনও ওদের খোঁজ করছে। মশালের আলোয় মরুভূমির আশেপাশের রাস্তাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। একবার তো প্রায় একটা বড় দলের সামনেই পড়ে যাচ্ছিল ওরা, অল্পের জন্য বেঁচে যায়!

দরিয়া ছায়ার মতো নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং দেবী দুর্গা আসুরদের বধ করতে মর্তে চলে এসেছেন! আর তার ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সত্যিই অতুলনীয়, প্রাণিটাও যেন বুঝতে পারছে তার কথা! কখন শান্ত থাকতে হবে আর কখন উদ্যমী হয়ে ছুটতে হবে, তা নিজে থেকেই আঁচ করে নিচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে ততই দরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে আরমের। নিজেকে এখন বোঝা মনে হচ্ছে ওর, দরিয়ার পিছিয়ে পড়ার কারণ সে নিজেই। একবার বলেছেও এ কথা, কিন্তু দরিয়া পাত্তা দেয়নি।

'তোমাকে ফেলে রেখে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না, আরম ধূপ। তুমি একবার আমাকে রক্ষা করেছ, এবার আমার পালা।' দরিয়ার মুখ থেকে এই কথা শুনে আরমের মন নেচে উঠল।

মাঝ রাতের দিকে ঘোড়াটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আর চলতে পারছে না। দরিয়া বোবা প্রাণিটাকে বাঁধনমুক্ত করে দিয়ে ব্যাগগুলো নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ওর চেহারার নির্বিকতা দেখে বুঝা গেল না হতাশ হয়েছে কিনা। আরম কল্পনাও করতে পারছে না, পায়ে হেঁটে কীভাবে এই বিশাল মরুভূমি পাড়ি দেবে!

ভোর রাতের আলোয় ওরা বুঝতে পারল ঘুরতে ঘুরতে কোথায় চলে এসেছে– ভূচিড়িয়া পাহাড়ের সামনে। পাহাড়টা যেন রাতের আধার শুষে নিচ্ছে, নিজেকে উদ্ভাসিত করছে ধীরে ধীরে।

পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল দরিয়া। 'এখানে আসা মোটেও ইচ্ছে ছিল না আমার,' বিড়বিড় করে বলল, ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'কেন?'

'কারণ এটাই একমাত্র উঁচু জায়গা। উপর থেকে আমাদের গতিবিধি অনুসরন করার জন্য ওরা এখানে অবশ্যই লোক পাঠাবে।'

'আরেকভাবে চিন্তা করে, এখানে আসাটাই তাহলে সবদিক দিয়ে ভালো হয়েছে।' আরম ফিসফিসিয়ে বলল।

দরিয়া মাথা ঝাঁকাল, উপর দিকে তাকিয়ে ছিল এতোক্ষণ। এবার আরমের দিকে ঘুরে একটা হাসি দিল। 'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।' ওর কাঁধ চাপরে দিল মেয়েটা। 'চলো।'

BanglaBook.org

ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠা শুরু করল, সূর্য উদয়ের এখনও কিছু সময় বাকি। ঢাল বেয়ে ওঠার এক পর্যায়ে ওরা তিনজন লোককে দেখল আগুনের পাশে শুয়ে থাকতে, যাদের দুজন ঘুমাচ্ছে আর একজন জেগে আছে। চুপিসারে তাদের পাশ কাটিয়ে ক্রমশ উপরে উঠে গেল ওরা। মাটি থেকে তিনশ গজ কী এর চেয়েও ওপরে ওঠার আগে থামল না। সূর্যের উষ্ণতা গায়ে না লাগা পর্যন্ত ওরা বেয়েই চলল। অবশেষে পাহাড়ের একটি ফাটলে আশ্রয় নেয়।

BanglaBook.org

অধ্যায় চৌদ্দঃ সিনেমা হলের বিভীষিকা
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে রাস। পরক্ষণেই ওর দৃষ্টি শক্তি ঝাপসা হয়ে এল।

মুহূর্তের জন্য এমন লাগল, যেন ভৌতিক চোখ দুটো দিয়ে নিজেকেই দেখছে। প্রচণ্ড ক্রোধ, ক্ষুধা এবং তীব্র ব্যাথাও অনুভব করছে। শরীরের তাপমাত্র কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। গলা শুকিয়ে ভয়ানক তৃষ্ণা পেল ওর। আর ঠিক তখনই তরল জাতীয় কিছু গলা দিয়ে নেমে গেল, আর...

ওরা একে অপরকে স্পর্শ করল। মহিলার হিমশীতল হাতের স্পর্শ পেতেই যেন কিছু একটা ঘটে গেল রাসের ভেতরে। মনে হলো, যেন কেউ ওকে শুষে নিচ্ছে। ভৌতিক মহিলাটা হঠাৎই আর্তনাদ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। রাস ভারসাম্য হারাল, চিৎকারের ফলে ওর শ্বাস আটকে গেছে।

ওর শূন্য মস্তিষ্কে শুধু একটা শব্দই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পদ্মা। ওই ভৌতিক মহিলার নাম এটা।

বিক্রম ভেবেছিল, আজ বোধহয় মারাই যেতে হবে! অগ্নিশিক্ত ভৌতিক মহিলাটা মুখ দিয়ে ক্ষুধার্তের মতো শব্দ করতে করতে ওর দিকেই ভেসে আসছিল। আর ঠিক তখনই রুমের দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে রাস। আজ পর্যন্ত কাউকে দেখে এতোটা নিশ্চিন্তবোধ করেনি বিক্রম। মুহূর্তের মাঝেই ওর ভয় দূর হয়ে গেল, তবে রাসের চেহারায় দেখে বুঝতে পারল যে মেয়েটাও দেখতে পেয়েছে। আরও দেখল, ভয়ে হাত থেকে বইগুলো ফেলে দিয়েছে রাস। ভূতটা রাসকে দেখে হঠাৎ করেই চিৎকার করে উঠল, আর অদৃশ্য হয়ে গেল! কোনও দরজা বা জানালা দিয়ে নয়, একদম ভোজবাজীর মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! এক মিনিটেরও কম সময়ে ঘটনাগুলো ঘটল। রাস জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বিক্রম ওকে ধরে ফেলল। মেয়েটার চেহারা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে।

'পদ্মা,' জ্ঞান হারানোর আগ মুহূর্তে, বিড়বিড় করে বলল রাস।

পদ্মা! সাধু এই নামটাও বলেছিল...

রাস এতোটাই হালকা ছিল যে বিক্রমের আগলে ধরতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কোনওরকমে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করল ও।

BanglaBook.org

দুইটা গাড়ির একটাও খালি না থাকায়, অটোরিক্সা করেই আনতে যেতে হবে দীপিকাকে। লাইব্রেরী থেকে রাস এখনও বাড়ি ফিরেনি। তাই শুধু মাকেই বিদায় জানাল আমানজীত।

'কোথায় যাচ্ছ, বাবা?' কৌতুহল নিয়ে ওর মা জিজ্ঞাসা করল। 'চুলে শ্যাম্পু করেছ, পছন্দের পাগড়ী পরেছ, সুগন্ধিও লাগিয়েছ দেখছি।' বিস্ময়ে তার চোখ বড় হয়ে গেল। 'নিশ্চয়ই কোনও মেয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছ?'

লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল আমনজীত।

'পরিচিতদের কেউ নাকি?'

নিচু অবস্থায়ই মাথা নাড়ল ও।

'মেয়েটা কেমন, আমনজীত? বাবা-মা কী করে, কোথায় থাকে?'

'মা! ও আমাদের স্কুল শিক্ষকের মেয়ে।' ভয়ে ভয়ে বলল ও। 'আমরা কোনও ডেটে যাচ্ছি না। এমনিতে আমরা খুব ভালো বন্ধু। আর রাস-এর ও আমাদের সাথে যাওয়ার কথা ছিল।'

'যদি এটা ডেট না হয়, তাহলে আবার তোমার বোনকে সাথে নেয়ার কী দরকার? আমাদের সময়ে মেয়েরা তাদের বাবা কিংবা ভাইকে ছাড়া এক পা-ও বাড়ির বাইরে রাখত না। আজকালকার ছেলে মেয়েরা দেখছি অনেক আধুনিক হয়ে গেছে।'

'ওর কোনও ভাই নেই, আর এখানে বেশি দিন থাকবেও না। ওর বাবা একটা কাজে এখানে এসেছে, শেষ হলেই আবার চলে যাবে। ওরা মূলত দিল্লিতে থাকে।'

আমানজীতের মা ভ্রূকুটি করল। 'দিল্লির মেয়ে। ওরা আবার একটু বেশিই ন্যাকা, মুম্বাইয়ের ফিল্মি মেয়েদের মতোই। যাই হোক... সাবধানে যেও। আর শোন, একটু সতর্ক থেকো। শহুরে মেয়েদের উপর ভরসা নেই, পরে দেখবে হৃদয় ভেঙ্গে দিয়ে গেছে!'

'মা...,' ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ওর মায়ের কাছে প্রেম মানে, সেই উনিশো ষাঠ সালের রোমান্টিক সিনেমা। যেখানে নায়ক-নায়িকার বয়স চল্লিশ কিন্তু ভাব নেয় যেন সবে মাত্র বিশ হয়েছে! আর সিনেমার কাহিনীও হয় উদ্ভট রকমের।

'আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। তবে ও যদি কাউকে সাথে না আনে, তবে তুমিও ফিরে আসবে। যদিও মেয়েটার মানসম্মানের চিন্তা তার বাবা মায়ের। কিন্তু তবুও যদি মেয়েটা কাউকে নাই আনে, তুমি কিন্তু ফিরে আসবে!'

'আচ্ছা, মা,' মায়ের গালে চুমু খেয়ে বলল। 'শীঘ্রই ফিরে আসব, মা।'

BanglaBook.org

'জায়গাটা কি অপরিষ্কার!' দীপিকা বলল।

কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। যোধপুরে আধুনিক কোনও সিনেমা হল নেই, আর এটার অবস্থা একদম শ্বাসরুদ্ধকর, চারপাশে ময়লা আবর্জনা আর চেয়ার ঘামের দুর্গন্ধে ভরা। দীপিকা এসবে অভ্যস্ত নয়।

দীপিকার সাথেও কেউ ছিল না। বেল বাজাবার দীর্ঘ দশ সেকেন্ড বাদে দরজা খোলে দীপিকা। ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে, দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 'বাবা বাড়িতে নেই, কাজে বেড়িয়েছে, ফিরতে দেরি হবে। আর আমিও বাসায় একা থাকতে চাই না, বিশেষ করে আজকের ওই ঘটনার পরে। তোমার বোনেরও না আসার কথা ছিল?'

'আসলে হয়েছে কী, রাস একটা খণ্ডকালীন চাকুরী করে। এমনিতে এই সময়ে চলে আসে, তবে আজ কেন জানি আসতে দেরি করলো। আর এদিকে তোমাকেও নিতে হবে, দেরি না হয়ে যায় তাই আমার একাই চলে আসতে হলো।' ছোট বোন তার অবসর সময়ে কী করে সে খেয়াল ভাইয়েরা খুব কমই রাখে। 'ও হয়ত বান্ধবীদের নিয়ে সোজা হলে চলে যাবে।' রাসের মোবাইলেও ফোন দিয়েছে কয়েকবার, কিন্তু ধরেনি। হয়তো ওভারটাইম করছে, ভাবল আমানজীত।

ওরা এখন একটি স্থানীয় সিনেমা হলে বসে আছে। কিছুদিন আগেও হলটা পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। তবে আজ...। হলের বেশির ভাগ দর্শকই ছেলে, পুরুষ। আর সবাই দীপিকার দিকে তাকাচ্ছে বারবার। আঁটসাঁট পোশাকের দিল্লির মেয়েদের এখানে রোজ দেখা যায় না বলেই হয়তো। আমানজীতের খুবই অস্বস্তি লাগছে এখন। পিছন থেকে আসা বাজে মন্তব্য ওর মেজাজ খারাপ করে দিল। পিছন ফিরতে ভয় হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এক চোখা জীতেন আর তার চেলারাও সিনেমা দেখতে এসেছে। হলের আলো নিভে যেতেই দুশ্চিন্তা আঁকড়ে ধরল ওকে। একে তো অন্ধকার, তার ওপর চারপাশে সব অচেনা মানুষ।

সিনেমা শুরু হলো, কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচির কোনও কমতি নেই, বরং আরও বেড়ে গেছে। এখানকার মানুষের সামাজিক বিনোদনের একটা বড় অংশ হলো সিনেমা দেখা। দলবল নিয়ে হলে আসে, গল্প করে, নাচে, গান গায়। কেউ বা আবার সিনেমার পরের দৃশ্যে কী হবে তা আন্দাজ করে পাশের জনকে বলে। মোট কথা সবাই আনন্দ উপভোগ করে এখানে। আমানজীত খেয়াল করল, দীপিকা ছবি দেখছে না, ইতস্তত করছে। এমনকি সীটে হেলান দিয়েও বসে নেই ও। ভীত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। আমানজীত আরও চিন্তিত হয়ে পড়ল।

হঠাৎ করেই সিনেমা বদলে গেল।

BanglaBook.org

কখন কীভাবে কী হলো, কিছুই বুঝতে পারল না আমানজীত। খেয়াল করল, সিনেমা হলে ওরা দুইজন বাদে আর কেউ নেই। হলের পর্দায় কাঁপতে থাকা ওদের দুজনের, সাদাকালো ছবি দেখা যাচ্ছে এখন, যেন কেউ ক্যামেরা হাতে নিয়ে ভিডিও করেছে। তবে আদতে এটা ওদের চেহারা না...

... শাস্ত্রী আর দরিয়ার চেহারা!

অথচ আমানজীত জানে, ওই দুজন, ও আর দীপিকাই। ভিন্ন শুধু পোশাকে - শাস্ত্রী যুদ্ধ বর্ম পরে আছে আর দরিয়া শাড়ি আর গহনা পরনে। বর্তমানে আমানজীত আর দীপিকার পোশাক মোটেও ওইরকম না।

এইসব দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল আমানজীত।

শাস্ত্রী জোরপূর্বক দরিয়াকে ধরে রেখেছে। পাশ থেকে একজন মহিলা দরিয়ার মুখ চেপে ধরে তরল জাতীয় কিছু খাইয়ে দিচ্ছে। আমানজীত নিজের অজান্তেই বুঝতে পারল, জোর করে নেশাগ্রস্ত করা হচ্ছে মেয়েটাকে। ও সম্মোহনের মতো দিকে তাকিয়ে আছে, মহিলা এখন শাস্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ল–ওর উপর–আর দরিয়ার শরীর শিথিল হয়ে গেল এবং বিছানার উপর ধপ করে পড়ল। আর তাকিয়ে থাকতে পারল না আমানজীত, দীপিকার দিকে তাকাতেই দেখল, ওর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। আমানজীতের হৃদয় ভাঙ্গার উপক্রম।

'না...মানে...দীপিকা, এটা আমি...'

'এই ছেলে চুপচাপ বসো তো,' পিছন থেকে কেউ একজন ধমকে উঠল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পিছনে তাকিয়েই আবার সামনে পর্দার দিকে তাকাল। হিন্দি সিনেমাটাই চলছে। দীপিকার দিকে তাকাতেই দেখল, মেয়েটা দূরে সরে বসেছে, এবং বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমার কথাটা শোন,' আমানজীত ফিসফিস করে বলল। 'আমি হলে কাজটা কখনওই করতাম না, বিশ্বাস করো।'

দীপিকা উঠে পড়ল। 'আমি বাড়ি যেতে চাই।'

'সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। আমি দেখতে পাচ্ছি না।' পিছে থেকে কেউ একজন অভিযোগের সুরে বলল।

দীপিকা পিছে তাকাতেই দেখল কেউ নেই। সাথে সাথে আবার সামনে তাকাল, এবং জমে গেল।

পর্দার দৃশ্য আবার বদলে গেছে। তবে এবার ভিন্ন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সাদাকালো পর্দা থেকে তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আগুন জ্বলছে, দাউ দাউ করে। আমানজীত দীপিকার হাত চেপে ধরল। 'যেও না,' ফিসফিস করে বলল। ওর চোখ বারবার দৃশ্যটির দিকে চলে যাচ্ছে। 'বাইরে আবার কী অপেক্ষা করছে কে জানে।'

BanglaBook.org

'তুমিও ওদের দলে,' গর্জে উঠে বলল দীপিকা। আমানজীতকে সজোরে ধাক্কা দিল মেয়েটা। আরেকটু হলেই প্রায় পড়ে যাচ্ছিল ও। 'ছোঁবে না আমাকে।'

কোনও রকমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল আমানজীত। 'বিশ্বাস করো, আমি কখনওই তোমার সাথে এমনটা করব না। কখনও না!'

পাঁচটা ধূসর অবয়ব পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে, হাওয়ায় ভেসে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। অবয়বগুলো ধীরে ধীরে বাস্তব আকার ধারণ করছে। আর এদের পেছনেই একটি কালো মূর্তি, পর্দার সামনে ভাসছে। হঠাৎ কালো মূর্তিটা উচ্চস্বরে হেসে উঠল। 'সামনে থেকে সরে যাও, শাস্ত্রী। আমাদের শুধু মেয়েটাকেই প্রয়োজন। শুধু মেয়েটাকেই।'

আমানজীত ঘুরে দীপিকার দিকে তাকাল। মেয়েটা বরফের মতো জমে গেছে, মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কোনও শব্দ করছে না। তবে আমানজীত চিৎকার জুড়ে দিল।

BanglaBook.org

অধ্যায় পনেরোঃ ভূচিড়িয়া
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

মুখের উপর সূর্যের আলো পড়তেই আরমের ঘুম ভেঙ্গে গেল, ধড়ফড় করে উঠে পড়ল ও। পাশে তাকাতেই নিশ্চিন্তবোধ করল।

দরিয়া আর ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাহাড়ের একটি ফাটলে আশ্রয় নিয়েছিল। যখন ওরা এখানে আসে, তখন সূর্য সবে মাত্র উষ্ণতা ছড়ানো শুরু করেছে। তবে সূর্যটা এখন মাথার উপর, গনগনে রোদ ছড়াচ্ছে।

আরমের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ক্ষুধায় পেট চো চো করছে। এখন কয়টা বাজে ভাবছে ও।

দরিয়াকে ঘুমন্ত দেখে নিশ্চিন্ত হলো আরম। ঘুমন্ত অবস্থায় আরও সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে, কোমল মুখশ্রীতে একটুও চিন্তার ছাপ নেই। ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগে আছে যেন, টোল পড়া গাল দুটো থেকে গোলাপি আভা ছড়াচ্ছে, যেন এক ফালি ভোরের গোলাপি আকাশ। ঘন কালো চুলগুলো রোদের আলোয় ঝলমল করছে। কাত হয়ে ঝুঁকে দরিয়ার নিঃশ্বাস অনুভব করল ও।

দরিয়া নাক কুঁচকালো, মুখ হাঁ করল। আর তক্ষুনি কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আরম।

ও দরিয়ার মুখে হাত চেপে ধরল। দরিয়া সজাগ হয়ে গেল, ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। আরম হাত সরিয়ে নিল, যাতে শ্বাস নিতে আর কথা বলতে পারে। ধরা পড়ার ভয়ে দু'জনের কেউই নড়াচড়ার সাহস পেল না।

'কত জন?'

আরম মাথা ঝাঁকাল।

খুব সন্তর্পণে, দক্ষ শিকারীর মতো, দরিয়া সামনের দিকে উঁকি দিল। আর দেখল যে পাহাড়ের ঝোপঝাড়ে কয়েকজন ওদের খোঁজ করছে।

দশ গজ দূরে থেকে, একজন লোক ওদের দিকে ফিরল। আরম ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠছিল, দরিয়া সাথে সাথে ওর মুখ চেপে ধরল।

'কিছু পেলে?' কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল।

'না!' আরেকজন উত্তর দিল। 'চল, পূর্বদিকের রাস্তায় ফিরে যাই!' লোকটি ঘুরে পাহাড়ের ফাটলের দিকে তাকাল। 'আমি এইদিকটা একটু দেখে আসছি।'

BanglaBook.org

আরমের পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যাবে কোথায়? তাই চিন্তাটা দমন করল। ওরা আটকা পড়ে গেছে। দরিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে অসাড় হয়ে গেছে, শ্বাসও নিচ্ছে না।

পায়ের সামনে কিছু একটা পড়ার শব্দে লোকটা চিৎকার করে পিছিয়ে গেল। 'বিদায় হও, বদ বান্দর!' এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারল বানরটার দিকে।

'কী হয়েছে?' দূর থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল।

'বানরটা কিছু একটা ছুঁড়ে মেরেছে আমার দিকে!' লোকটি বলল। 'মনে হচ্ছে এখানে বানরগুলো বাসা বেঁধেছে!'

'তাহলে চলে আসো! বানরেরা খুব একটা ভদ্র প্রাণী না, কি নাকি করে ফেলবে বলা যায় না!'

লোকটা আরও ভয় পেয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ঘুরেই এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

হনুমানজী কি জয়, আরম মনে মনে বলল।

ওরা ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ল। আরমের দিকে মুখ ঘুরাল দরিয়া, ওর দিকে টেনে আনল। আরম বাঁধা দিবে এমন সময় বুঝল কী হতে যাচ্ছে। দরিয়ার ঠোঁটের মিষ্টি স্বাদ, দুশ্চিন্তা আর চাহিদা অনুভব করল আরম। দীর্ঘ একটা মুহূর্তে কেটে গেল, ওর মনে হলো যেন কোনও দেবীর স্পর্শ পেয়েছে। আর ঠিক তখনই দরিয়া ওকে ছেড়ে দিল, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, অস্বস্তি আর ভয় জেঁকে বসেছে মনে।

'অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে,' দরিয়া ফিসফিস করে বলল। 'বর্তমানে এখানে থাকাই নিরাপদ।'

আরম মাথা নাড়ল, ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। ও আবার দরিয়ার দিকে ঝুঁকল, কিন্তু দরিয়া ওকে বাধা দিল।

' না। আমাকে ছোঁবে না।' শান্ত ভাবে বলল দরিয়া। 'দেখিত, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

আরমের হৃদয় তিক্ততায় ভরে উঠল। 'সামনে আরও ভয় অপেক্ষা করছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।' একটু মজা করার চেষ্টা করল, জড়তা দূর করতে।

'তোমাকে ভয় পাচ্ছি না,' দরিয়া বলল, 'বরং রাজাকে...' বলেই দরিয়া কেঁপে উঠল।

আরম বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল।

সন্ধ্যা হতেই ওরা পাহাড়ের ফাটল থেকে বেরিয়ে এল। চারপাশে পাখির কূজন শুনা যাচ্ছে। পাথরের চাঁইয়ের উপর কাক বসে আছে, ওদের দিকে লোলুপ

BanglaBook.org

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হয়তো কোনও সাপ বা গিরগিটি লুকিয়ে আছে আঁধারের এক কোনায়, উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছে।

দরিয়া ফাটল থেকে বেরিয়ে এসে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। কিছুক্ষণ পরে আরমকে হাতের ইশারায় সামনে আসতে বলল। আরম ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে এল। দু'জনের পোশাকেরই যাচ্ছে তাই অবস্থা, গায়ে ধুলো ময়লা লেগে আছে, দেখে মনে হচ্ছে কোনও কৃষাণ-কৃষাণি। আরম মনে মনে প্রার্থনা করল, ভুলক্রমেও যেন অনুসরণকারীদের নজরে না পড়ে।

'এখন কোন দিকে যাব আমরা?' ও জিজ্ঞাসা করল, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কয়েকটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে নিচে যাবার। পাখিগুলো এখনও কিচিরমিচির করছে, কিছু বানর ওদের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে আছে। বানরগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল আরম, প্রাণিগুলোর জন্য এই যাত্রায় বেঁচে গেছে।

'পাহাড়টা বেশি একটা বড় না, বুঝতে পারছি না এই মুহূর্তে এখান থেকে যাওয়া উচিত হবে কিনা।' দরিয়া ফিসফিস করে বলল, যেন নিজের সাথেই কথা বলছে। 'নামতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আবার নিচে নেমেও যে ধরা পড়ব না তারও নিশ্চয়তা নেই।' ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। 'এই জায়গাটা আমার ভালোও লাগছে না, সাপ আর বানর দিয়ে ভরা। যদি দুই একটা শেয়াল বা সিংহও থেকে থাকে তাতে আমি একটুও অবাক হবো না। তবে একটা কথা, যেহেতু আমরা এমন ভাবছি, তাহলে আমাদের অনুসরণকারীরাও তাই ভাবছে। যতদূর মনে পড়ে, এখান থেকে পশ্চিমমুখী একটা রাস্তা আছে। একটু কষ্ট করে ওখান থেকে যেতে পারলেই হলো, মধ্যরাতের মাঝেই আমরা পশ্চিমের রাস্তা পেয়ে যাব, তারপর আর আমাদের নাগাল ওরা কেউ পাবে না। কী বল তুমি?'

আরম কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর মাথা নেড়ে সায় দিল। 'তাই চলুন, রাণী সাহেবা।' ও বলল।

ওর কাঁধে হাত রাখল দরিয়া। 'তুমি অনেক ভালো, কবি! তোমার কথা আমার সবসময় স্মরণ থাকবে।'

দরিয়া অন্ধকারে তাল সামলে পশ্চিমের পথ ধরে এগিয়ে চলল, আরম পিছে থেকে অনুসরণ করছে।

সতীদাহ আর রবীন্দ্র'র সৎকারের দিন থেকে একবারের জন্যেও চোখের পাতা এক করেনি শাস্ত্রী। নিজেকে এখন অর্ধমৃত লাগছে, মাথা ভারী হয়ে গেছে, বুকে ভর করেছে বিষাদ। চোখের সব রং যেন শুকিয়ে গেছে, চারপাশ ধূসর লাগছে। ভূচিড়িয়ার এক কোণ দিয়ে সবে মাত্র সূর্য উঁকি দিয়েছে। এখন তো পিছনে থাকা জীতের চোখ দুটোও সূর্যের চেয়ে বেশি উতপ্ত লাগছে ওর কাছে।

'সেনাপতি,' তিলক ডাকল, ওর দিকে এগিয়ে আসছে ছেলেটা।

BanglaBook.org

'কিছু পেলে?' শাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, সেনাপতি। ঘোড়াটাকে পাওয়া গেছে।'

অবশেষে, কিছু একটা পাওয়া গেল! 'কোথায়?'

'পাহাড়ের উত্তরদিকে, এখান থেকে পূর্বদিক হয়ে চার মাইল দূরে।'

'কবি আর রানির কোনও হদিস পেয়েছ?'

'না, সেনাপতি।'

শাস্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আরম ধূপ, তুমি দেখছি আমার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছ।

পাশের একটি পরিষ্কার লেকের সামনে ঘোড়াগুলো থামান হলো। শাস্ত্রীর সাথে জনা কয়েক সৈন্য রয়েছে এখন, বাকিরা চারদিকে অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেছে। তবে জীত আর তার সঙ্গীরা ঠিকই রয়ে গেছে, আর সংখ্যায়ও ওরাই বেশি।

'কী হয়েছে?' জীত জিজ্ঞাসা করল।

তিলক অনুমতির জন্য শাস্ত্রীর দিকে তাকালে, মাথা নাড়ল সে। 'পলায়নকারীদের ঘোড়াটা পাওয়া গেছে, জনাব। খুব সম্ভবত ঘণ্টা খানেক আগে ওরা ঘোড়াটাকে ত্যাগ করে।'

শাস্ত্রীর দিকে তাকাল জীত। 'কি করব এখন, সেনাপতি শাস্ত্রী?'

শাস্ত্রী জানে, জীত কেনও তার আদেশের অপেক্ষায় আছে। একটু উনিশ কি বিশ হলে দোষ তো সব শাস্ত্রীর ঘাড়েই চাপবে। 'খুব সম্ভবত, ওরা রাতের দিকেই কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবে, দিনের আলোতে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা ওরা জানে। আর রাণী তার লোকদের কাছেই যাবে, পার্সিয়ায়। মশালগুলো নিভিয়ে ফেলা হোক। এবারের শিকার চাঁদের আলোতেই হবে।'

'আর এখানকার কৃষকদের কী করব?' জীত জিজ্ঞাসা করল।

'ওদের ঘরগুলোতেও তল্লাশি নাও। তবে মনে রেখো, ওদের জীবন সৌখিনতায় ভরা না। কষ্টের জীবন! কোনও কিছু নষ্ট না করে তল্লাশি নেবে।'

জীত মুখ বাঁকাল। 'আমি আমার দলবল নিয়ে পাহাড়ের পশ্চিমে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে ওদের সেদিকেই কোথাও পাওয়া যাবে।' নিজের দলের একজনকে কাঁধে চাপড় দিয়ে চলে আসার ইশারা করল জীত।

শাস্ত্রী মাথা চুলকাচ্ছে। ওর মনও তাই বলছে।

জীত যদি আগেই রানি আর কবিকে ধরে ফেলে তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

তিলকের দিকে ঘুরল ও, ছেলেটা জীতের সঙ্গীদের এক এক করে চলে যাওয়া দেখছে আর গড়গড় করে তাদের নাম বলছে। 'দজ্জি, মনোজ, বিলতান.....' ও শাস্ত্রীর দিকে ঘুরল। 'সবকটাই খুনি, সেনাপতি।'

BanglaBook.org

শাস্ত্রী মাথা নাড়ল। 'খুনি ঠিক আছে, তবে যোদ্ধা নয় তিলক। যোদ্ধা নয়। শুধু ছিঁচকে চোর আর গুণ্ডা। তিলকের কাঁধে হাত রেখে কাছে আসতে বলল। 'তৈরি থেকো, অস্ত্র সবসময় হাতের নাগালে রেখো, তিলক। আজ রাতে রক্ত বন্যা বইবে।'

তিলক বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল এবং সৈন্যদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। 'সবাই তৈরি হও, আমরা এখনই যাত্রা শুরু করব।' সবাই উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ করেই শাস্ত্রীর গায়ে কাঁটা দিল। মনে হলো যেন, দূর থেকে কেউ চিৎকার করে উঠেছে! যে চিৎকারে মিশে আছে তীব্র যন্ত্রণা, হতাশা আর জীবনের পরাজয়। কিন্তু এখানে কোনও শব্দই হচ্ছে না, শব্দটা শুধু ওর মস্তিষ্কের ভিতরেই হচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, বহু দূরে মান্ডোরে; জ্বলন্ত চিতার পাশে, যুবরাজ চেতন ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে।

পাহাড়ের ফাটল থেকে বেরিয়ে, খুবই সতর্কতার সাথে সামনে এগোচ্ছে ওরা। মাথার উপর রূপালি চাঁদ স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে, তাতে পথ দেখতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। জুতায় কাপড় বেঁধে নিয়েছে যাতে হাঁটার সময় শব্দ না হয়। পাহাড় চূড়াটি গোলোক ধাঁধার মতো। তবে এতো উপরেও কিছু লোক ওদের খোঁজ করছে। আরম দেখেছেও তাদের। একবার তো একটা দল ওদের পাশ দিয়েই গেল, আরেকটি ফাটলের ভেতর তখন লুকিয়ে ছিল বলে ধরা পড়েনি। রাতের কোমল বাতসে দূরের শব্দ ভেসে আসছে, দূর থেকে এক ঝলক সমতল ভূমির দেখা পেল ওরা, আগুনও জ্বলছে। হয়তোবা সৈন্যরা ওদের খোঁজে কৃষকদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হয়তো এমন কিছুই ঘটেনি, আসলে কী হয়েছে তা জানার কোনও উপায় নেই।

দরিয়া বিড়ালের চেয়েও অপার্থিব ভাবে হাঁটছে, যেন সে আঁধার আর এই পাহাড়েরই একটা অঙ্গ। আরমের অবস্থা ঠিক তার উল্টো, থেকে থেকে ছোট নুড়ি পাথরে লাথি লাগছে, আর সেগুলো প্রতিধ্বনী তুলছে। ভয়ে ওরা স্থির হয়ে যাচ্ছে, চারপাশ ভালো করে তাকিয়ে আবার হাঁটা শুরু করে।

মধ্যরাত কিংবা তারও ঘণ্টা খানেক পরের পর, পাহাড়ের পশ্চিম দিক দিয়ে নিচে নামার একটি ঢালু রাস্তা দেখতে পেল।

'কাউকে নজরে পড়ছে না। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বিপদজনক অংশ এটাই, আরম। কারণ ঢালুতে লুকাবার কোনও জায়গা নেই। আমাদের যত দ্রুত সম্ভব নিচে নেমে যেতে হবে। প্রার্থনা করো যেন কেউ আমাদের দেখে না ফেলে।'

আরম মাথা নাড়ল। 'বুঝেছি, রানি সাহেবা।'

BanglaBook.org

'বুদ্ধিমান আর সাহসী, আরম ধূপ।' আরমের চিবুকে টোকা দিয়ে বলল দরিয়া। 'আমি আগে নামব।'

'না, আমি আগে নামি। ওরা আপনাকেই ধরার জন্য অপেক্ষা করছে, আমাকে নয়।'

'তা হয় না। কারণ আমি তোমার চেয়ে দৃঢ় পদে, নিঃশব্দে নামতে পারব। তুমি বরং আমাকে অনুসরণ করো। কোথায় কোথায় পা রাখি, তা খেয়াল রেখো। আমি ইশারা না করলে নিচে নেম না, এখানেই অপেক্ষা কর।' ঢালুর শেষ প্রান্তে একটা বড় পাথর খণ্ডের দিকে আঙুল তাক করল দরিয়া। 'আমি ওখানে গিয়ে তোমাকে ইশারা করব।'

আরম ঢোক গিলে মাথা নাড়ল। ও আমার থেকে কয়েক গুণ বেশি সাহসী, মনে মনে বলল আরম।

'প্রার্থনা কর যেন কেউ দেখে না ফেলে,' দরিয়া ফিসফিস করে বলে নিচে নামতে শুরু করল। নিঃশব্দে ঢালু বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে ও। আরম উপর থেকে দেখছে, ওর ঠোঁট ক্রমাগত নড়ছে, জানা অজানা যত দেব-দেবী আছে সবার কাছে প্রার্থনা করছে।

শাস্ত্রীর সৈন্যরা মরুভূমির চারপাশে জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যে কয়েকজন সাথে রয়েছে, একে অপরের সাথে আলাপ জুড়ে দিয়েছে, যেখানে তাদের চুপ থাকার কথা। শাস্ত্রী বুঝতে পারল, ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। অজানা এক আতঙ্ক ভর করেছে সবার মাঝে। এখন মধ্যরাত, শাস্ত্রী ভূচিড়িয়া পাহাড়ের পাদদেশে চলে এসেছে। বাকি সৈন্যগুলো ওর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে, এক সাথে দলবদ্ধ হয়ে হাঁটছে।

জীত সঙ্গীদের সাথে এদিকেই কোথাও আছে, অন্তত তিলক তাই বলেছে। রাতের আকাশে রূপালী চাঁদ শাস্ত্রীকে আলোকিত করে রেখেছে, জীত আর তার সঙ্গীরা চাইলেই যেকোনও মুহূর্তে আক্রমন করতে পারে। দূরদর্শী শাস্ত্রী নিজেই বুঝতে পারছে, ওর একা থাকাটা মোটেও উচিত না। কিন্তু তাই বলে তো আর থেমে থাকা যায় না, তাতে বিপদ আরও বাড়বে বৈকি কমবে না, তারচেয়েও বড় বিপদ হবে যদি শিকার ওদের হাত পিছলে যায়।

পাহাড়ের বাঁপাশে তাকাল শাস্ত্রী। একটি ঢালু স্তুপের উপর, বড় দুইটি পাথর খণ্ড দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে একটি বড় ফাটল। লুকিয়ে থাকার জন্য এর থেকে উত্তম জায়গা দ্বিতীয়টি আর হয় না। শাস্ত্রী ভাবল সেখানেই আগে খোঁজ করবে। তবে সমস্যা হলো, আশেপাশে আরও অনেক জায়গা আছে লুকিয়ে থাকার মতো, সেগুলো আগে খোঁজে দেখতে হবে। শাস্ত্রী একটি পাথরের খণ্ডের পাশে হেলান দিয়ে বসল, কিছুক্ষণ ঢালু স্তুপের দিয়ে নজর রাখল, অবশেষে দুই হাতের উপর

BanglaBook.org

মাথা রেখে একটু চোখ বুজল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে মহা কোনও বিপদ হয়ে যাবে না।

উপর থেকে ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে শাস্ত্রী জেগে উঠল, কতক্ষণ এভাবে শুয়ে ছিল ঠিক বলতে পারছে না। অন্ধকারে চোখ বুলাচ্ছে, ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। কোথাও কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ছে না।

ইঁদুর হবে হয়তো, নিজেকেই বলল। বোকার মতো কাজ করেছি, এভাবে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হয়নি, ভাগ্য ভালো যে এখনও আস্ত আছি!

উঠে দাঁড়াতেই থমকে গেল শাস্ত্রী।

অন্ধকার ভেদ করে একটা ছোট অবয়ব দেখা গেল, ওর অবস্থান থেকে প্রায় একশ আশি ফুট উপরে। তরুণ বালকের চেয়ে একটু বড় অবয়বটার, চুল বাতাসে ভাসছে, ফলে চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। মাকড়শার মতো, শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে, ছোট রাণী দরিয়া! এমন চলনের তারিফ না করে পারল না শাস্ত্রী। ওর গলা শুকিয়ে গেছে, খঞ্জর ধরে রাখা হাত দুটো কাঁপছে।

আরম চাপা আর্তনাদ করলে, দরিয়া হোঁচট খেল। ফলে কিছু ছোট পাথর নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ল। থমকে গেল ও, অন্ধকারে গা ঢাকা দিল, কিছুক্ষণ এভাবেই অনড় থাকল। তারপর আবার চার বাহুতে ভর করে নিঃশব্দে নিচে নামতে শুরু করল। আরম যেন নিঃশ্বাস ফিরে পেল।

দরিয়া পাহাড়ের ঢালু বেয়ে এমনভাবে নামছে যেন জন্ম থেকেই এভাবে নেমে অভ্যস্ত। দুশ্চিন্তায় আরম চিবুকে হাত বুলাচ্ছে। আরও প্রায় নব্বই ফুট বাকি... পঁচাত্তর...

হে ভগবান, দরিয়ার যেন কিছু না হয়। ব্যাগ গুছিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, এবার ওর নামার পালা। কোনও মতেই রানিকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।

পনের ফুট...দশ...

হঠাৎ দুটো কালো মূর্তি চিৎকার করে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, ঝাঁপিয়ে পড়ল দরিয়ার উপর।

দরিয়ার চিৎকার রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, এমনকি অন্ধকারও জাগ্রত হয়ে গেল। একটু দূরে, আরও একজন মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ল আরমের। না! ও দ্রুত নিচে নামতে শুরু করল।

চাঁদের আলোয় দরিয়ার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শাস্ত্রী, সুন্দর চেহারায় ফুটে উঠেছে দৃঢ়তা। ঢালু পাহাড়ের একপাশে বড় পাথর খণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

BanglaBook.org

ও। বারকয়েক খঞ্জরে হাত রেখে আবার সরিয়ে নিয়েছে শাস্ত্রী, যেন কী করবে মনস্থির করতে পারছে না।

আর তখনি ষাড়ের মতো গর্জন করে, কেউ একজন অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে এল, এবং দরিয়ার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। দরিয়ার আর্তচিৎকার দিল। আরও একজন অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে এল।

শাস্ত্রীর মনের কুয়াশা কেটে গেল, নিশব্দে তরবারিটা হাতে নিয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেল।

দরিয়ার উপর ঝুঁকে থাকা লোকটা হিংস্র জানোয়ারের মতো হাসছে, কামিজের এক পাশ টেনে ছিড়ে ফেলল। 'অনেক লুকাছুপি হলো রানিসাহেবা, এবার একটু বিশ্রাম নেয়া যাক।'

'পা দুটো শক্ত করে ধরো, গাধা কোথাকার!' দ্বিতীয় জন তাই করল। 'চিৎকার বন্ধ করো, নয়তো জীভ কেটে ফেলব।'

শাস্ত্রী ওদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল। দজ্জি আর বিলতান, দু'জনেই জীতের সঙ্গী। শাস্ত্রী ঢোক গিলে উপরে তাকাল, নতুন কারও পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে।

দজ্জিও শুনেছে, ও সেদিকে তাকাল। 'ওই যে হতচ্ছাড়া কবি, আরম ধূপ,' বিলতানকে বলল। 'ওকে খুন করে ফেল।'

'তুমি করো, আমার শুধু মেয়েটাকেই চাই।'

আরম হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। পোশাক ছিঁড়ে শরীরের কিছু জায়গা থেকে রক্ত বেরুতে লাগল। 'নামরদটাকে দেখো, নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতেও পারছে না,' দজ্জি অবজ্ঞার সুরে বলল।

দরিয়ার দিকে অসহায়ের মতো তাকাল আরম। মেয়েটার কামিজের একাংশ ছেঁড়া। ওর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় শাস্ত্রীকে দেখা গেল তরবারি হাতে। 'ওকে ছেড়ে দাও, বিল।' তীব্র কণ্ঠে সৈন্যটাকে বলল।

ওরা দুজনেই শাস্ত্রীর দিকে ঘুরল। দজ্জি নির্বোধের মতো হাসছে। 'সেনাপতি শাস্ত্রী! আমরা ওকে খুঁজে পেয়েছি।'

'আর এখন একটু অনন্দ করব আমরা,' বিলতান বলল। 'তুমি বাধা না দিলেই বরং ভালো হবে।'

'মনে রেখো, তোমারা একজন রানির গায়ে হাত দিচ্ছ,' শাস্ত্রী গর্জে উঠল।

বিলতান মাটিতে থুথু ফেলে উঠে দাঁড়াল। 'এমনিতেও ওকে আগুনেই পুড়ানো হবে, সেনাপতি। আমরা যাই করি না কেনও, তাতে কিছু যায় আসে না। সব দোষ ওই কবির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যাবে।'

শাস্ত্রী আরেকটু এগিয়ে এল। দজ্জি তরবারি উঁচিয়ে ধরল।

BanglaBook.org

'রানিকে ছেড়ে দাও, বিলতান। আর ভালো চাও তো পিছু হটো। এ আমার আদেশ।'

খুনি দুইটা একসাথে হেসে উঠল। বিলতানও তরবারি বের করল। 'বরং তুমিই পিছু হট, সেনাপতি।' অবজ্ঞার সুরে বলল। 'এমনিতেও আজ রাতেই তোমার মরণ হবে। জীত এর জন্য পুরষ্কারও ঘোষণা করেছে!'

সেনাপতির মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল, পায়ের নিচে মাটি যেন কেঁপে উঠল। আচ্ছা, তাহলে এই খবর।

শাস্ত্রী ক্ষিপ্রতার সাথে এগিয়ে গেল, দজ্জির তলোয়ারে আঘাত হানল। তাল সামলাতে না পেরে পিছিয়ে গেল দজ্জি, এই সুযোগে দ্বিতীয় কোপ বসাল ও। দজ্জির হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল, আর সাথে সাথেই ওর পেটে তরবারি ঢুকিয়ে দিল শাস্ত্রী, একবার, দুইবার। ফিনকি দিয়ে, গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল। ধাক্কা দিয়ে দেহটাকে পাহাড়ের ঢালে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল শাস্ত্রী।

দজ্জির এই অবস্থা দেখে ঘাবরে গেছে বিলতান। দরিয়াকে দাঁড় করিয়ে, গলায় ছুড়ি ধরে রেখেছে। 'থামো! থামো বলছি! আর এক পাও এগুবে না! নয়ত ও মারা যাবে!'

শাস্ত্রী থামল না। 'সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, বিলতান,' ও বলল। দশ গজ দূরত্ব এখন ওদের মাঝে। 'তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। শেষবারের মতো বলছি, ওকে ছেড়ে দাও; যাও এখান থেকে পালাও, নয়তো মারা যাবে!' দূরত্ব ছয় গজে কমে এল।

বিলতান শাস্ত্রীর চোখের দিকে তাকাল, আর হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে দরিয়াকে এক পাশে ফেলে দিল। তারপর পিছন ঘুরে পালাতে যাবে, এমন সময় শাস্ত্রী তরবারি চালাল। বাঁ পাজর ভেদ করে একদম হৃদপিণ্ড বরাবর ঢুকে গেল তরবারিটা। বিলতানের আর্তচিৎকার আর কিছু হাড় ভাঙার শব্দ হলো। শাস্ত্রী তরবারিটা বের করতেই নিথর দেহটা নিচে পড়ে গেল। বিলতান শ্বাস নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল, পারল না। চারপাশ নিরব হয়ে গেল, শুধু দরিয়া ফুপিয়ে কাঁদছে।

'শান্ত হন, রানিজী,' শাস্ত্রী ফিসফিস করে বলল, বাতাসে কান পেতে কিছু শুনার চেষ্টা করছে ও। আরমকে দেখেও কোনও ভাবান্তর হলো না ওর মাঝে, দূরে কোথাও ঘোড়ায় খুরের শব্দ ভেসে আসছে, পশ্চিম দিক থেকেই হবে। জীত আসছে, দলবল নিয়ে।

শাস্ত্রী রানির দিকে ঘুরল, এক হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে, রানিজী।'

দরিয়া জুবুথুবু হয়ে আছে, কামিজের ছেঁড়া অংশ এক সাথে জড় করে হাত দিয়ে চেপে রেখেছে। ও শাস্ত্রীর দিকে তাকাল। 'সেনাপতি?' ও বলল, এই একটা

BanglaBook.org

কথাতেই যেন হাজারটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল। পাশে থেকে আরমও শাস্ত্রীর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, যদিও চোখে অবিশ্বাসের আভাস স্পষ্ট।

এই মুহূর্তে ওরা কীসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, শাস্ত্রী জানে না। 'রানিজী, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। আমাদের এই মুহূর্তেই পালাতে হবে, নয়ত মৃত্যু অবধারিত, এমনকি আমিও রেহাই পাব না।'

দরিয়া মাথা ঝাকাল। 'কোথায় যাব, সেনাপতি?'

শাস্ত্রী সামনের দিকে তাকাল। অনেকগুলো মশাল এক সাথে জড় হচ্ছে। জীত সঙ্গীদের নিয়ে চলে এসেছে, সংখ্যায়ও বৃহৎ ওরা। এতোজনের সাথে শাস্ত্রীর একা লড়াই করা সম্ভব নয়, ওদের তাড়াতাড়ি কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে।

ঢালুর দিকে ফিরল শাস্ত্রী। 'মাফ করবেন, রানিজী, আপনি যেখান দিয়ে এসেছেন সেখানে আবার ফিরে যেতে হবে আমাদের, এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা দেখছি না।'

আরম সেনাপতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ওর চোখে আশা আর ভয় দুটোই প্রতিফলিত হচ্ছে। লোকটা কি সত্যি ওদের সাহায্য করছে? নাকি কোনও চাল খাটাচ্ছে, দরিয়া আর ওকে ধরে নিয়ে শুঁলে চড়াবে নাকি শেষে? ও দরিয়ার দিকে তাকাল, মনে হচ্ছে মেয়েটা ঘোরের মাঝে আছে, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, নেশাগ্রস্তের মতো। পিছ থেকে ঘোড়া আর মানুষের পায়ের শব্দ প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে।

শাস্ত্রী অন্ধকারের এক পাশ থেকে কিছু জিনিস; একটি তরবারি আর ঢাল, একটি ধনুক এবং তীর ভর্তি একটি তূণীর, তুলে এনে আরমকে দিল। 'তুমি তীর ছুঁড়তে জান, কবি?' আদেশের সুরে জিজ্ঞাসা করল।

আরম শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'প্রয়োজনে সেটা করো,' সেনাপতি বলল। নিজের গায়ের আলখেল্লাটা খুলে দরিয়ার গায়ে জড়িয়ে দিল এবং আরমের ব্যাগ দুটো কাঁধে তুলে নিল। 'চলে আসুন, আর দেরি করা যাবে না।'

ওরা ঢালু বেয়ে উঠতে শুরু করল, শাস্ত্রী ওদের সাহায্য করছে। আরম যোদ্ধাদের মতো, বাঁ হাতে ঢাল ধরে, তীর ভর্তি তূণীর কাঁধে ঝুলিয়ে নিল; কোমরে তরবারিটা গুজে নিল এবং উপরে উঠতে শুরু করল। বারবার পিছে ফিরে তাকাচ্ছে ও। লাল, কমলা মশাল গুলো এক সাথে জড় হচ্ছে। কমপক্ষে বিশ জন হবে, আরম গুনে দেখল। ও আরও দ্রুতগতিতে উপরে উঠতে শুরু করল। ওর পাশেই দরিয়া উঠছে, ধীরে ধীরে নিজের ভারসাম্য ফিরে পাচ্ছে যেন। চেহারা থেকে আতঙ্কের ছাপ মুছে গেছে, আগের মতো দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে ওখানে। আরমের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও।

BanglaBook.org

ওরা দুই-তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিয়েছে আর এমন সময় তীর নিক্ষেপের শব্দ শুনা গেল। আরম শিউরে ওঠল, পাশ দিয়েই একটা তীর শীষ কেটে চলে গেল। আরেকটা তীর এসে শাস্ত্রীর কাঁধের ব্যাগে বিঁধল। শাস্ত্রী হাঁটুর উপর বসে পড়ল, এবং আরেকটা তীর ওর মাথার খুব কাছ দিয়ে চলে গেল।

'থামো, গাধার দল!' নিচ থেকে কেউ গর্জে উঠল। 'তীর ছোঁড়া বন্ধ কর! ওদের আমার জীবিত চাই!' আরম দেখল, জীত পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উঠে আসছে।

'শাস্ত্রী!' জীত চেঁচিয়ে ডাকল, ওর কণ্ঠ পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ও বিড়বিড় করে কিছু বলল। 'থামবেন না, রানিজী। উঠতে থাকুন।' আরমের দিকে তাকিয়েও একই কথা বলল।

'শাস্ত্রী!' জীত আবারও গর্জে উঠল। 'শাস্ত্রী থামো বলছি, নয়ত তোমাকেও বিদ্রোহী ভাবব। আর তোমার সব প্রিয়ভাজনদের শূলে চড়াব।'

শাস্ত্রী থমকে গেল, পিছন ঘুরে নিচে, জীতের দিকে তাকাল, ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। আরম আর দরিয়া ওকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেল। হঠাৎ আবার আরম–এর মনে ভয় ঢুকে গেল।

শাস্ত্রীর মাথার মূল্য কত?

BanglaBook.org

অধ্যায় ষোলোঃ অনুসন্ধান
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

অবয়বগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল, লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হলো পুরো থিয়েটার। আমানজীত আর দীপিকা নিজেদের থিয়েটারের মাঝখানে আবিষ্কার করল। সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, গালাগাল দিচ্ছে, কেউ কেউ আবার চিপ্স, খাবার-দাবারও ছুঁড়ে মারছে।

কোনও রকমে মাথার উপর জ্যাকেট রেখে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

রাস্তায় নেমে আসতেই দীপিকার হাত চেপে ধরল আমানজীত। 'সত্যি বলছি, ওটা আমি ছিলাম না!'

ভয় নিয়ে ওর দিকে তাকাল দীপিকা। 'তুমিই ভালো জানো!'

'তুমিই না সকালে আমাদের বললে-"অতীত নিয়ে ভেবে কাজ নেই", আমাকে আর বিক্রমকে। কথাটা তোমার আর আমার ক্ষেত্রেও খাটে! ওটা কোনও এক অতীত ছিল, দীপিকা!' আমানজীত লক্ষ্য করল, আশেপাশের লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ওর মাথা খারপ হয়ে গেছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে যা যা হচ্ছে ওর সাথে, তাতে মাথা খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দীপিকা ওর দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হাসার চেষ্টা করল। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, পাগড়ীওয়ালা,' দীপিকার কণ্ঠের চপলতা বুঝতে পারল আমানজীত। 'তোমার কথাই ঠিক।' মৃদু কেঁপে উঠল দীপিকা। 'কিন্তু এসব হচ্ছেটা কী? যেন পুরো দুনিয়াই পাগল হয়ে গেছে।' আশেপাশের লোকগুলোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে ও। 'আমার খুব ভয় লাগছে।'

'চারাপাশে এত মানুষ থাকা সত্ত্বেও, অশরীরীগুলো দেখা দিচ্ছে,' আমানজীত বিড়বিড় করে বলল। 'আমাদের এখন কী করা উচিত?'

দীপিকা ওর দিকে তাকাল এবং নিচু গলায় কথা বলল। 'আমি জানি না। দুঃখিত, আমি বাড়ি চলে যেতে চাই।'

আমানজীত দমে গেল। 'ঠিক আছে,' করুণ কণ্ঠে বলল। 'আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

দীপিকা মাথা ঝাঁকাল। 'না, আমি দিল্লি চলে যাব।'

BanglaBook.org

আমানজীত খেয়াল করল, ও এখনও দীপিকার হাত ধরে রেখেছে। হাত ছেড়ে দিল। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। গাড়িতে বেশি করে পেট্রোল ভরে নিতে হবে আগে তাহলে। ছয়শ মাইলের রাস্তা, কম কথা নয়।'

এবার খুব সুন্দর করে হাসল দীপিকা। 'বোকা।' পেট চেপে ধরল। 'তোমার কি ক্ষুধা লেগেছে?'

পাশেই একটি রেস্তোরায় ঢুকল ওরা। গোগ্রাসে ডাল দিয়ে রুটি গিলল, আর কোক দিয়ে গলা ভেজাল। 'বিক্রমকে ফোন করে জানানো উচিত আমাদের,' দীপিকা বলল।

দীপিকাকে স্বাভাবিক হতে দেখে আমানজীত খুশিই হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, থিয়েটারে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর কোনও দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কে জানে, হয়তো তাই হবে! 'ও হয়তো ব্যস্ত আছে, রহস্যের কূলকিনারা খুঁজছে, ওকে বিরক্ত না করাই বরং ঠিক হবে।' ও বলল।

দীপিকা ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ওরা, বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। রাস্তাটা খুব একটা চওড়া না। ওটার একপাশ দিয়ে গরুর গাড়ি, আরেকপাশ দিয়ে একটা মোটরবাইক যাচ্ছে। মানুষের হৈ হল্লা, আর বিক্রেতাদের হাঁক-ডাকের এক বিচিত্র সুর ভাসছে বাতাসে। এই রাতদুপুরে এতো শত মানুষের মাঝে ভূত দেখাটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। কদাচিৎ দুই একজন পরিচিত সহপাঠীকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। আমনজীতের দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি দিচ্ছে, ও তাড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গীতে হাত নাড়ছে। সোমবারের মাঝেই সবার আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, আমানজীত দিল্লির মেয়েটার সাথে ডেটে গিয়েছে। ওর জন্য সুখ্যাতি হলেও, দীপিকার জন্য না। তবে ভূত দেখা, আর গুণ্ডাদের ধাওয়া খাওয়ার চেয়ে অন্তত ভালো।

'কেনই বা এসব হচ্ছে?' আমানজীত বিস্ময়ে একটু জোড়েই বলল।

দীপিকা শ্বাস ছাড়ল। 'মান্ডোরে যেতেই, কিছু লোক আমাদের ধাওয়া করল!'

'সেই সাথে জীতেনের অগ্নিকুণ্ডে পা দেয়া, এবং অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটা-এসবও আছে।' আমানজীত মনে করিয়ে দিল।

'ছবির পর্দায় দেখতে পেলাম, শাস্ত্রী একটা মেয়েকে অত্যচার করছে,। যে কিনা আবার আমি!' আমানজীতকে বলল দীপিকা। 'কিন্তু আমার এসবের কোনও স্মৃতিই নেই!' আচমকা ফোন বেজে ওঠায়, লাফিয়ে উঠল মেয়েটা। 'বিক্রম ফোন দিয়েছে...হাই, বিক্রম!'

আমানজীত বিরক্ত হলো।

'তাই?...আমানজীতের বোন! সত্যিই? ওহ... আমরা এক্ষুনি আসছি!' ফোন কেঁটে দিল দীপিকা। 'তোমার বোন, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে লাইব্রেরীতে। ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যত তারাতারি সম্ভব আমাদের যেতে বলেছে বিক্রম।'

BanglaBook.org

আমানজীত উত্তেজিত হয়ে গেল। রাস! ও উঠে দাঁড়াল।

যদি আমার বোনের কিছু হয়, তাহলে এর মাশুল গুনতে হবে, দায়ী যেই হোক।

বিক্রম দেখল, লাইব্রেরীর প্রাইভেট রুমে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আমানজীত প্রবেশ করল! 'রাস! রাস?'

ওর বোন একটি আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে চা খাচ্ছে। 'হাই,' রাস দুর্বল কণ্ঠে বলল।

দীপিকাও রুমে প্রবেশ করল। 'কি হয়েছিল?'

'আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম,' রাস কথাটা এমন ভাবে বলল যেন এখনও শক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বিক্রম এগিয়ে এল। 'ব্যাপারটা তারচেয়েও, কিছু একটা ওকে অজ্ঞান করে দিয়েছে। একটা তরুণীর ভূত, বেশভূষায় মনে হচ্ছিল যেন কোনও মধ্যযুগীয় রাজকন্যা।'

আমানজীতের দিকে তাকাল দীপিকা। 'আমরা কী দেখেছি সেটা বোধয় ওদের বলা উচিত।'

থিয়েটারের ওরা কী দেখেছে সবটাই বলল, রাস হতভম্ব হয়ে শুনছে। ওর মাথা একবার দীপিকা আরেকবার আমনজীতের দিকে ঘুরছে। 'সত্যিই অদ্ভুত,' ও বলল অবশেষে। 'যদি ওই মেয়েটাকে দেয়াল ভেদ করে আসতে না দেখতাম, তাহলে এসব কথা বিশ্বাসই করতাম না... তখন মনে হচ্ছিল যেন আমি দম আটকে মারাই যাব।' রাস এখনও জানালার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে।

রাসের জ্ঞান ফেরাতে বিক্রমকে সাহায্য করে লাইব্রেরীর স্টাফরা। একজন বয়স্ক মহিলা চা বানাচ্ছে আর ওদের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছে। একটু পরেই আরও তিনকাপ চা নিয়ে সে রুমে ঢুকল, সন্দেহের দৃষ্টি তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

মহিলা চলে যেতেই, বিক্রম ওর নোটবুকটা বের করল। 'শোন,' ও বলা শুরু করল।

আমানজীত হাত তুলে বিক্রমকে থামাল। 'দাঁড়াও। আগে আমাদের একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। রাসও কি এসবের সাথে জড়িত?'

রাস প্রতিবাদ করল। 'অবশ্যই আমি জড়িত, ব্যাপারটা তোমার ভালো লাগুক চায় না লাগুক। ভুলে যেও না, দেয়াল ভেদ করে ভূত আসতে আমিও দেখেছি!' আমানজীত লক্ষ্য করল, রাস ওর স্বরূপে ফিরে এসেছে, যেমনটা ওকে দেখে অভ্যস্ত। খুব সম্ভবত শক কাটিয়ে উঠছে, ও ভাবল। তবে বোনকে এসবে জড়াতে

BanglaBook.org

মোটেও ইচ্ছে নেই তার, এসব থেকে রাসের দূরে থাকাই ভালো। দীপিকা ওর দিকে সঙ্কিত হয়ে তাকাল, যেন আমানজীতের সাথে সেও একমত।

বিক্রমের আগেই এটা মনে হয়েছে। 'আমার মনে হয়, রাসও এর সাথে জড়িত,' ও তাড়াতাড়ি বলল। 'যদি তা না হতো, তাহলে ভূতটাকে ওর দেখার কথা না। তোমাদের আরেকটা কথা বলা হয়নি...মনে হচ্ছিল ভূতটা যেন রাসকে আগে থেকেই চেনে।'

আমানজীত ভ্রূ কুঁচকালো।

রাস সজোরে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওটা অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল, আর পরক্ষণেই চিৎকার করে পালালো। 'যেন আমাকে ভয় পেয়েছে!' এক নিঃশ্বাসে বলল। 'ওর নাম ছিল পদ্মা।'

আমানজীত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে। ধরে নিলাম, তুমি আছো!'

রাস ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরল। আমানজীত চোখ পাকিয়ে দীপিকার দিকে তাকাল। 'দেখলে আমি কাদের সাথে বসবাস করি?'

'এবার শোন,' বড়দের মতো করে বলল বিক্রম। 'তথ্যগুলো আমি এখানকার কিছু বই আর নথিপত্র থেকে পেয়েছি। সব কিছু যেন এক সূত্রে গেঁথে আছে। আমি আগেই বলেছি, হাজার বছর আগে যোধপুর একটা সাধারণ গ্রাম ছিল মাত্র, আর তখনকার রাজধানী ছিল মান্ডোর, যেখান থেকে আমরা ঘুরে এসেছি। পরে কোনও এক কারণে রাজসভা অভন্তিতে স্থানান্তর করা হয়, তারপর মান্ডোরের কী হয় তা জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখানে আমি একটা নোট পেয়েছি, যেটায় রবীন্দ্র নামে এক রাজার কথা লিখা আছে। তার ছয়জন কি সাতজন রাণী ছিল। যখন রাজা মারা যায়, রাজার সাথে তার স্ত্রীদেরও চিতায় পুড়ানো হয়। সেই দিনই আবার তার একমাত্র সন্তান-চেতন-মারা যায়, রাজার আর কোনও পুত্র সন্তান না থাকায় বংশধারাও থেমে যায়, এবং তার সম্রাজ্যের পতন ঘটে।' বিক্রম ওদেরকে পুরাতন নোটটা দেখাল। 'সাক্ষরটা খেয়াল করেছ, এ.ডি.। এটা অবশ্যই আরম ধূপ লিখেছে।'

'কিন্তু কেন? হতে পারে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই কাকতালীয়।' দীপিকা সমর্থন পাওয়ার আশায় আমানজীতের দিকে তাকাল।

বিক্রম কথা চালিয়ে গেল। 'না! মান্ডোরের সাধুটা আমাকে আরম ধূপ বলে সম্বোধন করেছিল, আর স্বপ্নেও নিজেকে আরম ধূপ হিসেবে দেখি।'

বিক্রমের দিকে তাকাল রাস। 'তুমিও অদ্ভুত সব স্বপ্নে দেখ?'

আমানজীতের মুখ দিয়ে অস্ফুর্ত আর্তনাদ বেরুল। 'তুমিও দুঃস্বপ্ন দেখ?'

BanglaBook.org

রাস মাথা দোলাল। 'আগুনের, সাথে এক স্বৈরাচারী রাজা আর তার স্ত্রীদের... এবং এক ভাই, যে শুধু মুখ বুজে সব দেখে, সাহায্যের হাত বাড়ায় না কখনও।' ও আমানজীতের দিকে তাকাল। 'কি, পরিচিত মনে হচ্ছে?'

আমানজীত মাথা কাত করে ফেলল। কথাটা অনেকটা সত্যিই, শেষ কবে মাকে আর বোনকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করেছে ওর মনে নেই, মোট কথা ও এসবের খেয়ালই রাখে না। সে যাই হোক, যদি রাসও এমন স্বপ্ন দেখে তাহলে নিশ্চিত ভাবেই ও এসবের সাথে জড়িত, যেটা কিনা খারাপের থেকেও খারাপ। বোনের দিকে ভালো করে তাকাল ও। 'রাস তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

ওরা সবাই রাসের দিকে ঘুরল। 'না, আমি ঠিক আছি,' রাস এমন ভাবে বলল যেন কোনও ঘোরের মাঝে আছে। 'সত্যিই।' ওর চোখ উলটে যাওয়ার উপক্রম, মাথা এক পাশে ঝুঁকে গেছে।

আমানজীত মনস্থির করে ফেলল। 'আমি তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।'

রাস আপত্তি জানালো, কিন্তু কেউ ওর কথায় কান দিল না। ওরা একটি ট্যাক্সি করে আমানজীতদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রাস গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিক্রম আর আমানজীত মিলে রাসকে কোলপাজা করে ঘরে নিয়ে গেল। আমানজীতের মা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই ওরা রাসকে বিছানায় শুইয়ে দিল, আর ঘর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ ছাদে উঠে গেল। শহরের উপর মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেহেরাণগড় দুর্গ, রাতের বেলায় এর সৌন্দর্য যেন আরও কয়েক গুন বেড়ে গেছে। আলোকিত দূর্গের চারপাশ থেকে হলুদ আভা ছড়াচ্ছে, সে এক নৈসর্গিক দৃশ্য।

ওরা তিনজনই দুর্গটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, আর একটা কথাই ভাবছে, বিক্রমের কথাই যদি সত্যি হয়!

'তো, আর কি জানতে পারলে?' আমানজীত মৌন্যতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করল। প্রত্যেকের জন্য একটি করে সোডার বোতল নিয়ে এসেছে।

বিক্রমের হাতে একটি পুরাতন বই দেখা গেল। বইটার নাম "দ্য ল্যাটার ভার্স অফ আরম ধূপ, পোয়েট অফ মান্ডোর"। 'আরম ধূপ এই বইটাতে অনেক গুলো কবিতা, শ্লোক লিখেছে। বইটার ভূমিকায় লেখা আছে, তার প্রথম দিককার বেশিরভাগ লেখাই কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। এই বইতে যে কবিতাগুলো আছে, সেগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমেই আছে প্রেমের কবিতা। আর প্রতিটা কবিতার প্রিয়তমা একজনই, পারস্যের মেয়ে, যাকে আরম মন প্রাণ উজাড় করেই ভালোবাসত, কিন্তু মেয়েটা বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয় ভাগে সে ভূচিড়িয়া পাহাড়কে–যখানে এখন মেহেরাণগড় সগর্বে মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে–সেটাকে নিয়ে লিখেছে। পাহাড়টা তার মনকে এতোটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, পাহাড়ের

BanglaBook.org

প্রতিটা পাখি, সরীসৃপ নিয়েও সে কবিতা লিখেছে। বিশেষ করে এর গুহাগুলোর কথাই বেশি লিখেছে।'

'মেহেরাণগড়,' আমানজীতের কণ্ঠে বিস্ময়। 'সেখানে গুহা আছে? জানতাম না তো!' অন্যান্য যোধপুরবাসিদের মতো আমানজীতও অনেকবার গিয়েছে ওখানে। প্রতিবার দুর্গটাকে দেখে ও মুগ্ধ হয়, এমনকি দূর্গের তোপগুলো নিয়ে কল্পনাও করে। ভাবে, যদি তোপের গোলা ছোঁড়া হয়, তাহলে কোথায় গিয়ে পড়বে? আরও দেখে, চারপাশ থেকে সৈন্যরা ওকে ঘিরে রেখেছে, আর ও তাদের সাথে যুদ্ধ করছে।

'বইটির শেষ অংশে সে... মানে...' বিক্রমের মুখ বিষন্ন দেখাচ্ছে। 'শেষ ভাগের লেখগুলো রামায়ণ নিয়ে রচিত। রামের হাতে রাবণ বধ নিয়ে এক বিষদ কবিতা লিখেছে সে।'

'কি!' আমানজীত চেঁচিয়ে উঠল। 'আবার সেই রামায়ণ!'

'এখন মনে হচ্ছে তোমার মাথাতেই রামায়ণের ভূত চেপেছে,' দীপিকা বলল। 'এসবের সাথে আমাদের মিল কোথায় দেখছ তুমি?'

বিক্রমের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেছে। 'না মানে...ওই যে বলেছিলাম না... যদি আমার বাবা আমানজীতের মাকে বিয়ে করে, তাহলে আমাদের পরিবারটাও ঠিক রামায়ণের মতোই হবে-তিন রাণী, চার পুত্র। আরম ধূপের বোধহয় রামায়ণের প্রতি ছিল দুর্বলতা। আর মান্ডোর হলো সেই জায়গা যেখানে রাবণের সাথে মন্দাদরীর বিয়ে হয়। কথাগুলো নগন্য মনে হলেও, এর গোড়াপত্তন হয়েছে ওখানেই।'

তিনজনেই চুপ হয়ে গেল, শূন্য দৃষ্টিতে আকশের দিকে তাকাল। আমানজীত হতবাক হয়ে গেছে। দীপিকাকে মাথা নাড়তে দেখল ও, যেন সব বুঝে গেছে। কিন্তু আমানজীতকে বোকা বানানো এত সহজ না, গনিত ক্লাসে ও হরদম এমনটা করে। আসলে যে মেয়েটা কিছুই বোঝেনি, তা অভিজ্ঞতা থেকেই ওর কাছে পরিষ্কার। তবে বিক্রমই একমাত্র ব্যক্তি, যে কিনা ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দলনেতা হয়ে চেলার কাছে থেকে পরামর্শ চাইতে হচ্ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও, আর কোনও উপায় নেই আমানজীতের সামনে। 'এখন আমাদের কী করা উচিৎ, বিক্রম?'

বিক্রমকে দেখে মনে হলো, যেন এই প্রশ্নটার জন্যই ও অপেক্ষা করছে। 'আমাদের মেহেরাণগড়ে যাওয়া উচিৎ। পাহাড়ের গুহাগুলোর খোঁজ করা উচিৎ। বইটা কিন্তু এমন কিছুর দিকেই নির্দেশ করছে। বিশেষ করে রবীন্দ্র, ওর ছেলে এবং স্ত্রীদের আসলে কী হয়েছিল, তার দিকে।' আমানজীত আর দীপিকার দিকে তাকাল ও। 'কালকেই তাহলে যাওয়া যাক, কি বল?'

BanglaBook.org

সবাই একমত হলো। 'তাহলে ওই কথাই রইল।' বিক্রম শ্বাস ছাড়ল, যেন বড় কোনও দায়িত্বভার বুক থেকে নেমে গেছে। 'আর এখন থেকে আমাদের একত্র হওয়াটা কমিয়ে দেয়াই বোধহয় ভালো। একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার, আমরা একত্র হলেই কোনও ভাবে অপশক্তিগুলো আমাদের অবস্থান জেনে যায় আর পিছু নেয়। যত বেশিবার একত্র হয়েছি তত বেশিই বিপদে পড়েছি। আরও একটা কথা, আমার মনে হয় রাস সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওকে এইসবে জড়ান ঠিক হবে না।' কথা গুলো নিচু স্বরে বলল বিক্রম।

শেষ কথাটা আমানজীতের খুব পছন্দ হয়েছে। হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'বিক্রম, তোমার আরেকটা কথা জানা উচিৎ। রাস... আসলে, এটা ওর ডাক নাম। পুরো নাম রাসীতা।'

বিক্রমের মুখ দিয়ে অস্ফুর্ত আর্তনাদ বেড়িয়ে এল। 'রাসীতা...সীতা?' বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকাল। 'এটা কাকতালীয়, আর কিছুই না।' যদিও ওর কণ্ঠস্বর শুনে কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় সতেরোঃ আমার যত স্নেহভাজন
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

'আমার স্নেহভাজনেরা?' শাস্ত্রী গর্জে উঠল, ঢালু পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ওর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো। 'আমার স্নেহভাজনেরা?' থুথু ফেলে আরেকবার বলল কথাটা। 'আমার স্নেহভাজন-সবাই মৃত, জীত। আর অবশিষ্ট যারা, এখানেই আছে।'

জীতের মুখে হাসি ফুটে উঠল, দূর থেকেও ওর সাদা দাঁত গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'অবশেষে থলের বেড়াল তাহলে বাইরে এল।' মাটিতে থুথু ফেলল লোকটা। 'এই মুহূর্তটার জন্য আমি কবে থেকে অপেক্ষা করে ছিলাম!' ওর কণ্ঠে সন্তুষ্টির ছাপ। 'ও মহান শাস্ত্রী, অবশেষে তোমার কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক রূপের দেখা পেলাম। আজ আমরা সবাই দেখলাম, তুমি কতটা নীচ আর বিশ্বাসঘাতক।' দুই হাত ছড়িয়ে, সৈন্যদের উদ্দেশ কথাগুলো বলছে ও, মূলত শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কান ভরছে। 'কত দিন ধরে পারস্য মেয়েটাকে ভোগ করছ তুমি? কতদিন ধরে আমাদের ছোট রানিকে ব্যবহার করছ? আমাদের উপর নিয়ে এসেছ ঈশ্বরের অভিশাপ? বিশ্বাসঘাতক লম্পট কোথাকার, আজ তোমার মৃত্যু অবধারিত।'

এক ঝাঁক সৈন্য ওর পিছে এসে দাঁড়াল, ওদের হাতের অস্ত্র গুলো চাঁদের আলোয় ছলকে উঠছে। প্রত্যেকের মুখেই হিংস্রতার ছাপ স্পষ্ট। শাস্ত্রীর বোঝার আর বাকি রইল না, সবাই জীতের কথাই বিশ্বাস করেছে, এমনকি যারা ওর অনুগত ছিল তারাও। ওর হৃদয় হু হু করে উঠল তিলককেও জীতের সৈন্যদের সাথে দেখে।

জীত হাত উঁচিয়ে নির্দেশ দিল। 'সৈন্যরা, সামনে এগিয়ে যাও। ওদের জীবিত চাই আমি।'

শাস্ত্রী পিছন ফিরে আরমকে তাড়া দিল। 'দৌড়াও, দৌড়াও। উপরে ওঠ তাড়াতাড়ি।'

আরমকে দ্বিতীয় বার আর বলতে হলো না। রুদ্ধশ্বাসে উপরে উঠতে শুরু করল। ওর মনে ভয় জেঁকে বসেছে, অন্ধকার ছাপিয়ে এই বুঝি একটা তীর এসে ওর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিবে। জীবনে এতোটা ভয় ও কখনও পেয়েছে কিনা, তা আর মনে পড়ছে না। পাশে তাকাতেই দেখল, দরিয়াও উপরে উঠছে। মেয়েটার দৃঢ় চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করছে। পাহাড়ের যে

BanglaBook.org

জায়গাটায় ওরা লুকিয়ে ছিল, ঠিক সেখানেই চলে এসেছে এখন। আরম ঘুরে, নিচের দিকে তাকাল। দরিয়াও ওর সাথে যোগ দিল। শাস্ত্রী কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে, আরমের হাত থেকে তীর ধনুক নিয়ে নিল। নিশানা ঠিক করে নিপুণ দক্ষতায় ছুঁড়ে মারল তীর।

সামনে থাকা সৈন্যটির গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার, পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ার আগেই সম্ভবত মারা গিয়েছে। বাকিরা সতর্ক হয়ে থমকে দাঁড়াল।

'থামলে কেন? এগিয়ে যাও।' সৈন্য দলের পিছন থেকে জীত নির্দেশ দিচ্ছে। নিজের ঘাড়ে বিপদ নেবার কোনও ইচ্ছাই নেই ওর।

শাস্ত্রী আবার তীর ছুঁড়ল। আরও একজন সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু পরেরবার তীর ছোঁড়ার সময় পেল না। দুইজন সৈন্য খুব কাছে চলে এসেছে।

'সেনাপতি!' দরিয়া চিৎকার দিল। 'আমাকে দাও!' বলেই শাস্ত্রীর হাত থেকে ধনুক নিয়ে নিল। ওর দিকে অবাক চোখে তাকাল শাস্ত্রী, পরক্ষণেই নিজের তরবারি উঁচিয়ে ধরল। সৈন্য দু'জন হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে আসছে।

দরিয়া এক মুহূর্তে দেরী না করে, দক্ষ তীরন্দাজের মতো তীর ছুঁড়ল। সামনে এগিয়ে আসা প্রথম সৈন্যটার গলায় গিয়ে বিঁধল তীর, সাথে সাথে মাটিতে ঢলে পড়ল লোকটা।

দরিয়ার পেছন থেকে সরে দাঁড়াল আরম। মনে হলো যেন দেবী দুর্গা সামনে দাঁড়িয়ে, উগ্রচণ্ডা হয়ে আসুরদের ধ্বংস করছে। ওর হাত থেকে তূণীর পড়ে গেল, হাত কাঁপছে। দরিয়া যেন স্বর্গীয় কোনও দেবী। নিজের ছেঁড়া পোশাকের দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, সমস্ত মনোযোগ সামনে থাকা সৈন্যদের উপর। কোমলে কঠিনে মিলে যেন ঐশ্বরিক গুণ সম্পন্ন কোনও প্রতিমা। শ্রদ্ধায় আরম হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, যেন সত্যিই কোনও প্রতিমাকে প্রণাম জানাচ্ছে। আর ঠিক তখনই, সৈন্যদের চিৎকারে ও বাস্তবে ফিরে এল।

দ্বিতীয় সৈন্যটা থেমে নেই, দৌড়ে আসছে। শাস্ত্রীও ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে বুকে তরবারি বসিয়ে, লাথি দিয়ে নিথর দেহটাকে ফেলে দিল। সৈন্যটার চেহারায় বিষাদের ছাপ নিয়ে ঢালু দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল।

এক ঝাঁক সৈন্য মৃত্য দেহকে পাশ কাটিয়ে উপরে চলে এসেছে, ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচাচ্ছে তারা।

আরমের মনে হতাশা ভর করল, মাথা কাজ করছে না ওর। সৈন্যরা সংখ্যায় ওদের চেয়ে কয়েকগুন বেশি! ভয়ে জমে গেছে ও, ঢালুর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

দরিয়া ক্রমাগত তীর ছুঁড়েই যাচ্ছে। আরও একজন সৈন্য চিৎকার করে উঠল, তীরটা তার চোখে বিঁধেছে। পরের তীরটা লক্ষভেদ করতে পারল না।

BanglaBook.org

বিশালদেহী এক সৈন্য সামনে চলে এসেছে, পাগলা ষাড়ের মতো ফুঁসছে। তেড়ে এসে এক ঘা বসাতেই শাস্ত্রী ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ করল। সেই সাথে বুক বরাবর তরবারি চালাল। পেটে লাথি দিয়ে নিচে ফেলে দিল। দুইদিক দিয়ে দুটি খড়গ শাস্ত্রীর দিকে ধেয়ে এল। কিন্তু ও তো আর থেমে নেই, তরবারি দিয়ে একজনকে আর অপরজনকে ঢাল দিয়ে পরাস্ত করল। সময় নষ্ট না করে ঢাল দিয়ে একজনের মুখ থেঁতলে দিল, অপরজনের দিকে সুকৌশলে তরবারি চালাল। সেনাপতির তরবারির ঘা সৈন্যটা নিজের তরবারি দিয়ে প্রতিরোধ করল। কিন্তু লাভ হলো না, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল শাস্ত্রী। জীত ওখানেই কোথাও আছে, উচ্চ কণ্ঠে সৈন্যদের উপরে উঠতে তাড়া দিচ্ছে।

আরম যে পাথর খণ্ডের পিছে লুকিয়ে ছিল, সেটাকে দুই হাত দিয়ে সর্ব শক্তিতে ঠেলছে এখন। উদ্দেশ্য ওটাকে নিচে গড়িয়ে ফেলা।

একটা বর্শা বাতাস ফুঁড়ে তেড়ে আসতেই, শাস্ত্রী ওটাকে ধরে ফেলল। হাঁটু দিয়ে ভেঙ্গে দুই পাশে ছুড়ে মারল। আর ঠিক তখনই আরেকটা বর্শা এসে ওর বাঁ কাঁধের একটু নিচে বিঁধল। আর্তনাদ করে উঠল শাস্ত্রী। দরিয়া নিজ ভাষায় কিছু একটা বলে চেঁচিয়ে উঠেই সাথে সাথে বর্শা নিক্ষেপকারীকে লক্ষ করে তীর ছুঁড়ল। লোকটার গলায় গিয়ে বিঁধল তীরটা।

আরমের ধাক্কায় পাথর খণ্ডটা কেঁপে উঠল, নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

বাঁ বাহুর ক্ষত নিয়ে শাস্ত্রী টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই কোথেকে একটা সৈন্য উঠে এসে শাস্ত্রীর দিকে তেড়ে গেল। আরম তা দেখে চেঁচিয়ে উঠল। সাথে সাথে লোকটাকে লক্ষ্য করে তারাতারি তীর ছুঁড়ল দরিয়া। সৈন্যটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল, হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। শাস্ত্রী এই সুযোগে নিজ তরবারির হাতল দিয়ে লোকটার মুখে কয়ে এক ঘা বসাল। নাক থেঁতলে, মাথা ঘুরে নিচের দিকে পড়ে গেল।

পাথর খণ্ডটা সামনে যাকে পেয়েছে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি গড়িয়ে পড়ার কম্পনের ফলে আরেকটি পাথর খণ্ডও আলগা হয়ে নিচের দিকে পড়তে শুরু করেছে! ধুলাবালির মেঘ জমে যাওয়ায়, উপর থেকে নিচের দিকটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবে কাউকে আর উপরে উঠতে দেখা যাচ্ছে না। আরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং মাটিতে বসে পড়ল, ওমনি শাস্ত্রীও টলতে টলতে ওর সামনে চলে এল, আর গা ছেড়ে নিচে বসে পড়ল। দরিয়াও একই কাজ করল।

নিচ থেকে গড়িয়ে পড়া সৈন্যদের আর্তনাদ ভেসে আসছে।

শাস্ত্রী কাঁধ চেপে ধরে আছে। ওর হাত রক্ত আর ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। দুর্বলতা পেয়ে বসেছে ওকে, লড়াইয়ে প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়েছে কিনা। পাশ ফিরে

BanglaBook.org

দরিয়ার দিকে তাকাল। মেয়েটা বিলতানের গায়ের কাপড় টেনে নিজের সায়ে জড়িয়ে নিয়েছে, ভারী শ্বাস নিচ্ছে। দেখে অসহায় আর দুর্বল লাগছে ওকে।

'ধন্যবাদ, রানিজী,' ও বলল। 'আপনার ধনুক চালনা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

দরিয়া বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকাল, অদ্ভুত ভাবে মাথা নাড়ল, যেন ওর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। হয়তো আমাকে কদাকারই লাগছে, ভাবল ও। শাস্ত্রী উঠে দাঁড়াল, পাথর যেদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল সেদিকে তাকাল। চাঁদের রূপালি আলো কমে আসছে, পশ্চিমের দিকে যেতে শুরু করেছে। তবে ভোর হতে এখনও বহু দেরী।

পাথর খণ্ড গড়িয়ে পড়ায় ঢালু পাহাড়ের আকৃতি কিছুটা বদলে গেছে। যেন ধ্বস নেমে গেছে, সাথে উপরে উঠতে থাকা সৈন্যদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কেউ মারা গেছে, আবার কারও হাত-পা নয়ত কোমর ভেঙ্গেছে, কারও মেরুদণ্ড কিংবা পাঁজরের হাড়ও ভেঙ্গেছে। যদিও অনেকেই আবার অক্ষত অবস্থায় আছে, গা থেকে ধুলা ঝাড়তে দেখতে পাচ্ছে শাস্ত্রী। এমনকি জীতের কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছে, সৈন্যদের হাঁক ডাক দিচ্ছে; পায়ের উপর দাঁড়াতে বলছে, আবার উপরে উঠতে বলছে। তাড়াতাড়ি গুনতে শুরু করল শাস্ত্রী। দশ...পনেরো... বিশ... আরও আসছে। ডঙ্কা বাজার শব্দও শুনল, যার অর্থ আশেপাশের এলাকায় যারা আছে তাদেরও আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ওদের গতিপথের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করল শাস্ত্রী। ঢালু পাহাড় এখন আগের চেয়েও সহজে আরোহণযোগ্য। আরেকটি পাথর খণ্ড ফেলার মতো অবস্থাও নেই। এদিকে তীরও ফুরিয়ে এসেছে, আট কি নয়টা বাকি আছে। দরিয়া একটা তীর নিয়ে নিশানা ঠিক করল, কিন্তু শাস্ত্রী মাথা নেড়ে মানা করল।

'ওরা সংখ্যায় অনেক। দ্বিতীয়বার এই জায়গাটা আমাদেরকে সুরক্ষা নাও দিতে পারে। পালানো দরকার।'

আরম চাপা আর্তনাদ করল, ওর চোখ ছল ছল করছে। তবে ছোট রাণী সহজেই সেনাপতির কথায় সায় দিল। 'কোন দিকে, সেনাপতি?'

প্রথমবার ভূচিড়িয়া আরোহণের কথা স্মরণ করল শাস্ত্রী। তারপর বাকি দু'জনের দিকে তাকাল। ওরা দু'জনই এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদের মলিন আর দুর্বল দেখাচ্ছে, তবে চোখে যেন আলো জ্বলছে, চিকচিক করছে। 'এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না। তবে যেকোনও ভাবেই হোক একটা সুরক্ষিত জায়গায় আমাদের যেতে হবে, নইলে আর রক্ষা নেই।' পিছনের পাহাড়ের ভাঙ্গা চূড়ার দিকে তাকাল ও। 'পাহাড়ের পাশ কেটে আমাদের দক্ষিণে যেতে হবে। আর ভোর হওয়ার আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে, যেভাবেই হোক।'

রাণী আর সভাকবি, দু'জনেই মাথা নাড়ল। শাস্ত্রী এই দু'জনের দৃঢ়তা দেখে যেমন অবাক হয়েছে, তেমন খুশিও হয়েছে। বিশেষ করে সভাকবির। আরমের

BanglaBook.org

কাঁধ চেপে দিল ও। 'তোমাকেও ধন্যবাদ, আরম। তোমার উপস্থিত বুদ্ধিই আজ আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে।' আরম মাথা কাত করল। শাস্ত্রী ঘুরে দরিয়ার সামনে মাথা নত করল। 'আমরা কি সামনে এগোতে পারি, রানিজী?'

দরিয়া সটান হয়ে দাঁড়াল। 'অবশ্যই, সেনাপতি। পথ দেখাও।'

শাস্ত্রী ধীর পদে, পাহাড়ের পশ্চিম দিক ঘেঁষে দক্ষিণের পথ ধরে এগিয়ে চলল। পিছে থেকে সৈন্যদের গর্জন শুনা যাচ্ছে। কিছু দূর এসে, একটা তীর ছুঁড়ে ভয় দেখাল সৈন্যগুলোকে, তাতে কিছুটা কাজ হলো। যদিও একটু থেমে আবার উপরে উঠতে শুরু করেছে সৈন্যদল। শাস্ত্রী মনে মনে জীতের পিণ্ডি চটকাল এবং সামনে এগিয়ে চলল।

কিছুদূর যাওয়ার পরেই উপত্যকার ন্যায় একটি ঢালু পথের দেখা পেল শাস্ত্রী, পাহাড়ের বুক চিড়ে নিচের দিকে নেমে গেছে পথটা। ওর কাঁধ স্পর্শ করে পিছনের দিকে নির্দেশ করল দরিয়া। ওদের থেকে দশ কি বিশ গজ দূরে মশাল হাতে সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে। 'ওরা পাহাড়ের চূড়াগুলোতে তল্লাশি চালাচ্ছে, সেনাপতি।'

'তাহলে তো আমাদের উপরে যাওয়া ঠিক হবে না।' শাস্ত্রী দু'জনের দিকে ঘুরল। 'মশালের আলোয় খুব সহজেই ধরা পড়ে যাব। আমাদের এখন অন্ধকার আর নিচু জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। ওরা যাতে বুঝতে না পেরে আমাদের পাশ কাটিয়ে-ই উপরে উঠে যায়।'

দরিয়া মাথা নাড়ল। 'তাহলে আমাদের এখন কোন দিকে যাওয়া উচিৎ, সেনাপতি?' ও জিজ্ঞাসা করল।

শাস্ত্রীর কিছু একটা মনে পড়ল। 'গতবার যখন এখানে এসেছিলাম, পাহাড়টির দক্ষিণ প্রান্তে একটা হনুমান মন্দির দেখেছিলাম। ওটার পিছেই একটা গুহা আছে, এক তপস্বী বাস করত তাতে। সে বলেছিল গুহাটি দিয়ে পাহাড়ের একদম নিচে যাওয়া যায়।'

'মন্দিরটা খুঁজে বের করতে পারবে এখন?'

'অবশ্যই। আমার জানামতে, জীত এটার কথা জানে না।'

'তাহলে তো আরও ভালো।' শাস্ত্রীর দিকে তাকাল দরিয়া। 'নাকি?'

'ঠিক বলতে পারছি না। হয় আমরা বেঁচে যাব, নয়ত ফাঁদে পড়ব।'

'তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, সেনাপতি। যেটা ভালো মনে হয় করো।' শাস্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে কথাগুলো বলল ও।

শাস্ত্রী চোখ বুজল, কাঁধে দরিয়ার হাতের স্পর্শ অনুভব করল। 'তাহলে মন্দিরের দিকেই যাচ্ছি আমরা, রানিজী।' চোখ খুলতেই সামনে আরম ধূপের চেহারা দেখতে পেল। চোখ দুটোতে যেন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে।

না...এখন না। অন্তত এই মুহূর্তে না...

BanglaBook.org

লোকটার বিড়ালের মতো নিঃশব্দ, নির্ভীক চালচলন ওর অসহ্য লাগছে। এমনকি তার কর্মদক্ষতা, স্পষ্টভাষীতা আর হুশিয়ার চেহারাও ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে অনেকটা দূরে, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার চেহারা ওর মানসপটে ভেসে উঠল। রবীন্দ্রর বাকি সব সভাসদদের মতোই লোকটাকে ভয় পেতো ও। কখনও তার ভেতর কোনও মায়া-মমতা, মর্যাদাবোধ দেখেনি। এমনকি কখনও বিশ্বাসীও মনে হয়নি। হয়তো সুপ্ত ছিল, অপেক্ষায় ছিল উপযুক্ত সময়ের।

অপেক্ষায় ছিল এই সময়ের...

ও আমার হৃদয়ের রাণী! আমিই ওকে অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছি! ও শুধুই আমার!

এছাড়া আর কিইবা বলতে পারে সে? ওর মনে ভেতর এখন দ্বন্দ্ব চলছে, হিংসা আর লজ্জার। এমন একটা সময়ে, যেখানে ওদের জীবনই সংকটাপান্ন, যেখানে ওদের একে অপরকে সাহায্য করে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা ভাবা উচিৎ, সেখানে কিনা এমন হীন চিন্তা ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তবুও, দরিয়া নিজেই কেন বারংবার শাস্ত্রীর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে?

কেন?

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল সে। ক্ষমা প্রার্থনা আর পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা।

ঊষা আগমনের আরও কয়েক ঘণ্টা বাকি এখনও, যদিও পূবের আকাশ আলোকিত হতে শুরু করেছে। ঘণ্টাখানেক ধরেই ওরা নিঃশব্দে পাহাড় চূড়া দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই আরমের হাত ধরে টান দিল শাস্ত্রী। 'দাঁড়াও,' ফিসফিস করে বলল।

পাহাড়ের এক অন্ধকার ফাটলের পাশে, একটি ধূসর অবয়বকে বসে থাকতে দেখল। অবয়বটা নড়ে উঠল, মৃদু শব্দ করল, যেন স্বাগতম জানাল, পরক্ষণেই অন্ধকার ফাটলের মাঝে হারিয়ে গেল। প্রানিটার শরীরের কটু গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

আরম পেছনে তাকিয়ে, দরিয়ার হাত চেপে সতর্ক করে দিল।

এখনও একশ গজ দূর থেকে, উত্তর দিকে মশাল হাতে সৈন্যদের আসতে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিল ওদের হয়তো দেখে ফেলেছে, পরে খেয়াল করল পাহাড়ের এইদিকে তো চাঁদের আলো নেই। ওরা প্রায় অদৃশ্যই। কাছ থেকে কেউ মশালের আলো না জ্বাললে কেউ দেখতেই পাবে না। দক্ষিণের ভাঙা চূড়াটার দিকে তাকাল ও, একবার ওখানে পৌছুতে পারলেই এই গোলকধাঁধার সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ভালো কি মন্দ জানা

BanglaBook.org

নেই, তবে সেনাপতি ওদের হনুমান মন্দিরে ঠিকই নিয়ে এসেছে। এখন হয় এখানে বাঁচবে, নয়তো মরবে।

'আসুন,' শাস্ত্রী মৃদু স্বরে বলল। দরিয়ার দিকে এক হাত, আর অপর হাত আরমের দিকে বাড়িয়ে দিল। দু'জনেই ওর হাত ধরল। শাস্ত্রীর হাত উষ্ণ আর ভেজা, অনিশ্চয়তার কারণে মৃদু কাঁপছেও। একে অপরের হাত ধরেই, একপা দুইপা করে অন্ধকার ফাটল দিয়ে নিচে নামতে লাগল মন্দিরের উদ্দেশ্যে। সামনে কী অপেক্ষা করে আছে, জানে না ওরা।

অন্ধকারের গর্ভে, ফাটলের মাঝ দিয়ে একপা দুইপা করে এগুচ্ছে শাস্ত্রী। দরিয়ার ধরে রাখা হাতটা এখন খুবই ছোট, উষ্ণ আর মূল্যবান লাগছে ওর। ঊষার যেন সবে মাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে, আকাশে নীলাভ আর রক্তিম রঙ ছড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রকাশ করছে আলো। অন্ধকারের ভেতর অদেখা প্রাণিদের আর্তচিৎকার শুনা যাচ্ছে, যেন রেগে আছে। শাস্ত্রীর মনে হচ্ছে, এই বুঝি বড় দাঁতওয়ালা কোনও প্রাণী ওর ঘাড়ে চেপে বসে গলা কামড়ে ধরবে! যদিও বানরগুলো তেমন কোনও পরিকল্পনা আছে বলে মনে হলো না, বরং ওদের আসতে দেখে সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, রাস্তা করে দিচ্ছে। উপরে তাকাতেই দেখল, প্রাণিগুলো ফাটলের উপর থেকে উঁকি মেরে তাকিয়ে আছে, কিছু তো আবার ফাটলের দেয়ালে ঝুলছে, বাকিরা নিচে ওদের চারপাশে।

উপর থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'তুমি ঠিক শুনতে পেয়েছ তো?'

এরপরে আরও একজনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। 'দেখো, আরও একটি ফাটল।'

দরিয়াকে টেনে সামনে নিয়ে এল শাস্ত্রী, আর দ্রুত নিচে নামতে লাগল। উপর থেকে যেন দেখা না যায়, লুকানোর জন্য এমন জায়গা খুঁজছে ও।

ফাটলের মুখে মশালের আলো পড়তেই আকাশটা ঢাকা পড়ে গেল, অন্ধকারের বুক চিরে চারপাশ উদ্ভাসিত করল আলো।

'দে...'

সৈন্যটার কণ্ঠস্বর থেমে গেল, হাতের মশালটা ছাড়িয়ে নিচে চলে এল। বানর গুলো চিৎকার করে চারপাশে অন্ধকারের মাঝে পালালো। মশালের আলোয় ফাটলের দেয়ালের পাখির বাসা, ছোট ছোট গর্ত থেকে চকচকে কয়েক জোড়া চোখের প্রতিফলন দেখা গেল। পরক্ষণেই একটা দেহ নিচের দিকে গড়িয়ে চলে এল, সৈন্যটার যুদ্ধ বর্মের ঝনঝন শব্দে চারপাশ মুখরিত হলো। সৈন্যটাকে শাস্ত্রী চিনতে পারল। জীতের দলেরই একজন, নাম রওশন। ছেলেটার গলাটা এমন ভাবে কাটা হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন হাঁ করে আছে। তা দেখে দরিয়া আর আরম আঁতকে উঠল।

BanglaBook.org

উপর থেকে চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল ওরা, ফাটলের গায়ে তীরের আঘাতের শব্দও হচ্ছে। ঠিক তখনই একটি কালো অবয়ব ধপ করে মৃত দেহটার পাশে এসে পড়ল। দরিয়া অবয়বটার দিকে তীর ছুড়তে যাবে, এমন সময় শাস্ত্রী ওকে থামাল।

'না!' সতর্ক ভাবে বলল। 'তিলক?'

'সেনাপতি,' নিচুস্বরে বলল তিলক। 'দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম কেউ দেখবে না, তবে রওশন দেখে ফেলল। এছাড়া আর উপায় ছিল না।' অনুতপ্ত হয়ে বলল, পরক্ষণেই মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'যাই হোক, আপনার কী অবস্থা?' এমনভাবে বলল যেন শখের বশত কোনও শিকারে এসেছে ওরা।

'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি। ওরা চলে আসার আগেই দ্রুত এখান থেকে সরে পড়তে হবে আমাদের।'

তিলক দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে, নিচে পড়ে থাকা মশালটা আগলে ধরল। 'মশালটা সাথে নেই?'

শাস্ত্রী মাথা নাড়ল। 'মশালটা কবিকে দাও, আর পিছনে থেকে নজর রাখো। আমি সামনের দিকটা দেখছি।' আরম আর দরিয়ার দিকে ঘুরল। 'ও হচ্ছে তিলক। ওকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারেন, যেমনটা আমি করি।' তিলক মুচকি হাসল, আর হঠাৎ নতজানু হলো। 'আপনারা দু'জনে মাঝে থেকে মশালটা ধরুন।' ওর কথা মেনে না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল তিলক। আরম মশালটা নিয়ে নিল। 'এবার চলুন। আমাদের শীঘ্রই এখান থেকে বের হতে হবে।' দৃঢ় ভাবে বলল কথাটা।

পাহাড়ের গর্ভ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলছে ওরা, উপর থেকে সৈন্যদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলছে। সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠটা জীতের, বাজারীদের মতো অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করছে সৈন্যদের। শাস্ত্রী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, এই ফাটলটা যেন কানাগলি না হয়।

ফাটলের শেষ প্রান্তে প্রাচীন হনুমান মন্দিরটার দেখা পেল ওরা। ছোট্ট একটা ঘরের ভেতর উবু হয়ে আছে একটা বানরের প্রস্তর মূর্তি, ওটার গলায় শুকনো ফুলের মালা চড়ানো। মূর্তিটার সারা গা কমলা লাল রঙে রঞ্জিত। পায়ের সামনে আবার একগাদা মোমের স্তূপ, কালের বিবর্তনে কালো হয়ে গেছে, দেখতে সজারুর কাঁটার মতো লাগছে। মূর্তিটা থেকেও একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে, জায়গাটাও অপরিষ্কার। তবে কোনও পুজারীকে দেখা গেলো না।

'মনে হচ্ছে জায়গাটাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে,' শাস্ত্রী আন্দাজে বলল।

আরম মশাল নিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল। হঠাৎ কিছু একটা দেখে আঁতকে উঠল। 'না, পরিত্যাগ করা হয়নি,' কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল।

BanglaBook.org

মশালের আলোয়, হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা একটা কঙ্কালসার দেহ দেখতে পেল ওরা। লম্বা সাদা চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে, কিছু হাড়গোড় ভেঙ্গে পড়ে আছে। গায়ের জীর্ণ পোশাকের অন্তরালে কামড়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শাস্ত্রী ভেবে পেলো না, এই বৃদ্ধ বানরদের আক্রমনের শিকার হওয়ার আগেই মারা গিয়েছে কিনা। দরিয়ার দিকে ফিরল ও। 'আসুন, রানিজী। আমাদের শীঘ্রই এখান থেকে যেতে হবে।' মেয়েটা ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে, অঝোরে ঘামছে আর মৃদু কাঁপছেও।

দরিয়ার কাঁধে হাত রাখল আরম। 'বদ্ধ জায়গা খুব একটা পছন্দ না তার,' ও বলল।

শাস্ত্রীকে কাতর দেখাল। 'মাফ করবেন রানিজী। এছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই।'

দরিয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল, চেহারায় কাতর ভাব থাকলেও চোখ দুটো স্থির ওর।

মন্দিরটার পিছনেই একটি ছোট্ট গুহার সন্ধান পাওয়া গেল। ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাটির ভাঙ্গা থালা বাটি, কিছু শুকনো চাল। এক কোনায় একটা জীর্ণ কম্বল আর একটা লাঠিও পড়ে থাকতে দেখল। একজন তপস্বীর সংসারে যা যা থাকার সবই আছে, শুধু মানুষটাই নেই।

আরম মশালের আলোয় গুহার দেয়ালে একটি সরু সুড়ঙ্গ পথ দেখতে পেল। 'দেখ,' ও বলল। সুড়ঙ্গটার মুখে একটা বানর বসেছিল, ওরা সামনে যেতেই পালাল। এক ফুটের মতো প্রশস্ত সুড়ঙ্গটা উচ্চতা প্রায় তিন ফুট, হামাগুড়ি দিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না যদিও।

দরিয়া চাপা আর্তনাদ করল।

আরমের দিকে ঘুরল শাস্ত্রী। 'মশালটা দাও, আমি আগে যাই,' আরমের হাত থেকে মশালটা নিয়ে বলল। তিলকের নিস্তব্ধ মূর্তির দিকে তাকাল ও। ধনুকে তীর চেপে, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলাচ্ছে ছেলেটা। 'আমার পিছে পিছে আসুন, রানিজী,' দরিয়াকে বলল। মেয়েটার চোখ দুটোতে ভয় বিরাজ করেছে। ওর মনের অবস্থা কল্পনা করার চেষ্টা করল শাস্ত্রী। 'মনের আতঙ্ককে পাত্তা দেবেন না রানিজী। ভয় মানুষকে মারতে পারে না।' দরিয়া চুপচাপ মাথা নাড়ল শুধু।

হঠাৎ তিলকের তীর ছোঁড়ার শব্দ শুনা গেল, সাথে সাথে কেউ একজন আর্তচিৎকার করে পড়ে গেল। মুহূর্তের মাঝেই ধনুকে আরেকটা তীর গাঁথল ও। 'দ্রুত করুন, সেনাপতি। ওরা দলবল নিয়ে চলে আসলে আর রেহাই নেই।'

মশালটা নিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ল শাস্ত্রী। কিছুদূর যাওয়ার পরেই একটা মোড় নিল, একরকমের গড়িয়ে চলতে হচ্ছে, বের হওয়ার রাস্তা খুজতে লাগল ও। সুড়ঙ্গ পথটা নিচের দিকে নেমে গেছে।

BanglaBook.org

শাস্ত্রীর মোড় নিতেই আলোর কমতি দেখা দিল। রানির হাত ধরল আরম। 'আমরা আপনাকে রক্ষা করব,' প্রতিজ্ঞা করল ও। 'প্রয়োজনে আমাদের জীবন দিব, তবুও আপনার কিছু হতে দিব না।' যদিও মনের কোনও একটা অংশ জানে যে ও স্রেফ কথার কথা বলেছে, কারণ ওর কণ্ঠস্বর কাঁপছে...একটা ভীত বাচ্চার মতো কাঁপছে।

'আস্তে বলো, কবি,' দরিয়া ফিসফিস করে বলল। 'আস্তে!' এই অন্ধকার ভূগর্ভের সাথে এক রকমের যুদ্ধ করছে যেন মেয়েটা। দরিয়ার মনের অবস্থা বুঝতে পারল ও। এই জায়গাটার প্রতি ঘৃণা জন্মাল ওর, বায়ুর প্রতিও ঘৃণা জন্মাল তার সল্পতার জন্য।

'সেনাপতিকে অনুসরণ করা উচিৎ আমাদের,' ও ফিসফিস করে বলল। 'আমি আগে যাচ্ছি।' সামনে এগিয়ে যাবে এমন সময় বাঁধা দিল দরিয়া।

'না, আমি আগে যাব।'

ও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। তৃতীয় জনকে সম্পূর্ন অন্ধকার হাতরে আসতে হবে। এমনিতেই ও ভয় পাচ্ছে, ইচ্ছে করছে দরিয়াকে সরিয়ে আগে যেতে, তবে ভালোবাসার কাছে ভয় পরাজিত হলো। দরিয়া ওর দিকে এক পলক তাকিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ও ঘুরে তিলকের দিকে তাকাল। ছেলেটা তীর ধনুক নিয়ে ব্যস্ত। একদম নীরব মূর্তির মতো অনড় হয়ে আছে, এমনকি শ্বাস ফেলার শব্দও হচ্ছে না। ছেলেটার ব্যাপারে কোনও ধারণাই ছিল না ওর। সৈন্যদের প্রতি ওর ধারণা ছিল ভিন্ন, এরা নিষ্ঠুর, অপ্রকৃতস্থ আর পাশবিক হয়, শুধু মাত্র রক্তের স্বাদই বোঝে আর অশিক্ষিতও। তবে তিলককে বাকি সৈন্যদের থেকে আলাদাই মনে হলো, শাস্ত্রীর মতো। এই অল্প কয়েক মুহূর্তেই ছেলেটা নিজেকে জাহির করেছে, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, খোশ মেজাজি আর দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। শাস্ত্রী আর তিলককে কোনও রূপকথার রাজকুমার বলে মনে হচ্ছে ওর। এই দুজনের সাথে ওর নিজের বিস্তর পার্থক্য একদম স্পষ্ট। আমি কেনও এরকম হলাম না? আর ওদের দেখে কেনই বা আমার মনোবল কমে যাচ্ছে? আমি কি এতোটাই ছোট মনের, যে একজন সাধারণ সৈন্যকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে?

তোমার কি মনে হয়, দরিয়া একজন তুখোড় যোদ্ধার চেয়ে বেশি তোমাকে প্রাধান্য দেবে?

বুকের ভেতর একটা ফাঁপা অনুভূতি আর হতাশা অনুভব করল আরম। বুঝতে পারল, পরিণতি যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত চোখের জলেই ডুবে যাবে ওর ভাগ্য। বুকের ভেতর জমে থাকা হাহাকারকে বের হতে না দিয়ে, উল্টো বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল।

BanglaBook.org

পিছন থেকে হিসহিস শব্দ শুনতে পেল, যেন সহস্র সরীসৃপ একসাথে ডেকে উঠেছে। তবে বুঝতে পারল শব্দটা কিসের, এক ঝাঁক তীরের। আরও শুনতে পেল, সৈন্যদের আর্তচিৎকার।

'মরার শখ হয় তো এসো,' তিলকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'তোমাদের প্রত্যেকের নাম লেখা তীর আছে আমার তূণীরে।'

উপরে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, আর হঠাৎ করেই কেউ একজন চিৎকার করে উঠল আর অমনি সৈন্যদের দেহগুলো ওপর থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে লাগল। পরক্ষণেই তিলককে চিৎকার করতে শুনল আরম। দৌড়ে আসার শব্দ হলো, আর দেখল ছেলেটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করছে দ্রুত সামনে এগিয়ে আসার, ওর হাতে একটা মশাল। চেহারায় আলো পড়তেই দেখা গেল, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, দরদর করে ঘামছে, যেন বিকট কিছু দেখেছে।

'কি হয়েছে?' আরম চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি...ওরা সব...।'

'তিলক!' যেন বড় কোনও অফিসার তার সিপাহীকে আদেশের সুরে কিছু জিজ্ঞাসা করছে, এমন ভাবে বলল আরম।

'ওরা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছিল! সবাই! মৃ...মৃত!' কাঁপা কাঁপা স্বরে কোনও রকমে বলল তিলক। 'দ্রুত এগিয়ে যান। অশুভ কিছু একটা আসছে!' বলতে না বলতে ও চিৎকার করে উঠল আর কেউ ওকে পেছনে টেনে নিয়ে গেল। পেছনের অন্ধকার যেন ছেলেটাকে গিলে ফেলল।

ডিম্বাকৃতির সুড়ঙ্গ পথটা ষাট ডিগ্রী বেঁকে নিচে নেমে গেছে। নিচে থেকে জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে শাস্ত্রী। কিছুক্ষণ আগে একটা সাপকে হিসহিস করে গর্তে ঢুকতে দেখেছে। এভাবে কখনও কোনও সুড়ঙ্গ পথে ঢোকেনি বলে কিছুটা ভয়ও পাচ্ছে। তবে পেছনে রানিজী আছে, যার চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। অন্তত তার জন্যে হলেও নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে শাস্ত্রী।

কিছুটা যাওয়ার পরেই সুড়ঙ্গটার পরিবর্তন লক্ষ্য করল ও। সামনেই একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, তবে জায়গাটা নরম এবং প্রশস্ত। পিছনে ফিরে দরিয়াকে সতর্ক করে দিল ও। 'এই জায়গাটা নরম, ধীরে চলতে হবে।' তবে আরম ধূপ আর তিলককে দেখতে পেল না। ছেলে দুটো অনেক পিছিয়ে পড়েছে, একটু অপেক্ষা করা উচিৎ। নয়ত অন্ধকারে আসতে আরও সমস্যা হবে, ভাবল শাস্ত্রী।

আরম ধূপ এই পর্যন্ত ভালোই সাহসিকতা দেখিয়েছে। যোদ্ধা না হলেও দৃঢ় মনোবল আর শুদ্ধ মনের অধিকারী ছেলেটা। সবচেয়ে বড় সাহসিকতা ছিল ছোট রানিকে নিয়ে দাহ হওয়ার আগেই পালানো। যেটা কিনা ও নিজেও পারেনি। তবে

BanglaBook.org

একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেড়েছে ও, কবিও দরিয়াকে ভালোবাসে। যেমনটা ও বাসে। নাহ...এখন আর ব্যাপারটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

রানিজী, আমি আপনার সেবায় প্রয়োজনে জীবন দিতেও রাজি আছি।

শাস্ত্রী আর সময় নষ্ট না করে সামনে এগিয়ে গেল। গর্তটা দিয়ে নিচে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, মেঝেটা বালি দিয়ে জমাট বাঁধা। ও দ্রুত নিচে নেমে গেল, আর নেমেই মশালটা উঁচিয়ে ধরল দরিয়ার জন্য। ছোট রানিও নিচে নামল। কৌতুহলীর মতো চারপাশে চোখ বুলাল।

'দেখে তো মনে হচ্ছে মানুষের তৈরি, সেনাপতি।' ও বলল।

শাস্ত্রী মাথা নাড়ল। ওর-ও তাই মনে হচ্ছে। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার ওদের মনোযোগ আকৃষ্ট করল। চিৎকারটা উপর থেকে আসছে। ওরা উপরে তাকাতেই, একটা দেহ হুড়মুড় করে নিচে পড়ল। আরম ধূপ!

'শান্ত হও, আরম,' শাস্ত্রী বলল। আরমকে ভয়ার্ত দেখাচ্ছে। বালির উপর পড়েই দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে আঁচড় কাটছে, যেন বেরুনোর চেষ্টা করছে এখান থেকে। চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে আছে, কিছু একটা বিড়বিড় করছে তবে বুঝা যাচ্ছে না।

আরমকে শান্ত করার জন্য, ওকে চেপে ধরল দরিয়া। 'আরম? আরম! তোমার কিচ্ছু হয়নি! তুমি এখন সুরক্ষিত!'

তবে এখন পর্যন্ত তিলক আসেনি। শাস্ত্রী উপরে একবার তাকিয়ে, আরমের দিকে ফিরল। 'তিলক কোথায়?'

কবি অন্ধকারের দিকে মুখ করে আছে, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। শাস্ত্রী ওর দিকে ঝুঁকে এল, ভেতরের ভয় এখন ক্রোধে পরিণত হয়েছে। 'আরম! কথা বলো! তিলক কোথায়?' আরমের মুখ চেপে ধরল, তবে দরিয়া সাথে থাকায় কিছু করল না। 'কথা বলছ না যে?'

ওর দিকে তাকাল আরম, বোঝাই যাচ্ছে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে ছেলেটা। 'আমি... আমি মাত্রই সুড়ঙ্গে ঢুকেছি আর তিলককে তীর ছুঁড়তে শুনি। একটু পরেই উপর থেকে একের পর এক সৈন্য নিচে পড়ার শব্দ পাই। তিলক দৌড়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে, আমার পিছে। আর বলে দ্রুত এগিয়ে যেতে, ওর হাতে একটা মশালও ছিল। আরও বলে, সৈন্যগুলো নাকি নিচে পড়ার আগেই মারা গেছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব ভয় পেয়েছে।'

'আগেই মারা গেছে?' দরিয়া জিজ্ঞাসা করল। 'এর মানে কি?'

দরিয়ার কণ্ঠস্বর ওকে পুরোপুরি শান্ত করল। বুক ভরে শ্বাস নিল। 'তিলক এটাই বলেছে আর তারপরেই...।' আরম চোখ বন্ধ করে ফেলল, তবে কথা চালিয়ে গেল। 'কেউ একজন ওকে টেনে সুড়ঙ্গের বাইরে নিয়ে যায়। ও চিৎকার করে সাহায্যের জন্য, তবে আমি কিছু করার আগেই ও হারিয়ে যায়। আর

BanglaBook.org

তারপরেই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনি, কাউকে যেন চিরে ফেলা হচ্ছে।' ভয়ার্ত চোখে শাস্ত্রীর দিকে তাকাল ও। 'আমি তৎক্ষণাৎ পালিয়েছি। আমার কিছু করার ছিল না, সেনাপতি।'

দরিয়া ঘুরে শাস্ত্রীর দিকে তাকাল। 'হচ্ছেটা কী? তিলককে কে টেনে নিয়ে যাবে?'

'আমি জানি না, রানিজী।' শাস্ত্রী উঠে গিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর উঁকি দিল। একবার বাঁ পাশ আরেক বার ডান পাশে মশাল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, কিন্তু কিছুই পেল না। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমাদের এখানে থাকাও সুরক্ষিত না।' ও ঘরটির একপাশে অঙুল দিয়ে দেখালো। 'এই রাস্তাটা দিয়ে হয়তো এখান থেকে বের হওয়া যাবে।' দু'জনে মিলে আরমকে দাঁড় করাল। 'এবার যাওয়া যাক।'

ওরা যে সুড়ঙ্গটি দিয়ে এসেছে, সেখান থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসতে লাগল।

'বোন,' একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে বলল। 'বোন, তুমি আমাদের সাথে এস।'

দরিয়া আঁতকে উঠল এবং শাস্ত্রীর দিকে তাকাল, পরক্ষণেই আবার উপরের দিকে তাকাল। যদিও সেখানে কাউকে দেখা গেলো না, তবে কণ্ঠস্বরটিকে ওরা চিনতে পারল। খুব ভালো করেই চিনতে পারল। কণ্ঠটা হোলিকার।

BanglaBook.org

অধ্যায় আঠারোঃ বিশেষ দাওয়াত
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

'কিন্তু, তাহলে তো... বাবা, আমার কাজ আছে একটু!' বিক্রম হাত নেড়ে বলল।

'আমি বুঝতে পারছি, তবে আমারা দু'জনই আমন্ত্রিত, আর সেটা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্যও।'

'শেষ হবে কতক্ষণে?' উৎকণ্ঠা হয়ে জিজ্ঞাসা করল বিক্রম।

'বিক্রম!' বিভ্রান্তের মতো ছেলের দিকে তাকাল দীনেশ। 'আমি তো ভাবতাম বন্ধুর সাথে সময় কাটাতে তোমার ভালো লাগবে। যাইহোক, আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ফেলেছি। আর যেহেতু মহিলা বিধবা, অন্তত তার সম্মানার্থে আমাদের যাওয়া উচিৎ।' আঙুল তুলে কথাগুলো বলল দীনেশ। বাবার কণ্ঠস্বর শুনেই বিক্রম বুঝে গেল, আর কোনও কথা বলে লাভ হবে না। 'এখান যাও, মন্দিরের জন্য তৈরি হও। আমরা সেখান থেকে সোজা মিসেস বাজাজের ওখানে যাব।'

বিক্রম বাধ্য সন্তানের মতো মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, বাবা।'

বিষণ্ন মনে উপর তলায় উঠে গেল বিক্রম, ওর মনে অনিশ্চয়তা ভর করেছে। যদি আমানজীতদের বাসায় কোনও অঘটন ঘটে? যদি আমানজীত আর রাসের সাথে একই ছাদের নিচে থাকার ফলে ভূতগুলো আবার চলে আসে? গতকাল রাতের ঘটনার পরে থেকে, এখন আর কোনও ঝুঁকিই নিতে চাচ্ছে না ও।

আর তখনই ওর মাথায় আবার সেই অপ্রীতিকর ভাবনাটা উঁকি দিল, এইসব কিছুর সাথে রামায়ণের কোনও না কোনও যোগসূত্র আছেই। ঘুরে ফিরে এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে ওর। যদিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না পুরো ব্যাপারটা। একের পর এক এই কাকতালীয় ঘটনা ঘটা... লক্ষণ সুবিধার ঠেকছে না ওর কাছে। আরও একটি খেয়াল ওর মনে এসেছে। যদি আসলেই এসব কোনওভাবে রামায়ণের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ও রাম!

ও...! রাম...!

এর চাইতে হাস্যকর আর কী হতে পারে?

মন্দিরটা ওদের বাসা থেকে উত্তর দিকে তিন গলির পরেই। একটি সুন্দর কারুকার্যখচিত দরজা দিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকল দীনেশ আর বিক্রম। রবিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলেই হয়তো এই সকালেও অনেক মানুষ এসেছে মন্দিরে।

BanglaBook.org

বিকেলের পরে দূর্গে যাওয়া কথা ভেবে, বিক্রম একটা ব্যাগে কিছু জামাকাপড় নিয়ে এসেছে। চারপাশে প্রচণ্ড ভিড় জমেছে, এতো মানুষ দেখে ও ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছে না। এমনিতেই মাথা ভারী হয়ে আছে, রহস্যের জট খুলছে না। চারপাশের মিষ্টি ভোগের ঘ্রাণ, ধূপ আগরবাতির ঘ্রাণ, স্তুতির শব্দ আর একটু পর পর ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষের মন্দিরে প্রবেশ করা, নিজেদের মাঝে গল্প গুজব করা তো আছেই! এই সবকিছু মিলিয়ে ওর মাথা আরও জট হয়ে গেছে। মন্দিরে ভক্তদের মাঝে কিছু আমেরিকান, ইউরোপিয়ান পর্যটকদেরও দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে। নিজেদের মাঝে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব করছে। রুক্ষ চেহারার এক অস্ট্রেলিয়ান নাছোড়বান্দা এক ভিক্ষুকের দিকে দাঁত কটমটিয়ে তাকাচ্ছে। অপরদিকে, ছোট আর খোলামেলা পোশাকের এক বিদেশিনীর দিকে অনেকেই, বিশেষ করে ছেলেরা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। হঠাৎ করে একজনের দিকে তাকাতেই মনে হলো যেন জীতেনকে দেখল। তবে দ্বিতীয়বার ভালো করে তাকালে বুঝতে পারল, লোকটা অন্য কেউ। ওর হৃদপিণ্ড রীতিমতো হাতুড়ি পেটাতে শুরু করে দিয়েছিল!

সীতার পাশে ধনুক হাতে রামের একটা ছবির সামনে এসে নমস্কার করল ও। হে ধর্মবীর, আমাদের রক্ষা করুন, ও ফিসফিস করে বলল। যদি এই রহস্যের জাল আপনাকে ঘিরেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উপর সদয় হোন। কথাটা বলার সাথে সাথে মনে হলো, বোধহয় ঠিক হলো না কাজটা। অলৌকিক কিছু না আবার ঘটে যায়! তবে কিছুই হয়নি দেখে নিশ্চিন্তবোধ করল বিক্রম। একজন পুজারী এসে ওর কপালে চন্দনের ফোটা লাগিয়ে দিল। মন্দির থেকে বেরিয়ে এল ছেলেটা, কেমন একটা উদাসীনতা জেঁকে বসেছে যেন মনে।

দীনেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে কৃষ্ণ আর রামের স্তুতি করছে, মাথা দোলাচ্ছে। ওহো, না, তৃতীয় স্ত্রীর কোনও দরকার নেই তোমার, বাবা! যদিও নিজের বাবার এই আকুল আবেদনকে বরখাস্ত করার দাবি ও কৃষ্ণের কাছে জানাতে পারল না।

'তুমি কি সত্যিই আমানজীতের মাকে সহধর্মিনি বানাতে চাও, বাবা?' মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই বাবাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করল বিক্রম।

'তাকে কি তুমি অপছন্দ করো?' দীনেশ জিজ্ঞাসা করল। ওর বাবাকে আজ একটু বেশিই সুদর্শন লাগছে, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, সুক্ষভাবে ছাঁটা গোঁফ, গায়ে সুগন্ধির ঘ্রাণ। এমনকি পুজারীর দেয়া কপালের চন্দন ফোটাটাও যেন এক অন্যরকম সৌন্দর্য বর্ধন করেছে।

বিক্রম মাথা ঝাঁকাল। 'না, তা বলিনি। তাকে আমার ভালোই লাগে।' একই ভুল মানুষ কতবার করে...? 'শেষবারের কথা কি ভুলে গিয়েছ বাবা?'

দীনেশ ছেলের কাঁধে হাত রাখল। 'বিক্রম, ভালোবাসায় কোনও ভয় নেই। আর ভালোবাসার কোনও বয়সও নেই। জানই তো, মানুষ একাকী বাস করতে

BanglaBook.org

পারে না।' চেহারায় আহ্লাদী ভাব নিয়ে কথাগুলো বলল দীনেশ। 'আমাকে দেখো এবং কিছু শেখার চেষ্টা করো।' উপর আকাশের দিকে তাকাল ওর বাবা। 'ভালোবাসা বলতে সিনেমায় যেমনটা দেখো তা কিন্তু না। ভগবানকে ধন্যবাদ! আমাকে এতোটাও সুদর্শন বানায়নি সে, উপরন্তু না নাচতে পারি না গাইতে, তাই না? তবে বাস্তবে কেউ নাচ গান করে না। তারা একে অপরের কথা মন দিয়ে শুনে, নিজেদের মাঝে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। একে অপরকে মানিয়ে চলে, অবজ্ঞা করে নয়। কখনও কখনও তো দেখা যায়, পুরো একটা জীবন একসাথে কাটানোর পরেও একে অপরকে খুব কমই চিনেছে।'

তাকে এতটাই উচ্ছ্বাসিত আর উত্তেজিত লাগছে, যেন কোনও বাচ্চার সাথে কথা বলছে বিক্রম। ও আর তেমন কিছুই বলল না, জানে যে বলেও লাভ নেই।

নিঃসন্দেহেই পরবর্তী দুই ঘণ্টা ছিল অসাধারণ আনন্দঘন মুহূর্ত, যদিও বিক্রমের কাছে সময়টা নষ্ট হয়েছে বলেই মনে হয়েছে। কিরণের জন্য ফুল, মিষ্টি আর একটা সুন্দর স্কার্ফ উপহার হিসেবে এনেছে ওর বাবা। মুব্বাইয়ের সবচেয়ে ভালো রেড ওয়াইনও এনেছে। দীনেশ আসলেই বিস্ময়কর একটা মানুষ। সে খুব মনোযোগ দিয়ে কিরণ আর তার মৃত স্বামীর মুম্বাই অভিযানের গল্প শুনছে। গল্পগুলো খুবই শ্লথ আর মন্থর মনে হলো বিক্রমের, তবে কিরণ খুব ভালো গল্প বলতে পারে এটা মানতেই হবে। টেবিলের অপর প্রান্তে আমানজীত আর বিশিন বসে আছে। দুই ভাই নিজেদের মাঝেই মেতে আছে, বেশির ভাগ সময়েই নতুন সিনেমা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। তবে আমানজীতও হাঁসফাঁস করছে এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য, বিক্রমের মতোই উদ্বিগ্ন লাগছে ওকে।

রাস উপর তলায় শুয়ে আছে। গতদিনের পরে থেকে একটু নিস্তেজ আর সুস্থ হয়ে গেছে মেয়েটা। ফলে ও মেহেরাণগড় যেতে পারবে না, এই ভেবে বিক্রম খুব খুশিই হয়েছে মনে মনে। দীপিকাকে বলা হয়েছে তিনটার সময় দেখা করতে, যাতে ঠিক সময়ে এক সাথে যাওয়া যায়।

পুরো আসরে একজনেরই অভাব ছিল শুধু। চরনপ্রীত জেঠা। অত্যাচারী এই লোকটা আজ বাড়িতে নেই, একটা কাজে বিকানীর গিয়েছে। আজকের আসরের অর্থাৎ দাওয়াতের এটাই একমাত্র কারণ। তার নাম কেউই ভুল করেও উচ্চারণ করেনি একটিবারের জন্যেও।

কিরণকে খাবার পরিবেশন করতে দেখে বিক্রমের খুব ভালো লাগল। মহিলা রীতিমত উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে যেন। খাবার শেষে ওয়াইন বিতরন করল। তার মৃত স্বামীর হুইস্কি খুব পছন্দের ছিল, তবে চরনপ্রীত জেঠার আবার এইসব মদ্যপানে আগ্রহ নেই। ফলে ঘরের সবাই তার নিয়মেই চলত। কদাচিৎ গ্লাসটাতে চুমুক দিচ্ছে কিরণ।

BanglaBook.org

'দীনেশ, খুবই ভালো ছিল ওয়াইনটা,' গ্লাসের ওয়াইন শেষ করে, হাসিমুখে বলল কিরণ।

খুশিতে একটু বেশিই মাথা ঝাঁকাল দীনেশ। 'ভালো মানের রেড ওয়াইন তো এখানে পাওয়াই যায় না। আর নয়ত ঠিকভাবে রাখতে না পারার কারণে নষ্ট হয়ে যায়।'

'অনেকদিন বাদে রেড ওয়াইনের স্বাদ পেলাম। ওদের বাবা আনত আগে।' কিরণকে বিষণ্ন দেখাল। 'চা কিংবা কফি দেই?'

'মন্দ হয় না। আর ওদের দুইজনকেও ছেড়ে দেই, কি না কি কাজ আছে স্কুলের তাই মেহেরাণগড় দূর্গে যাবে বলছিল।' বিক্রম বাবাকে এটাই বলছে।

'হ্যাঁ, বিক্রমের সাথে থেকে থেকে আমার আমানজীতও আজকাল লেখা পড়ায় মন দিয়েছে। কারণ পড়ালেখায় এতো মনোযোগী হতে আগে কখনও ওকে দেখিনি আমি।'

আমানজীত চোখ পাকাল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল। দোরগোড়ায় চরনপ্রীত জেঠা দাঁড়িয়ে আছে, দেখেই মনে হচ্ছে যে সে ভীষণ অবাক হয়েছে। মিলিটারি পোশাক পড়া আর হাতে একটা লাঠি তার। 'এইসবের মানে কী?' ক্রুদ্ধ স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল।

ঘরের ভেতর ঢুকেই কিরণের দিকে পা বাড়াল লোকটা। মহিলা ভয়ে মুখে হাত চাপা দিয়েছে, চেহারা প্রথমে রক্তিম এবং পরে ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করল। বিশিন আর আমানজীত দ্রুত ঘরের এক কোনায় চলে গেল। ওরা জানে এখন কি ঘটবে। চরনপ্রীত সৈনিক ছিল, তার মার খেয়েই ওরা বড় হয়েছে। এমনকি ওদের মায়ের গায়েও মাঝে সাঝে হাত ওঠায় লোকটা।

কিন্তু দীনেশ আর বিক্রম এইসবের কিছুই জানত না। চেহারায় শান্ত ভাব নিয়ে বস্ত্র ব্যবসায়ী ক্রুদ্ধ শিখ সৈনিকের পথ আগলে দাঁড়াল। 'মিঃ সিং, শান্ত হোন। অস্বাভাবিক কোনও কিছু ঘটেনি এখানে।'

চরনপ্রীত একদৃষ্টে দীনেশের দিকে তাকিয়ে রইল। 'আমার অবর্তমানে এখানে আসার সাহস হলো কী করে তোমার?' গর্জে উঠল চরনপ্রীত। 'এতো বড় আস্পর্ধা!' বলেই লাঠিটা উঁচু করল।

দীনেশ শান্ত ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। 'আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই, অকারণে আমি কিংবা এখানে উপস্থিত কারও উপর হাত উঠানো কিন্তু আইনত অপরাধ।' বাবাকে এভাবে কথা বলতে দেখেনি কখনও বিক্রম।

চরনপ্রীত নাক সিঁটকাল। 'আমাকে আইন শেখাচ্ছ? নিকুচি করি তোমার আইনের, থুথু ফেলি আমি এই আইনের উপর। পুরুষ মানুষ এই সব মেয়েলি আইনের ধার ধারে না।'

BanglaBook.org

'সেই দিন এখন আর নেই। বরঞ্চ পুরুষ মানুষরাই এখন এই আইন চালায়, আবার মান্যও করে।'

চরনপ্রীত খুক করে দীনেশের শার্টে থুথু ফেলল। 'তোমার আইনের উপর আমি থুথু ফেলি, যত্তসব। যোধপুরে এমন কোনও পুলিশ নেই যে আমাকে ছোঁবে। একে তো এটা মিলিটারিদের শহর! তার ওপর আমরা হলাম রাজপুত।'

দীনেশ একচুলও নড়েনি। 'আমি পুলিশে কিছুই জানাব না। আর রাজপুতদেরও আইন মেনে চলতে হয়। আমি ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল রামেশ বিকানারায়নের কাছে, এই পরিবারের উপর আপনার জুলুমের কথা জানাব।'

আমানজীত, বিশিন আর কিরণ সহ সকলেই দীনেশ দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। এমনকি চরনপ্রীতের অগ্নিরূপও কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে সেখানে ভয় ভর করল। 'জেনারেল বিকানারায়ন...? তোমার মতো একজন পুঁচকে ব্যবসায়ীর সাথে জেনারেলের খাতির হলো কীভাবে?'

'একদম সহজ, জনাব। আমি তার পরিবারকে বস্ত্র সেবা দিয়ে থাকি। আমার জন্য তার কাছে সময় সবসময়ই থাকে।'

চরনপ্রীতকে দেখে মনে হলো যেন বস্ত্র ব্যবসায়ীর ঘাড়ই মটকে দিবে। যদিও এমন কিছু সে করল না, এমনকি ছুঁয়েও দেখল না। বিক্রম খেয়াল করল, আমানজীত আর বিশিন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তবে ওদের চেহারায় ভয়ের ছাপও স্পষ্ট। ওরা চলে যেতেই ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে যাবে, মনে মনে ভাবল বিক্রম। তাও যদি সশরীরে এখান থেকে যেতে পারে তো!

আর বাবাই বা কবে থেকে জেনারেলদের সাথে উঠাবসা শুরু করল?

তবে চরনপ্রীত দমবার পাত্র নয়। তার চেহারায় চতুরতা খেলা করছে। 'ভদ্রলোকেরা আবার কবে থেকে অন্যের পরিবার নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করল? কবে থেকে আবার দুর্বল মহিলাদের নিয়ে ভাবতে শুরু করল? আইনি সেবা দেয়া শুরু করল? এই যদি হয় তোমার মতো লোকেদের চরিত্র, তাহলে আমার বৌদির তোমার থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।'

'পরিবারে প্রধান কোনও ব্যক্তি যদি কাউকে পুনর্বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তার উপর জুলুম আর ক্ষমতার অপব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় আপরাধ,' চাতুর্যতার সাথে বলল দীনেশ। 'আর যেখানে "আপনার অবর্তমানে" এখানে আসার কথা বলছেন, ভুল বলছেন। আমার কোনও ধারণাই ছিল না আপনার আজকের উপস্থিতি সম্পর্কে। আর জেনারেলের সাথে ব্যবসায়িক কথাবার্তার মাঝে আমি এই পরিবার নিয়ে কথা বলেছি। যেহেতু দু'দিন আগে পরে কিরণকে আমি বিয়েই করব, তো এটা আমার অধিকারও বলতে পারেন।'

এই কথা শুনে চরনপ্রীত আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। 'তুমি ওকে পাবে না! এই বিয়ে আমি মানি না! তুমি শুনেছ? আমি মানি না! এখন বিদেয় হও এখান থেকে!'

BanglaBook.org

দীনেশ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। 'এটা কিরণ কৌর বাজাজের বাড়ি। যতক্ষণ না সে বলছে, আমি এক চুলও নড়ব না এখান থেকে।'

সবাই কিরণের দিকে তাকাল। সে আঁচল মুখে চাঁপা দিয়ে রেখেছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ ভয়ে আছে, আবার অনুশোচনায়ও ভুগছে। বিক্রম বুঝতে পারল বীভৎস কিছু একটা ঘটছে আগে।

চরনপ্রীত উন্মাদের মতো হেসে উঠল। 'বেশ, তাহলে তার মুখ থেকেই শুনো। কি বৌদি কিছু বলবে না?' তার কণ্ঠস্বরে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সুর।

মহিলা ভেঙ্গে পড়েছে। মনে হচ্ছে মূর্ছা যাবে। সবচেয়ে কাছে ছিল বিক্রম, ও এগিয়ে গেল। হঠাৎ ওর মনে একটা খেয়াল আসল। নিচু স্বরে তবে সবাই যেন শুনতে পায় এমন ভাবে কথাটা বলল, 'আমার বাবা জানে, মিসেস বাজাজ। সে জানে, এবং আপনার পাশে থাকতে কোনও আপত্তি নেই তার।' কিরণের চোখের দিকে তাকাল, যতটুক সম্ভব নিশ্চয়তা আর মনোবল দেয়ার চেষ্টা করল।

আমানজীতের মা আঁতকে উঠল, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। একবার ওর দিকে তো আরেকবার দীনেশের দিকে, পরক্ষনেই আবার চরনপ্রীতের দিকে ঘুরে ওর দিকে তাকাল। 'ও জানে?'

বিক্রম আবার বলল। 'হ্যাঁ, আর কোনও আপত্তিও নেই। সে আপনাকে স্বাধীনতা দিতে চায়, ব্যস।'

চরনপ্রীত অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে উঠল, দীনেশকে এক পাশে ধাক্কা দিয়ে, ঝড়ের বেগে কিরণের দিকে এগিয়ে গেল। বিক্রম সামনে এসে দাঁড়াল। দৈত্যাকার লোকটির ডান হাতটা ওর চোয়াল চেপে ধরল, তবে কিছু করার আগেই স্থির হয়ে গেল।

আমানজীত জেঠার হাত আঁকড়ে ধরেছে। চরনপ্রীত গর্জে উঠল, আমানজীতের দিকে ঘুরল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিশিন আরেক হাত আঁকড়ে ধরল। শিখ সৈনিক গায়ের শক্তিতে এক ঝাড়া মেরে দুইজনকে ফেলে দিল। মাটিতে পড়েই দ্রুত মায়ের সামনে চলে গেল ওরা।

মুহূর্তে জন্য বিক্রমের মনে হলো, চরনপ্রীত না আবার সর্বশক্তিতে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! তা না করে নাক সিঁটকাল লোকটা, কিছুক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঝড়ে বেগে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে শব্দ করে নিচে নেমে সদর দরজাটা সজোরে ধাক্কা মারার শব্দ শুনতে পেল ওরা।

সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। বিক্রমকে পাশ কাঁটিয়ে কিরণ দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরল, কান্না বাঁধ মানতে চাইছে না। দীনেশ শার্ট থেকে থুথু মুছে বিক্রমের দিকে তাকাল। বাবাকে যেন আজ অপরিচিতই লাগছে ওর। তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও।

BanglaBook.org

দরজার দিয়ে রাসকে আসতে দেখা গেল। 'কী হয়েছে?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। 'চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেলাম যে।'

কিরণ মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। 'কিছুই হয়নি, মা। সব ঠিক আছে।' সে কেঁদেই চলেছে।

'কিছু হয়নি বলছ আবার কান্নাও করছ, অদ্ভুত তো,' রাস বলল, মাকে জড়িয়ে ধরল। ওকে এখনও দুর্বলই লাগছে।

বিক্রমের দিকে ঘুরল আমানজীত। 'ধন্যবাদ, ভাই। মাকে এমন কী বলেছ তখন বুঝিনি, তবে আমি তো সবসময়েই একটু দেরীতে বুঝি।' ও ভ্রূকুটি করল। ' বলো তো, কী বলছিলে তখন?'

বিক্রম ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'আমি পরে বুঝিয়ে বলছি।' ও ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় তিনটা বেজে গেছে, ওদের দূর্গের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়া উচিৎ। 'আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে,' ও বলল।

কিরণ আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছল। 'তো, চা খাবে কে কে?'

'মিসেস বাজাজ... কিরণ... চাইলে আমরা এখন চলে যেতে পারি, কিছুটা সময় একা কাটাতে চাও যদি,' দীনেশ আন্তরিকতার সাথে বলল।

কিরণ মাথা ঝাঁকাল। 'না, না। যদি কিছু মনে না করো, থাকো। আমার ভালো লাগবে।'

বিক্রম বাবার দিকে তাকাল। ওর বাবা যে ভালোবাসার কাঙ্গাল এতদিনে এটা অন্তত জেনে গেছে ও।

আবার শুরু হলো...

অটোরিক্সায় করে যাচ্ছে ওরা। বিক্রম পাশেই আমানজীতের দিকে তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'দুঃখিত, সময় হলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, "আমার বাবা জানে" বলতে তখন আমি কী বুঝিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কী জানে?' আমানজীত জিজ্ঞাসা করল, ওর চেহারায় শঙ্কিত ভাব ফুটে উঠেছে।

বিক্রম মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল। 'এটাই যে তোমার জেঠা তোমার মায়ের সাথে একই বিছানায় ঘুমিয়েছে।' অবশেষে বলেই ফেলল ও।

আমানজীতের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল, ওর ঠোঁট কাঁপছে। 'কিন্তু... মা লোকটাকে ঘৃণা করত!'

'হ্যাঁ। হয়তোবা সে তোমার মায়ের উপর...জোর করেছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।'

আমানজীত মাথা নাড়ল। 'না! না! এটা হতে পারে না! তাহলে আমি জানতাম! অবশ্যই জানতাম!'

BanglaBook.org

'না জানাটাই স্বাভাবিক। আর তারাও সতর্ক ছিল।'

'তাহলে তুমি কীভাবে জানলে?' আমানজীত জিজ্ঞাসা করল। 'তোমারও তো জানবার কথা নয়।'

'আমিও জানতাম না। অনুমান করেছিলাম শুধু। কথাটা বলার আগেই খেয়ালটা মাথায় এসেছিল।'

আমানজীত হাত দিয়ে মুখ লুকাল। 'কিন্তু...'

'আমি অনুমান করেছিলাম, তবে নিশ্চিত ছিলাম না। তাই এমনভাবে বলেছি, যাতে তোমার মা অস্বীকার করতে পারে। চাইলেই সে না বুঝার ভান করতে পারত, বা অস্বীকারও করতে পারত।'

'কিন্তু... তাহলে তোমার বাবা জানল কীভাবে?' তুমি বলেছ সেও জানে!'

বিক্রম মাথা ঝাঁকাল। 'সে জানে না। তবে আমার বলার পরে হয়তো বুঝতে পেরেছে।'

আমানজীত অবাক বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি সত্যি অদ্ভুত।'

'হ্যাঁ, কিছুটা। তোমার পরিবারের কোনও সমস্যা হবে না তো আবার?'

আমানজীত মাথা নাড়ল। 'নাহ, কিছু হবে না। অন্তত আমার মতে। বিশিন দূর আত্মীয়দের ডেকে পাঠাবে। এমনিতে তারা কোনও কিছুতে জড়াতে চায় না, তবে একবার যদি জানতে পারে এই ঘটনা, তাহলে জেঠা আর কিছু করতে পারবে না।' চিন্তিত হয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও। 'অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হলেও, চুপচাপ থাকবে সে।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত আমানজীত, কথাটা বলতে চাইনি,' বিক্রম বলল।

ওর দিকে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাকিয়ে রইল আমানজীত। 'আরে ধুর, যা হয় মঙ্গলের জন্যই হয়।' সামনে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই ওর দিকে ফিরল আবার। 'আমার মনে হয়, এখন থেকে আমরা একে অপরকে ভাই বলে ডাকব, তাই না?'

বিক্রমের কেমন যেন একটু অস্বস্তিবোধ হলো। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। ভাই।' ওরা হাত মেলাল। দুর্গটা নজরে পরতেই সেটার দিকে তাকাল ও, গাড়ি এখন সড়ক পেরিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে দুর্গের দিকে। 'ভালোই হয়েছে, অপছায়াগুলা এখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি।'

আমানজীত জোর করে হাসল একটু। 'আমি পাই না ভূতে ভয়,' সুর করে বলল।

'অদ্ভুতুড়ে!' বিক্রম হেসে বলল।

অটো চালক বিভ্রান্তের মতো পিছন ফিরে ওদের দিকে তাকাল।

ওরা পুরো রাস্তা গান গেয়ে কাটাল।

ভয়কে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে!

BanglaBook.org

অধ্যায় উনিশঃ প্রাচীন মন্দির
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

আরম পা টেনে টেনে দরিয়াকে অনুসরণ করছে, মেয়েটা আগে যাচ্ছে আর পিছনে শাস্ত্রী মশাল হাতে আসছে। ধীরে ধীরে সামনে এগুচ্ছে ওরা, যেহেতু শাস্ত্রীর হাতে মশাল তাই সামনে দিকটায় আলো কম আসছে।

ভূগর্ভের এতো নিচেও বাতাস অদ্ভুতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। হিম শীতল বাতাসে কেমন একটা কটু গন্ধ ভেসে আসছে। মানুষের তৈরি সুড়ঙ্গটা দেখে বুঝার উপায় নেই যে এটার উপরে এতো বড় একটা পাহাড়! দেয়ালগুলো বাটালি দিয়ে কাঁটা হয়েছে। মেঝের বালুতে কিছু একটার পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনও বানর এখানে চোখে পড়েনি। সামনে থেকে বরং জলস্রোতের শব্দ আসছে। তবে এখন পর্যন্ত এখান থেকে বের হওয়ার কোনও উপায়ও নজরে পড়ছে না। শীতল আবহাওয়াটা যেন পিছনের অভিশপ্ত কণ্ঠটাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। যতই সামনে এগুচ্ছে, ঠাণ্ডা আরও বেড়েই চলেছে।

সুড়ঙ্গ পথটা খাড়াভাবে ডান পাশে বেঁকে আবার বামে মোড় নিয়েছে। ফলে কতটুকু এসেছে তা মাপা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরমের মনে শুধু একটা খেয়ালই আসছে বারবার, এক হাতে মশাল আর অপর হাতে দরিয়ার হাত ধরে এখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া। তবে সেটা সম্ভব না, বরং সতর্কভাবে ওরা সামনে এগিয়ে চলল। ওর ভেতরের উত্তেজনা বমির মতো বেড়িয়ে আসতে চাইছে, রীতিমতো নিজের সাথে যুদ্ধ করে সেটাকে দমিয়ে রেখেছে ও।

দরিয়ার ফিসফিসানি ওকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। 'ওইদিকে দেখো! একটা দরজা দেখা যাচ্ছে!'

'দাঁড়ান!' শাস্ত্রী মশালটা নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের এই পাশটা একটু ভিন্ন দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রথমে বর্গাকারে খুঁড়ে তারপরে মসৃণ করা হয়েছে। সামনেই একটা প্রাচীন, কাঠের ভাঙ্গা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজার উপরের চৌকাটে দশটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, যার অর্থ ওরা কেউই জানে না।

শাস্ত্রী মশাল হাতে দরজার অপর পাশে গেল। মশালের আলোয় একটি মস্ত বড় ঘর উদ্ভাসিত হলো। যার প্রশস্ত প্রায় একশ গজ, আর উচ্চতায় প্রায় ষাট গজের সমান। আর দরজার দুই পাশে দুটি বৃহৎ মূর্তি, ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বাঘের না সিংহের। ঘরটার একপাশ ঢালু হয়ে উপরে উঠে গেছে বেদীর

BanglaBook.org

মতো। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল-ও পড়ছে। বেদীর উপরেও দুইটি মূর্তি; ভগবান শিব আর বাঁপাশে তার সহধর্মিনী পার্বতী। শিবের গলায় একটা সাপ পেঁচিয়ে আছে তবে মাথাটা নেই। পার্বতীও আস্ত নেই, এক হাত ভাঙ্গা। পাথরে খোদাই করেই বানানো হয়েছে মূর্তি দুটা, জল চুইয়ে পড়ার কারনে মশালের আলো চিক চিক করছে। মূর্তি দুটোর পায়ের কাছে একটা স্তম্ভের মতো, তাতে দরজার চৌকাটে আঁকা চিহ্নগুলোই খোদাই করা।

শাস্ত্রী পিছন ফিরে আরম ধূপের দিকে তাকাল। 'কবি, দেখত জায়গাটা চিনতে পারো কিনা?'

কৌতূহল আরমের মনের ভয় কিছুটা দূর করে দিল। ও সামনে এগিয়ে শাস্ত্রীর হাত থেকে মশালটা নিয়ে ভালো করে দেখল চারপাশটা। 'দেখে তো মনে হচ্ছে অনেক প্রাচীন, রানিসাহেবা। বছরখানেক আগে, এমনই ভাঙ্গা মূর্তি দেখেছিলাম, এখান থেকে উত্তর পশ্চিমের একটা পরিত্যক্ত জায়গায়। সেখানকার পুজারীর কাছে জেনেছিলাম, হাজার বছর আগে অসুরদের আক্রমণের ফলে এটা হয়েছে।'

শাস্ত্রী শিহরণ অনুভব করল, দূর্ভাগ্য আর অশুভদৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে মনে মনে প্রার্থনা করল।

'অসুর! দৈত্য!' দরিয়া বিড়বিড় করে বলল। 'যত্তসব বাজে কথা! দেখেই তো বুঝা যাচ্ছে হিন্দুদের কোনও প্রাচীন মন্দির এটা। আমাদের এখানে সময় নষ্ট না করে বের হওয়ার পথ খোঁজা উচিৎ, সেনাপতি।'

শাস্ত্রী মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিৎ।' আরমের হাত থেকে মশালটা নিয়ে নিল। খেয়াল করল সিংহ মূর্তির সামনেই দুটো মশাল রয়েছে, একটায় আগুন জ্বালিয়ে আরমের হাতে দিল, আরেকটায় আগুন ধরিয়ে রাখল। যেই না একটু সামনে এগিয়েছে অমনি পিছনের মশালটা কেঁপে ওঠে নিভে গেল। শাস্ত্রী পেছন ফিরে মাথা ঝাঁকাল, তারপর সুড়ঙ্গের দিকে ফিরে হাঁটা শুরু করল। 'আসুন!'

মূর্তি দুটোর সামনে দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরেই একটা কালো জলাশয় দেখতে পেল। মশালের আলোয় এর দূরুত্ব প্রায় চল্লিশ গজের মতো মনে হলো শাস্ত্রীর।

'ওই দেখো একটা নৌকা!' জলাশয়ের অপর পাশের তীরে, একটা ছোট্ট নৌকার দিকে আঙুল তুলে দেখাল দরিয়া।

আরম দ্রুত এগিয়ে গেল, কিছু করার জন্য ওর আর তর সইছে না যেন। 'আমি নিয়ে আসছি নৌকাটাকে, রানিসাহেবা।' হাতের মশালটা দরিয়ার হাতে দিয়ে, কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই সোজা জলাশয়ে নেমে গেল। ভেবেছিল জলাশয়ের তলদেশে মাটি আছে।

BanglaBook.org

যেই না জলাশয়ে পা দিয়েছে, আধোমুখে হাবুডুবু খেলো। খুব কষ্টে তীরে আসতে পারল, ততক্ষণে কাদায় মাখামাখি অবস্থা ওর। এই দেখে দরিয়া মুচকি হেসে উঠল আর শাস্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'শীঘ্রই যাও, কবি! আর নিঃশব্দে!' দরজার দিকে এক নজর তাকিয়ে পরে বলল সেনাপতি।

নিজেকে বোকা লাগছে এখন আরমের। তবে ও আবার জলাশয়ে নামল, ব্যাঙের মতো সাঁতার কেটে ওপারে চলে গেল। নৌকাটার সামনে যেতেই আরেকটা দরজার দেখা পেল, এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা এটাই।

এক মুহূর্তের জন্য মনে লোভ জাগল, এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। তবে দরিয়াকে ছাড়া যেতেও ইচ্ছে করল না। ভালোবাসার কাছে লোভও পরাজিত হলো। ও পেছন ফিরল।

ওপাশের দরজার সামনে একটা ধূসর অবয়ব দেখতে পেল, যেন একগাদা ছাই থেকে কেউ উঠে এসেছে। পুরো ঘরটাতে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীতে নেমে গেল, শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরিয়া জলাশয়ের তীরে চলে এসেছে, ওর হাত পা কাঁপছে।

'আরম,' পিছন দিকে না তাকিয়ে, ফিসফিস করে বলল। 'আরম, তাড়াতাড়ি এসো!'

শাস্ত্রীই প্রথম ওদের অনুভব করেছে, তাপমাত্রার তারতম্যতেই ওদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। যদিও নিজেকে বরাবরই বাস্তববাদী মনে করে ও। কিন্তু মন ঠিক সায় দিচ্ছে না, যেন ওর চোখ ভুল কিছু দেখছে মনে হচ্ছে।

দরজার সামনের ধূসর অবয়বগুলো ধীরে ধীরে আকার ধারণ করছে। পাঁচটা কালো স্তম্ভের মতো অবয়ব ধীরে ধীরে আকার পরিবর্তন করছে, বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় তাপ আর আর্দ্রতা শুষে নিচ্ছে। ওর শ্বাস আটকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওর নিঃশ্বাসও শুষে নিচ্ছে।

একটা হিম শীতল কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো, 'শাস্ত্রী।' অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসল হোলিকা। এখনও সম্পূর্ন আকার ধারণ করেনি, হাড় মাংসের মিশেলে একটা কালো ধোঁয়ার অবয়ব যেন। ভয়ঙ্কর ভাবে, বাঁকা চালে সামনে এগিয়ে আসছে। বাঁ গালের গঠন এখনও না হওয়ায়, দাঁতগুলো জ্বলজ্বল করছে। মশালের আলোয় চোখ দুটো যেন নৃত্য করতে দেখা যাচ্ছে। গায়ে ধোঁয়ার আবরণে জড়ানো শাড়ি, আর শাড়ির অন্তরালে দেহটা কেমন যেন মোচড়ানো, তবে ধীরে ধীরে বাস্তব আকার ধারণ করছে। 'সেনাপতি, তুমিও কি চলে যাবে?'

শাস্ত্রী তরবারি তাক করে মনে মনে প্রার্থনা করল।

BanglaBook.org

হোলিকার পিছনে আরও পাঁচটা অবয়ব বাস্তব আকার ধারণ করছে। তবে হোলিকার মতো এতোটা স্পষ্ট না। তবুও প্রত্যেককেই চিনতে পারল শাস্ত্রী। আর প্রত্যেকের গলাতেই একটা করে লকেট ঝুলছে। ওর বুক কেঁপে উঠল যখন বুঝতে পারল পদ্মা এদের মাঝে নেই।

'সেনাপতি!' দরিয়া মৃদু স্বরে বলল। 'সেনাপতি, স্থির হও!'

একেঁবেকেঁ ওর সামনে চলে এল হোলিকা, বাকি পাঁচ রাণী পিছনে। সবার মুখ থেকে রক্ত চুয়ে পড়ছে। 'শাস্ত্রী!'

হোলিকা হাঁ করল। ধারালো আর উজ্বল দাঁতগুলো উদ্ভাসিত হলো, যেন নরকের দ্বারপ্রান্ত।

হঠাৎ করে আগুনের ঝাপটা লাগল, আর অবয়বগুলো চিৎকার করে উঠল। শাস্ত্রীকে যেন কেউ ঝটকা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে এল, দেখল দরিয়া মশাল হাতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অশরীরিগুলো চিৎকার জুরে দিয়েছে যেন অসহ্য যন্ত্রণায় আছে।

শাস্ত্রী দ্রুত ওর তরবারিটা হোলিকার পেটে চালান করে দিল। হোলিকার অলীক দেহটাকে চিরে ফেলল এবং বাঁ হাতের মশালটা দিকে এগিয়ে ধরল। হোলিকা চিৎকার দিয়ে সরে গেল।

দরিয়াও মশাল আগলে ধরল, দু'জনে মিলে বৃত্তাকারে মশাল ঘুরাল। ফলে অবয়বগুলো আর কাছে ঘেঁষতে পারল না। পিছনের জলাশয় থেকে শব্দ আসছে, ওরা ভাবল আরম বোধহয় চলে এসেছে যদিও পিছনে ফিরে তাকাল না। আগুনের কারণে অবয়বগুলোর গঠন নষ্ট হয়ে গেছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে ওরা। তবুও আক্রমন করতে আসছে। হোলিকা একপাশ থেকে আরেক পাশে ঘুরছে আর বাকিদের আক্রমণ করতে উৎসাহ দিচ্ছে। অবশ্য তারা কিছুই করতে পারছে না, প্রতিবারই মশালের ধাক্কায় প্রতিহত হচ্ছে।

দরিয়ার দিকেই নজর অশরীরিগুলোর; ওকে নিয়ে যেতেই এসেছে। 'রাজাও চলে আসবে।' অশরীরিগুলো সমস্বরে বলে উঠল। 'রাজাই তোমাকে আমাদের সাথে যেতে বাধ্য করবে। তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে!'

'কখনও না!' দরিয়া গর্জে উঠল।

আরম চলে এসেছে, তীরে নৌকাটা ভেসেছে। 'আমি চলে এসেছি,' বলল ও, হাপিয়ে উঠেছে।

'রানিজী, আপনি নৌকায় উঠুন!' শাস্ত্রী জোর দিয়ে বলল। ও সামনে এগিয়ে এসে দরিয়াকে পিছনে যাওয়ার সুযোগ করে দিল। দরিয়া নৌকায় উঠতেই আরমের দিকে তাকাল। 'তুমিও যাও। দেরি করো না!'

BanglaBook.org

অশরীরি রানিরা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে ওকে। তবে ও মশালটাকে বৃত্তাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে পিছু হটছে বলে সুবিধা করতে পারছে না। আরম নৌকায় উঠেই পিছনে চলে গেল, যাতে শাস্ত্রী দ্রুত উঠতে পারে।

শাস্ত্রী লাফ দিয়ে নৌকায় উঠল। কপাল মন্দ, একদম সাথে সাথেও নৌকার তলি ভেঙ্গে তার বাঁ পাটা দেবে গেল। এক পাশে কাত হয়ে গেল নৌকাটা। 'দাঁড় বাও, দাঁড় বাও!' ও চেঁচিয়ে বলল।

পিছন থেকে রানিরা জলাশয়ের তীরের সামনে জড়ো হয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে দাঁত খিচিয়ে চিৎকার করছে। হাত পা ছুঁড়ছে, বাতাসে আঁচড় কাঁটছে, যেন সামনে কোনও অদৃশ্য দেয়াল আছে। তবে জলাশয়ে নামছে না, তীরেই দাঁড়িয়ে আছে। শাস্ত্রীর রূপকথার গল্পের কথা মনে পড়ল, যেখানে ভূতেরা জল ভয় পায় বলে একটা প্রবাদ আছে। যাই হোক, জলের উপর দিয়ে যে ওদের পিছু নেয়নি তাতেই ও খুশি হয়েছে। ওর পা জ্বালাপোড়া করছে, তীব্র ব্যথাও শুরু হয়েছে।

আরম দাঁড় বাইছে, দরিয়া ওর পা টেনে বের করতে সাহায্য করল। তবে ভাগ্য ভালো যে নৌকা ডুবে যায়নি, জলাশয়টা ছোট বলে এই যাত্রায় বেঁচে গেল। ও পিছন ফিরে অশরীরি রানিদের দিকে তাকাল, এখনও চিৎকার করেই যাচ্ছে তারা।

আমার বোন ওদের মাঝে নেই! ও তাহলে কোথায় গেল? ওদের সাথে নেই কেনও?

বোনের দেয়া লকেটটা হাতুড়ি পেটার মতো আঘাত করল বুকে।

অবশেষে তীরে এসে নামল ওরা। দরিয়াকে নামতে সাহায্য করল আরম। পরে দু'জনে মিলে শাস্ত্রীকে ধরে নামাল। সেনাপতির পা থেকে রক্ত ঝরছে, অবশ্য সারা গায়েই রক্ত লেগে আছে তার। দরিয়াকে অন্য রানিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল আরম।

'তোমাদের সাহায্য না পেলে আজ আমার অবস্থাও ওদের মতোই হতো,' দরিয়া বলল।

আরম আর শাস্ত্রী শুধু চুপচাপ মাথা নাড়ল।

'বোন, আমাদের সাথে এসো!' দূর থেকেও একই কথা বলে চলেছে পাঁচ রানি। দরিয়া ঘুরে হাঁটা শুরু করল। একবারও পিছনে ফিরে তাকাল না।

ওদের সাথে এখন আর কোনও ব্যাগ পত্র কিছুই নেই। শুধু আছে তরবারি আর ছুরি, এবং দরিয়ার কাছে আছে ধনুক আর কিছু তীর। তবে দুটো মশালও ছিল, শাস্ত্রী একটায় আগুন জ্বালিয়ে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

BanglaBook.org

'দাঁড়াও!' হোলিকা চিৎকার করে বলছে। 'দাঁড়াও! রাজা চলে আসছে। তোমাদের কাউকেই ছাড়বে না সে। তোমাদের লুকনোর কোনও জায়গা নেই, মনে রেখো।'

আরম দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দরিয়াকে নিয়ে শাস্ত্রী পেছনে আসছে। ওরা যতই সামনে এগুচ্ছে, ধীরে ধীরে রানিদের চিৎকারের শব্দ কমে আসছে। যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গটা চিৎকারের শব্দগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় বিশঃ নীহারাচ্ছাদিত কাঁচ
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

রাস বিছানার উপর বসে জানালার কাঁচে হেলান দিয়ে আছে। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো, তবুও শীত শীত লাগছে ওর। বিক্রম আর আমানজীত অনেক আগেই চলে গেছে। যদিও বলেছে স্কুলের কাজ আছে তাই দূর্গে যাচ্ছে, তবে ও সত্যটা জানে।

ওকে না নিয়ে যাওয়ায় একটু রাগ হয়েছে ঠিকই, তবে এই মুহূর্তে ওর যাওয়াটা যে ঠিক হবে না সেটাও বুঝতে পারছে। যখন থেকেই ওই ভৌতিক মহিলা, পদ্মার আত্মা, ওকে স্পর্শ করেছে তখন থেকেই ওর শরীরের অবস্থা আরও খারপ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন দেহের কোনও একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এমনকি ঠিক ভাবে দাঁড়াতেও পারছে না ও।

আমানজীত আর বিক্রমের চলে যেতেই, নিজের ঘরটাকে আধ্যাত্মিক ভাবে সাজাবার কাজে নেমে পড়েছিল ও। ভূত-প্রেত তাড়াবার যতরকমের মন্ত্র বা উপায় পেয়েছে, সব দেয়ালে আঁকিবুঁকি করেছে। আজ সকালেই বইয়ের দোকানে গিয়েছিল, ইউরোপ থেকে আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে আমেরিকা সংস্কৃতিতে যত ভূত প্রেতের বই আছে কিনে নিয়ে এনেছে। রসুনের কোয়া দিয়ে ঘরের দেয়াল সাজিয়েছে। ঘরের এক কোনায় আট দশটা ঠাকুরের মূর্তি, মালা চড়িয়েছে আবার ধূপ জ্বালিয়ে আরতিও করেছে। এমনকি দরজার সামনে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর লকেট আর তসবী মালা পর্যন্ত ঝোলানো! আসলে ও বুঝে ওঠতে পারছে না, কি করলে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবে। বাকিদের জন্য হাস্যকর হলেও, ওর জন্য সত্যিই ভয়বহ এটা। কেউ যদি ভুতুড়ে পদ্মার বরফ শীতল হাতের স্পর্শ আর তীক্ষ্ণ গজদাঁতের ঝলক দেখত, তাহলে বুঝত।

যদি এই ভূত-প্রেত বাদও দেয়, তবুও ওর ভয়ের আরও একটা বড় কারণ আছে। জানালা দিয়ে নিচে চরনপ্রীত জেঠাকে দেখা যাচ্ছে, রাগে পাগলা ষাঁড়ের মতো ফুঁসছে।

ভয়ের ব্যাপার হলো, এখন আর কোনও কিছুই গোপন নেই, সব কিছু খোলাসা হয়ে গেছে। নিজেদেরকে ভুলিয়ে রাখার দিন শেষ, এখন সবকিছু যেন কেমন ঠুনকো লাগছে। ওকে উদ্দেশ্য করে বলা চরনপ্রীত জেঠার প্রশংসা বাক্যগুলো মনে পড়লেই ও অর্ধেক অসুস্থ হয়ে যায়। বাবার রেখে যাওয়া টাকা পয়সার কি করেছে

BanglaBook.org

সে, তার কোনও হদিস নেই। এটা ভেবেই ও হয়রান হচ্ছে। সামনে কি হতে চলেছে মায়ের, ওর আর এই পরিবারের?

মা নিচে বিশিনকে নিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে। দীনেশ চলে যাওয়ার সময় বলে গেছে, শীঘ্রই আবার আসবে। লোকটাকে ওর ভালো লেগেছে, যদিও বাবার তুলনায় তেমন বিশেষত্ব নেই, তবুও। মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছে লোকটা। এতোদিনে ওরা ভাবত যে মা বোধয় হাসতেই ভুলে গেছে, ওদের এই ভাবনাকে ভুলে পরিণত করেছে সে। কোনও মেয়ে পছন্দ করবে এমন কোনও বিশেষত্ব না থাকা পরেও লোকটাকে ওর মায়ের পছন্দ হওয়ার কারণ ও বুঝতে পেরেছে। তার ভেতরের নির্ভিকতা আর মিশুক মনোভাবের জন্য।

আর তার ছেলেরও এই গুণটা আছে। বিক্রমের কথা ভেবে অনিচ্ছায়ও হাসি চলে এল ওর মুখে, ছেলেটার আদব কায়দা, ব্যবহার সবকিছুই ওর ভালো লাগে। জেঠার সামনে নাকি সাহসীদের মতো যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, বিশিন আর আমানজীতেরও কখনও এমন সাহস হয়নি।

ও জানালা দিয়ে আবার উঁকি দিল। চরনপ্রীত জেঠাকে চলে যেতে দেখল। তবে পিছন ঘুরে একবার তাকাল–ও সাথে সাথে মাথা নিচু করে ফেলল। কিছুক্ষণ বাদে আবার উঁকি দিলে দেখল, ষাঁড়টা নেই।

ওর শরীরটা আবার খারাপ করলে, বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ডাক্তাররা শুরু থেকেই ওর জন্য চিন্তিত ছিল, পরিবারের পর্যাপ্ত পরিমান অর্থও ছিল না ওর চিকিৎসার জন্য। শেষ পর্যন্ত, নিজেই নিজেকে বুঝাত হাল না ছাড়তে, যেভাবে আছে সেভাবেই জীবনটাকে উপভোগ করতে। হাল ছেড়ে দিব! কথাটা মনে আসতেই আবার দমিয়ে রাখত। শিখরা কখনও হাল ছাড়ে না! তবে এবারের অসুস্থতা ওকে একদমই নাজেহাল করে দিয়েছে।

ওর খুবই ক্লান্ত লাগছে। এমন না যে খুব কাজ করেছে, বা ঘুমও কম হয়েছে। সারারাত আর সকাল পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কম্বলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পরেই ঘুমে তলিয়ে গেল, শ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক হয়ে গেল।

তবে সূর্য অস্ত যেতেই, ক্রমশ ওর নিঃশ্বাস আবার ঠাণ্ডা হয়ে এল, জানালার কাঁচে কুয়াশা জমতে শুরু করল, এক পর্যায়ে বরফের স্তর হয়ে গেল!

ঘরের দরজার কাছে থেকে মেয়েলী কণ্ঠের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনা গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় একুশঃ সুড়ঙ্গ থেকে সেতু
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

একটু আগের দেখা দৃশ্যগুলো তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল আরম। ভূচিড়িয়া পাহাড়ের গর্ভে, সর্পিল পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। সামনে থেকে জলস্রোতের শব্দ আসছে, ফলে ওদের চলার শব্দ ঢাকা পড়ে গেছে। বারবার রানিদের ভৌতিক চেহারাগুলোই ওর মানসপটে ভেসে উঠছে। মশালের আলোয় দরিয়ার চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও, বারবার মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছে। আজ হয়তো দরিয়ার অবস্থাও হোলিকার মতো হতো, ও ভাবল।

ওদের পিছনে ছিল শাস্ত্রী, পেছন থেকে লক্ষ্য রাখছে সে। খুব দ্রুত এগুচ্ছে ওরা। সামনে ওদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, এই ভাবনার চেয়ে পিছনে কী আসছে তার কথা ভেবেই বেশি ভয় পাচ্ছে। তবে ওদের সবচেয়ে বড় ভয় ছিল এই সুড়ঙ্গটাকে নিয়ে, যদি এটা একটা কানাগলি হয়!

কানাগলির সবগুলো বৈশিষ্ট্য এই সুড়ঙ্গের মাঝে বিদ্যমান ছিল। জলাশয় থেকে কয়েক ফুট সামনে আসার পরেই সুড়ঙ্গটার পরিবর্তন লক্ষ্য করে। দেয়াল আর এখন মসৃণ নেই, বরং কেমন যেন খড়খড়ে। মেঝেতে বালির পরিমানও কমে এসেছে, মাটি দেখা যাচ্ছে, শুকিয়ে চৌচির আর প্রাকৃতিক বলেই মনে হচ্ছে।

সামনে এগোতেই দেখল, যা ভয় পাচ্ছিল তাই হয়েছে-রাস্তা বন্ধ, ওদের মনে ভয় জেঁকে বসল। আরেকটু সামনে এগুতেই বুঝতে পারল সুড়ঙ্গটি একটি বড় পাথর খণ্ডের সামনে এসে শেষ হয়েছে। পাথর খণ্ডটি কম করে হলেও বিশ গজের মতো প্রশস্ত আর উচ্চতায়ও প্রায় পনেরো ফুট হবে। মনে হচ্ছে জায়গাটা বৃত্তাকারে বেড়া দেওয়া, একপাশে পাথরের উপর মোটাসোটা দু'টি গাছের গুঁড়ি গাঁথা, তাতে আবার দড়ি বাঁধা একটা সেতু। খাদ অতিক্রম করার জন্যই তৈরি করা হয় এমন সেতু।

এতক্ষণ যে জলস্রোতের শব্দ আসছিল, সেটার উৎস বোঝা গেল এবার। প্রায় চল্লিশ গজ নিচে একটি জল প্রবাহ দেখা যাচ্ছে। শাস্ত্রী মশাল উঁচিয়ে ধরে সেতুটা পরীক্ষা করল। মাঝে সত্যিই একটা খাদ, একপাশ থেকে আরেকপাশের দূরুত্ব প্রায় আশি গজের মতো। ছাদও বেশি উঁচুতে নয়, স্যাঁতসেঁতে আর পিচ্ছিল দেখাচ্ছে। সারি সারি চুইয়ের দণ্ড ঝুলছে, টিপটিপ করে জল পড়ছে ওগুলো থেকে।

BanglaBook.org

'প্রথম জলাশয়টা স্থির ছিল, তবে এটায় স্রোত বইছে,' দরিয়া বলল। 'জলাশয় দুটোর উৎস এক মনে হচ্ছে না।' ও শাস্ত্রীর দিকে তাকাল। 'সেতুটা কি নিরাপদে পাড় হওয়া যাবে, সেনাপতি?'

সেনাপতি দুইটা কাঠের গুঁড়িই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। খুবই শক্ত ভাবে গাঁথা হয়েছে ওগুলো। দড়ির তৈরি সেতুটায় পায়ে ভর দিয়ে দেখল, নাজুক মনে হলো যেন। এটার উপর দিয়ে যেতে হলে, দুই পাশের দড়ি ধরে মাঝে দিয়ে সমতল রেখায় সামনে এগিয়ে যেতে হবে। একটু এদিক সেদিক হলেই, বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিবে। 'হ্যাঁ, নিরাপদ মনে হচ্ছে, রানিজী। আপনারা আগে যান, আমি পেছন থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখব।'

'তাহলে আমিই আগে যাই,' আরম বলল। 'দেখি ওপার পৌছাতে পারি কিনা।' দরিয়া আর শাস্ত্রী একসাথে মাথা নাড়ল। আরম সেতুর দিকে এগিয়ে যেতেই, শাস্ত্রী মশালটা এগিয়ে দিল। তবে কবি নিল না। 'আমার মনে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি, এই মরণফাঁদের উপর দিয়ে যেতে হলে দুই হাতই কাজে লাগাতে হবে। মশাল নেয়া সম্ভব না,' ও বলল, নিচের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তবে সত্যটা বলেনি ও; দরিয়ার যাতে আসতে সমস্যা না হয় তাই মশালটা নিচ্ছে না।

আরমের দৃঢ়তা শাস্ত্রীর মন জয় করল। ওর কাঁধে হাত রাখল শাস্ত্রী। 'এটা নাও, পদ্মা এটা তোমাকে দিতে বলেছিল,' দ্রুত বলল। বোনের দেয়া লকেটটা আরমের হাতে দিল।

দরিয়াকে আঁতকে উঠতে শুনল আরম, মেয়েটা নিজের গলা আঁকড়ে ধরেছে, ঠিক এরকমই একটা লকেট তার গলায়ও।

'কী এটা?' লকেটটা হাতে নিয়ে, কৌতূহলী আরম জিজ্ঞাসা করল। পাথরটা হাতের মুঠোয় নিতেই যেন আগুন ধরে গেল হাতে, ভয়ার্ত দৃষ্টি তাকাল আরম।

'আমার বোনের ছিল জিনিসটা।' শাস্ত্রী বলল। 'ও বলেছিল তোমাকে দিতে। আরও বলেছিল, এটা নাকি ওর আত্মা, যেটা তোমাকেই চেয়েছে সবসময়।'

'পদ্মা...?' আরম হবাক আর বিমূঢ় হয়ে গেছে।

'অর্থাৎ ও তোমাকে ভালোবাসত, কবি।' গরগর করে বলল শাস্ত্রী। 'পদ্মাই আমাকে বলেছে এ কথা।'

'পদ্মা?' আরমের চোয়াল ঝুলে পড়েছে, মাথা নত করে পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে ও। কিছু বলতে গিয়েও বলল না, বরং লকেটটা পকেটে রেখে, উল্টো ঘুরে সেতু দিয়ে হাঁটা শুরু করল। দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও নবজাতক মাত্র হাঁটতে শিখেছে।

BanglaBook.org

'বৃথা এই প্রেম,' শাস্ত্রী ফিসফিস করে বলল। 'আমার বোন তোমাকেই ভালোবেসেছিল, আর তুমি কিনা জানতেই না! বরং অগ্নিকুণ্ড থেকে আরেকজনকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ।'

আরমের বলার কিছুই ছিল না। ও সেতু দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেল, ওর পা ভারী লাগছে। পদ্মা? মেয়েটা আমাকে ভালোবাসত?

ধীরে ধীরে পা দুটোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলো আরম। কয়েক পা এগুতেই যেন রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছে ওকে, যতই সামনে এগুচ্ছে আরও দুলছে সেতুটা। এমনিতে এটার বয়স কম না, তবে মনে হচ্ছে সম্প্রতি কেউ একজন মেরামত করেছে। হয়তো বা গুহার তপস্বীই!

শুধু একবার পিছে ফিরে তাকিয়েছিল, আর তাতেই ওর হৃদয় মোচড়ে উঠে। শাস্ত্রী নতজানু হয়ে আছে দরিয়ার সামনে, ওর কাঁধে রানির হাত। আরম সাথে সাথে সামনে ঘুরে, মন থেকে দৃশ্যটা মুছে ফেলার চেষ্টা করল, পায়ের দিকে তাকাল। ইচ্ছে করছে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে।

সেতু দিয়ে আসার সময় মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরে হাটছে, যদিও এক মিনিটের একটু বেশি সময় লেগেছে আসতে। এখানেও একটা সমতল জায়গা, তবে ওইপাশেরটা থেকে আয়তনে ছোট। সামনেই আবার একটা সুড়ঙ্গ, দেয়ালগুলো খড়খড়ে আর মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাঙ্গা পাথর টুকরো। সুড়ঙ্গ থেকে কেমন একটা কটু গন্ধ আসছে, যা কিনা এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার আশার আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তবুও আরমের এখান দিয়ে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

'আমি চলে এসেছি!' ও চিৎকার করে বলল। ওর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল। 'পাড় হওয়া নিরাপদ।'

সুরক্ষিত... সুরক্ষিত... সুরক্ষিত... প্রতিধ্বনিটা ওর কানে লাগতেই মনে হলো, কেউ যেন ওকে উপহাস করছে।

আরম ধূপকে সেতু পার হতে দেখে, দরিয়ার সামনে নতজানু হলো শাস্ত্রী। 'আমায় ক্ষমা করবেন, রানিজী,' ও বলল।

দরিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। 'কেন, সেনাপতি?'

'আমার মনে হচ্ছে, ভুল রাস্তায় চলে এসেছি। মানুষের তৈরি সুড়ঙ্গ থেকে, আমরা যদি উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে যেতাম, তাহলে বোধহয় এতক্ষণে এখান থেকে বের হয়ে যেতাম।'

'তুমি কীভাবে জান, সেনাপতি শাস্ত্রী?' দরিয়া বলল, ওর কণ্ঠস্বরের তারতম্য শাস্ত্রীর বোধগম্য হলো না।

BanglaBook.org

'মহারানি, আরও একটা কথা...আমি ক্ষমা চাইছি, প্রতিবার আপনাকে ভুল বুঝার জন্য। হোলিকার জন্য আপনাকে জোর পূর্বক চেপে রাখার জন্য। রাজার কথায় আপনাকে হেনস্তা করার জন্য। আরমের সাথে ভালো ব্যবহার না করা, এমনকি পালাতেও ঠিক ভাবে সাহায্য করতে না পারার জন্য, আমি ক্ষমা চাইছি। নিজেকে একটা কাপুরুষ মনে হচ্ছে আমার। আমি আপনার বিশ্বাসের পাত্র হবার যোগ্য নই।' ওর কণ্ঠে লজ্জা আর অনুতাপের সুর। 'মনে হচ্ছে সমগ্র পুরুষ জাতির মাঝে নিকৃষ্ট আমি।'

দরিয়া ওর কাঁধে হাত রাখল। 'সেনাপতি, নিকৃষ্ট হলো তারা, যারা আমাদের পিছু নিয়েছে। তুমি কেন হতে যাবে, তুমি ওদের থেকে অনেক ভালো। তোমাকে আরও আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি আমি। তোমার জন্য সাত খুনও মাফ আমার কাছে।'

ও মাথা নত করে ফেলল। 'আমি যোগ্য নই এই ক্ষমার।'

'আমি বলছি, তুমি যোগ্য,' দরিয়া বলল। 'আর আমি হলাম তোমার রানি, ঠিক কিনা?'

'অবশ্যই, রানিজী। অবশ্যই আপনি আমার রানি।' ওর চেহারা দৃঢ় হয়ে গেল। 'তবে আমার বোন...'

দরিয়া ঝুঁকে দুই হাত দিয়ে শাস্ত্রীকে দাঁড় করাল, বুকে জড়িয়ে ধরল। 'সেও তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, সেনাপতি।' শাস্ত্রী অবাক হলো, যখন দেখল দরিয়ার গায়ের কাপড় চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা। ফিসফিস করে কথা বলছে, যেন কোনও শিশুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। দরিয়ার মনে রবীন্দ্রর হিংস্র চেহারা ভেসে উঠল, জোর করে মন থেকে এই দৃশ্য দূর করে দিল ও। ইচ্ছে করছে যেন শাস্ত্রীকে নিয়ে নিভৃতে কোথাও চলে যেতে, আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করতে। 'আমি তোমার দেখভাল করব, সেনাপতি শাস্ত্রী। আমি তোমারই থাকব, সর্বদা।'

'আমি চলে এসেছি...,' আরম ওপাশ থেকে চিৎকার করে বলল। ওর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলছে।

'তোমার পুরো নাম কী, সেনাপতি?' দরিয়া জিজ্ঞাসা করল।

'মদন, রানিজী। মদন শাস্ত্রী।' মাথা নত করে বলল। দরিয়া একটু উঁচু হলো এবং শাস্ত্রীর কপালে চুমু খেল। তারপর নিজের গলা থেকে কিছু একটা খুলে শাস্ত্রী হাতে গুজে দিল।

'যদি পদ্মার আত্মা আরমের জন্য হয়, তাহলে এটা তোমার প্রাপ্য, মদন শাস্ত্রী,' দরিয়া ফিসফিস করে বলল, এবং শাস্ত্রী গলায় পরিয়ে দিল লকেটটা। পাথরটা শাস্ত্রীর বুকের উপর ঝুলছে, একরকমের উষ্ণতা ছড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই দরিয়ার শ্বাস আটকে গেল, সুড়ঙ্গ থেকে বোটকা একটা গন্ধ আসছে, ফলে ওদের ফুসফুস ধোঁয়া আর পোড়া মাংসের ঘ্রাণে ভরে উঠল। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে খটখট শব্দ আসতে লাগল।

'আপনি যেতে থাকুন, রানিজী! দেরি করবেন না!' শাস্ত্রী দ্রুত তরবারির বের করল, মশালটা উঁচু করে ধরল। 'যান!'

দরিয়া তাড়াতাড়ি সেতুর দিকে গেল। দেয়ালের একপাশে তীর ধনুক পড়ে আছে, এখন আর পিছু ফিরে ওটা নেয়ার সময় নেই। ওরা একে অপরের দিকে একবার তাকাল, তারপরেই শাস্ত্রী মুখ ফিরিয়ে নিল। কিছু একটা আসছে...

ভয়ঙ্কর কিছু...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় বাইশঃ দূর্গের আড়ালে
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

ভাড়া মিটিয়ে, দূর্গের সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিক্রম আর আমানজীত। এখান থেকে নিচের নীল শহরটাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। গাড়ি রাখার জায়গায় পর্যটকেরা ভিড় জমিয়েছে, মানুষজন আসছে যাচ্ছে। ড্রাইভার, পানওয়ালা, চা-ওয়ালারা বসে আড্ডা দিচ্ছে; মজা করছে, তাস খেলছে। দীপিকাও আসছে, বিক্রম ওকে মোবাইলে জানিয়ে দিয়েছিল।

দীপিকা একটি অটোরিক্সায় করে এসেছে। ওকে ভীত লাগছে, আমানজীত মনে মনে বলল। তবে দীপিকার আসাতে মনে আরও জোর পেল ও। মেয়েটাকে দেখে ওরা দুজনেই হাত নাড়ল।

নীল আকাশের ছায়াতলে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গটার দিকে হা হয়ে তাকিয়ে আছে বিক্রম। সুউচ্চ মেহেরাণগড় যেন এখানকার শাসককর্তা। 'এ তো দেখছি বিশাল! এই দুর্গ তৈরী হওয়ারও বহু বছর আগের কোনও কিছু এখন কীভাবে খুঁজব আমরা?'

আমানজীত কাঁধ ঝাঁকাল। 'বলতে পারছি না।' ও দীপিকার দিকে তাকাল। 'তবে কোনও একটা উপায় ঠিকই খুঁজে পাব।'

দীপিকা ছোট্ট করে হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

টিকিট কিনে দূর্গের ভেতরে ঢুকল ওরা। সাথে একটি ম্যাপ আর একটি টেপ রেকর্ডার ও হেডফোন নিয়ে নিল, দুর্গ সম্বন্ধে সব কিছু তাতে রেকর্ড করা আছে। বিক্রমের ভালোই লাগছে, ইতিহাস ওর বরাবরই ভালো লাগে। তবে আমনজীতের এতে আগ্রহ নেই একটুও। ওরা বাকি দর্শনার্থীদের সাথে যোগ দিল। প্রথমে একটি পাথরের গায়ে তোপের নকশা আঁকা ফটক দিয়ে ঢুকে, এক পাশে মোড় নিয়ে সোজা উপরে উঠল। তারপর আরেকটি ফটক পাড় হলো। বিক্রম হেডফোন কানে লাগিয়ে দূর্গের ইতিহাস সম্পর্কে শুনছে। যাতে বলা হচ্ছে, প্রাচীনকালে কোনও এক সৈনিক নিজেকে চার দেয়াল বন্দী করে রাখে, অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে। কথাটা শুনে আমানজীত অবাক হলো। ওর কাছে ব্যাপারটা ভিত্তিহীন বলেই মনে হলো, অযথা নিজেকে বলি দেয়ার কোনও মানেই হয় না, ভাবল ও।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় ফটক থেকে ওরা সোজা ডানে মোড় নিল, আরও কয়েকটা দরজা পাড় হয়ে মূল ভবনের সামনে পৌঁছল। দীপিকা হঠাৎ আঁতকে উঠল। মূল ভবনের দরজার দুই পাশের দেয়ালে, পাথরের গায়ে অনেকগুলো হাতের ছাপ দেখা যাচ্ছে, কমলা রঙে লেপা আর মালা চড়ানো। ও দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে স্পর্শ করল।

'দীপিকা! সাবধানে!' বিক্রম বলল।

ও পিছন ফিরে তাকাতেই, আমনজীত দেখল গাল বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে ওর।

'কিচ্ছু হবে না, কেউ নেই এখানে।' শোকাহত কণ্ঠে বলল। এক বিদেশি ওর ছবি তুলে নিল, আবার তার স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীকেও কনুই খোঁচা দিচ্ছে এদিকে তাকানোর জন্য, তবে ওরা লোকটার দিকে তাকাতেই সে দ্রুত প্রস্থান করল। বিক্রম টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করল। তাতে বলা হচ্ছিল, যোধপুরের কোনও এক প্রাচীন মহারাজার স্ত্রীদের নাকি এখানে সতিদাহ হয়েছিল। ও মাথা ঝাঁকাল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল।

হঠাৎ আমানজীতকে ফিসফিস করতে শুনে পাশে তাকাল।

পনের কি ষোলো বছরের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের পাশে, শুকনো চেহারা আর সরু হাত পা মেয়েটার। চেহারায় ময়লা লেগে আছে আর গায়ের জামাটাও ছেঁড়া। তবে ভালো করে লক্ষ্য করার পরে বুঝল, গায়ের জামাটা খুব দামী, আর ছেঁড়া অংশগুলো আসলে আগুনে পুড়ে গেছে, চেহারায় ছাই মাটি লেগে আছে। মেয়েটা এক হাত উঁচিয়ে দেয়ালের সবচেয়ে ছোট হাতটির দিকে নির্দেশ করল। তবে শুধু মাত্র ওরাই যে মেয়েটাকে দেখছে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমানজীতের দম আটকে গেল, মেয়েটা ডান পাশের একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল, দূর্গের ভেতরে যাচ্ছে। ওরা একে অপরের দিকে তাকাল। বিক্রমের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

দীপিকা চোখ মুছল। 'মনে হচ্ছে, ও চাইছে আমরা যেন ওকে অনুসরণ করি।' চাপা স্বরে কথাটা বলল ও।

BanglaBook.org

সিঁড়ি দিয়ে দীপিকাই আগে গেল, ছোট্ট মেয়েটা একটা দরজার আবছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে, ওদের থেকে পনেরো ফুট দূরে। যদিও ভিতরে প্রবল উত্তেজনা আর কাঁপুনি অনুভব করছে, তবুও সিঁড়ি বেয়ে ওঠা থেমে নেই। দরজার সামনে পৌঁছতেই দীপিকা ভিতরে উঁকি দিল। আমানজীত ওর কাঁধে হাত রাখল বিক্রমও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পরতেই বিক্রম নজর ফিরিয়ে নিল, সামনের দিকে তাকাল।

মেয়েটি এখন একটা ছোট্ট, পরিত্যাক্ত বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়ালের পাশে মেয়েটিকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ওদের আসতে দেখে, বারান্দার এক কোণ দিয়ে নজরের বাইরের চলে গেল।

'আসো আমার সাথে,' দীপিকা মৃদুস্বরে বলল। আমানজীতের হাত ধরে ওকে অনেকটা টেনেই নিয়ে এল। মেয়েটা বুঝতে পারছে যে আমানজীত আগে যাওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছে। হোক ও অধৈর্য। ছোট্ট মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে পৌঁছতেই, আরেকটা কোণে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা গেল ছোট্ট মেয়েটাকে। হাতের ইশারায় মেয়েটি ওদের সামনে এগিয়ে আসতে বলছে! সাদাকালো ছবির মতো লাগছে তাকে, যেন পেন্সিলে আঁকা কোনও ছবি!

ওরা মেয়েটাকে অনুসরণ করতে করতে দূর্গের অভ্যন্তরে, ভূগর্ভে পৌঁছে গেল। এখন পুরোপুরি অন্ধকারে ওরা। বিক্রম ব্যাগ থেকে দুইটা টর্চ লাইট বের করল, একটা টর্চ আমানজীতকে দিল। 'দুঃখিত, দুইটাই এনেছি।' দীপিকার দিকে তাকিয়ে কাতর ভঙ্গিতে বলল। তবে দীপিকা কিছু মনে করল না, ওর মনে হচ্ছে অন্ধকারেও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

'আমার এসব ভালো লাগছে না,' আমানজীত বিড়বিড় করে বলল।

'ঠিক কোন জিনিস্টা তোমার ভালো লাগছে না?' দীপিকা জিজ্ঞাসা করল। যদিও অপছন্দের অনেক ঘটনাই ঘটছে এই মুহূর্তে।

'এই যে, টর্চের আলো মেয়েটার শরীর ভেদ করে দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে, এইটা।'

দীপিকারও এটা ভালো লাগছে না, এখন আমানজীত বলাতে একটু অস্বস্তিই লাগছে। 'তুমি এই কথাটা না বললেও পারতে।'

সামনে থেকে একটা শব্দ আসছে, ছন্দ করে টিপটিপ জল পড়ার শব্দ, যেন কোনও পিয়ানো বাজছে। কয়েক মিনিট বাদেই, ওরা একটি শিলাপটের উপরে দাঁড়িয়ে নিচে চারপাশ বাঁধাই করা একটি কালো জলের পুকুর দেখতে পেল।

'এটা একটা ভূগর্ভস্থ পুকুর,' বিক্রম বলল। 'পুরাতন বাড়িগুলোতে জল মজুদ করতে এইরকম একটা করে পুকুর কাটা হয়। তবে এখানেই যে একটা পুকুরের দেখা পাবো বুঝিনি, অবশ্য প্রাচীন দুর্গ আর প্রাসাদে এমনটা থাকে শুনেছি।'

দীপিকা কালো জলের দিকে তাকাল। আমানজীত আবার ওর কাঁধে হাত রাখাতে মনে হলো এর চেয়ে উষ্ণ হাত এই পৃথিবীতেই নেই। চারপাশে তাকাল সে, এখন কোন দিকে যাবে বোঝার চেষ্টা করছে। হঠাৎ করে জলের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল।

ছোট্ট মেয়েটার কোনও ছায়া দেখা যাচ্ছে না!

মেয়েটা উল্টো ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। জলের উপর দাঁড়িয়ে ইশারা করেই... হাওয়ায় বিলীন হয়ে গেল সে!

BanglaBook.org

'এখন আমরা কি করব?' আমানজীত জানতে চাইল।

'মনে হচ্ছে, সাঁতার কাটতে হবে।' দীপিকা উত্তর দিল।

চাপা আর্তনাদ করে উঠল বিক্রম। দুই যুবকের একজনও সাঁতার জানে না!

জলের হীম শীতলতা যেন দীপিকাকে জাপটে ধরল। আমানজীতের উষ্ণ হাত দুটো ধরতে ইচ্ছে করল ওর, কিন্তু সম্ভব না। সাঁতার কাটতে হলে দুই হাতই খালি থাকা চাই। তা-ও ভালো যে সে সাঁতার জানে। 'স্কুলে তোমাদের কী শেখায় তাহলে?' অভিযোগের সুরে বলল।

'অনেক কিছু,' আমানজীত বলল।

'শুধু সাঁতার বাদে,' বিক্রম ফোঁড়ন কাটল। 'ভুলে যেও না, এটা একটা মরুভূমি।'

দীপিকা আর কিছুই বলল না, আস্তে আস্তে জলে নেমে গেল, আর হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠল, যেন জলের নীচ থেকে কেউ ওর পা আঁকড়ে ধরেছে।

'দীপিকা!'

'না, না, কিছু হয়নি! দেখো! ছোট্ট মেয়েটা ইশারায় এটাই দেখাচ্ছিল!' ও দ্রুত জল থেকে উপরে উঠে এল। পুকুরের এক পাশে মরচে ধরা একটা শিকল বাঁধা, অন্ধকার আর কালো জলের কারণে বোঝা যায়নি। 'জলে নামাটা সার্থক হলো তাহলে,' বিড়বিড় করে বলল।

'দাঁড়াও, আমি উঠাচ্ছি শেকলটা,' বলেই আমানজীত শিকলটা হাতে নিয়ে টানতে শুরু করল। শুরুতে কিছুই হলো না, তবে একটু পরেই একটা ডিঙ্গি নৌকা দেখতে পেল ওরা। নৌকাটা মোটেও প্রাচীন লাগছে না, বড়জোর কয়েক বছর পুরনো হবে হয়তো। তবে আশার আলো যে সেটা জলে ভাসছে।

'সৌভাগ্য আমাদের!' বিক্রম বলল।

'তাই নাকি? ভুলে যেও না আমি ভিজেছি বলেই এই সৌভাগ্য হয়েছে তোমাদের,' দীপিকা বলল। ও ঠাণ্ডায় কাঁপছে, আর কিছুটা উত্তেজনায়ও।

এক পাশের দেয়ালে দুটি মশাল ঝুলানো, তার নিচে অডিও রেকর্ডারটা রাখল বিক্রম, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। মশাল দুটো নিয়ে নিল আমানজীত। 'এখনও তেলের ঘ্রাণ আসছে এগুলো থেকে,' বলল ছেলেটা। পকেটে একবার হাত দিয়ে লাইটারটা আছে কিনা দেখে নিল। 'মশাল দুইটা সাথে নিয়ে নেই, কাজে লাগতেও পারে।' ও নৌকায় উঠল। 'বৈঠাও আছে দেখছি!'

দীপিকা নৌকায় উঠবে এমন সময় বিক্রম ওর হাত ধরল। 'তুমি নিশ্চিত তো? ও ফিসফিস করে বলল। 'এমনও তো হতে পারে যে এটা একটা ফাঁদ। যদি কেউ আমাদের আটক করে...? তুমি কি সত্যিই যেতে চাচ্ছ?'

'অবশ্যই। এতোদূর পর্যন্ত আসার পরে এখন ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর এখানে আমাদের কে কী করবে?'

BanglaBook.org

বিক্রম আরেকটু কাছে এগিয়ে গেল, ওর কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যাচ্ছে না যেন। 'আমাদের দু'জনের স্বপ্নেই কিন্তু আমানজীতকে শত্রুপক্ষ হিসেবে দেখেছি,' ও মনে করিয়ে দিল। 'ও ছিল রাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি, শাস্ত্রী। মানুষ খুন করত।'

'আমানজীত মোটেও তেমন নয়। যেমন তুমি কবি আরম ধূপ নও। আমরা বর্তমানে যা, আসলেই তা-ই। অতীতে কি ছিলাম, তাতে কিছু যায় আসে না।' যদিও ওর মনের কোনও একটা অংশ এই কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না।

বিক্রম মনমরা হয়ে দীপিকার দিকে তাকাল, অবশেষে নৌকায় গিয়ে উঠল। আমানজীতের সাথে ওর নতুন সম্পর্কটাকে এখানে কেমন যেন নাটকিয়তার মতো মনে হলো, এর চেয়ে বরং আগের মতোই যেন ভালো ছিল।

দীপিকাকে বুঝাতে ব্যর্থ হলো বিক্রম। বিপদ যে আমানজীতের পক্ষ থেকে আসতে পারে, মেয়েটা তা বুঝতে চাইছে না। পূর্বজন্মের মতো এই জন্মেও আমানজীত ওদের বিপক্ষে গিয়ে ক্ষতি করতে পারে। শুরু থেকেই ছেলেটাকে ওর বিপদজনক মনে হতো। যদি দীপিকাকে একবার একলা পায়, তাহলে কিছু একটা করে বসা অসম্ভব না। দীপিকার ভেজা শরীর থেকে দ্রুত নজর ফিরিয়ে নিল ও।

নৌকায় করে অপর পাশে পৌঁছল ওরা। এখানের দেয়ালেও অনেকগুলো মশাল ঝুলছে। ওদের মাথা থেকে কয়েক ফুট উপরে, ছাদটায় করাতের মতো তীক্ষ্ণ ফলা দেখা যাচ্ছে, ভেজা থাকায় মশালের আলোতে জ্বলজ্বল করছে। এখানের বাতাস এতোটাই ঠাণ্ডা যে প্রায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। টর্চ জ্বালাতেই ওরা কেঁপে উঠল, কেবলমাত্র একটা সাপ নৌকাটার সামনে দিয়ে গিয়ে একটা গর্তে ঢুকল। সামনেই একটা দরজা দেখতে পেল ওরা, তবে ছোট্ট মেয়েটার কোনও দেখা নেই।

আমানজীত আগে নেমে নৌকাটাকে তীরে থামাল, তারপর দীপিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, নামতে সাহায্য করল। পরে বিক্রমের দিকে ঘুরল। 'তখন ওকে কী বলছিলে তুমি?' জিজ্ঞাসা করল ও।

'কিছু না তো,' বিক্রম উত্তর দিল।

আমানজীত যে ওর কথা বিশ্বাস করেনি সেটা ঠিকই বুঝতে পারল বিক্রম। হঠাৎ করেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। ওদের হাতের টর্চ দুটো একসাথে নিভে গেল। ভয়ে আঁতকে উঠল ওরা। নিজ কণ্ঠের ভয়ার্ত শব্দ শুনতে বিক্রমের মোটেও ভালো লাগে না।

আমানজীত কথা বলে উঠল, ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে ছেলেটা। 'ভাগ্যিস মশাল দুইটা সাথে করে এনেছিলাম,' মশালে আগুন জ্বালাতে সময়

BanglaBook.org

বলল। আস্তে আস্তে অন্ধকার ছাপিয়ে মশালের আলো জ্বলে উঠল। পুকুরের কালো জলের দিকে তাকিয়ে বিক্রম শিহরিত হলো। যেন এটা কোনও...

'চলো, সামনে যাওয়া যাক,' ও বলল। হঠাৎ করেই এই জায়গাটা ওর মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। আমানজীতকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও, ভিতরে একটা সিঁড়ি দেখতে পেল। নিচের দিকে চলে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ও। মাথার উপর সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে মেহেরাণগড়।

আমানজীত আর দীপিকা সিঁড়ির সামনে আসতেই দেখল, নৌকাটা জলে ভেসে যাচ্ছে, যেখান থেকে ওরা এসেছে, সেদিকেই ফিরে যাচ্ছে।

উপর থেকে একশ হাত নিচে, সিঁড়ি দিয়ে নেমেই একটা বড় ঘরে চলে আসল ওরা। ঘরটা এতো বড় যে দুইটা মশালের আলোতেও পুরোটা উন্মোচিত হচ্ছে না। এক লাইন ধরে সামনে এগিয়ে গেল ওরা তিনজন। বিক্রম দেখল দীপিকা আর আমানজীত হাত ধরে হাঁটছে। ওর ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল। নাহ, ভয়ে না! আমানজীত একটা গণ্ডমূর্খ! দীপিকার কি আমানজীতের কোনও ভুলই চোখে পড়ে না, এমনকি আমার কোনও গুণও না?

ধীরে ধীরে মন থেকে সব ভয়, সব বিস্ময় মুছে ফলল ও। হয়তো জায়গাটার রহস্যময়তাই মেয়েটার এমন আচরণের জন্য দায়ী। ঘরটির শেষ প্রান্তে এসে আরেকটি দরজা দেখতে পেল, পাল্লাগুলো ভেঙ্গে এক পাশে ঝুলে আছে। দরজা পাড় হয়ে আরেকটি ঘর। তবে এই ঘরটা আগেরটার তুলনায় অনেক ছোট্ট। মেঝেতে ময়লা আবর্জনার স্তুপ দিয়ে ভরা। দেয়ালের এক পাশে আবার একটি কৃত্রিম গর্ত, উপর থেকে কাটা হয়েছে।

দীপিকা ময়লার স্তুপের দিকে তাকিয়ে আর্ত চিৎকার দিল। বিক্রম মশাল নিয়ে সামনে যেতেই আঁতকে উঠল। মাথায় জং ধরা হেলমেট সহ কঙ্কালের খুলি মেঝেতে পড়ে আছে। এক দুইটা না অনেকগুলো। বর্ম, তরবারি, খঞ্জর, ঢাল, এমনকি তীর ধনুকও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে।

'হে ভগবান! মনে হচ্ছে কঠিন কোনও যুদ্ধ হয়েছিল এখানে!' আমানজীত মেঝে থেকে একটা তরবারি তুলে নিল। 'তোমাদের কি মনে হচ্ছে, এখানে কী হয়েছিল?'

'এই দিকে দেখো!' দীপিকা সামনে এগিয়ে গেল, ডান পাশের দেয়ালের দিকে। আমানজীত আর বিক্রমও দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল। বিক্রম মেঝে থেকে তীর আর ধনুকটা তুলে নিল। তূনীরের চামড়া একদম শুকিয়ে চট হয়ে গেছে, ধনুকটাও দুর্বল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে গুনে টান লাগলেই যেন ছিড়ে যাবে। তবে এখনও যে ক্ষয়ে বা ভেঙ্গে যায়নি এটাই অবাক করার মতো ব্যাপার। দীপিকা হাতের মশালটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরল। 'দেখো, বানরের কঙ্কাল। আর এটা, দেখে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা মন্দির!'

BanglaBook.org

'আমার সব কিছু ইন্ডিয়ানা জোনসের মতো লাগছে,' কোনওরকম চিন্তা ভাবনা ছাড়াই কথা বলল আমানজিত। এখনও তরবারিটা হাতে ধরে রেখেছে ও। বিক্রমের তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। বরং নিজেকে একজন বহিরাগত মনে হচ্ছে ওর। এখানে আসাটা ভুল হয়েছে, ভাবছে ও।

'এটা খুব সম্ভবত একটা হনুমান মন্দির,' দীপিকা বলল। ছোট্ট একটা ঘরের ভেতর মাকড়সার জালে মোড়ানো একটা হনুমান মূর্তি দেখা যাচ্ছে। এর চারপাশে বানরের কঙ্কাল, খুলি পড়ে আছে। 'এখানে বানরের বাসাও ছিল সম্ভবত।'

'বহুকাল আগের মনে হচ্ছে সব,' আমানজীত বলল। 'বানর আর সৈন্যগুলা পাথর চাপা পড়ার ফলে আটকা পড়েছিল বোধয়।'

বিক্রম সামনের দিকে তাকাল। হামাগুড়ি দিয়ে চলার মতো একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেল। 'যাওয়ার মতো এখন একটাই রাস্তা আছে।' সুড়ঙ্গটার দিকে তাকিয়ে ও বলল। 'চল এটা দিয়ে গিয়ে দেখি।' ওর ভেতরটা আবার নাড়া দিয়ে উঠল, পিছে ফিরে তাকাল। রেখে আসা দরজার সামনে আলো কেঁপে উঠছে, ওর ব্যাপারটা সুবিধার মনে হলো না। 'এখনই চলো।'

কিছু করার আগেই, দরজার সামনে একটা কালো অবয়বকে দেখতে পেল, ওদের থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে অবয়বটা। তার হাতে একটা মশাল, আরেক হাতে ধাতুর তৈরি কিছু একটা ঝিলিক দিচ্ছে। একটা বন্দুক। চোখে তালি দেয়া দেখেই ওরা চিনে ফেলল, লোকটার কণ্ঠস্বরে দেয়ালও যেন কেঁপে উঠল।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি! নয়তো আমি গুলি করব!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জীতেন। ওকে দেখে খুব খুশিই মনে হচ্ছে। 'ওরা শুধু মেয়েটাকে আর চশমা পড়া ছেলেটাকেই চায়।' কথা বলেই আমানজীতের দিকে তাকাল ও। 'আর তোমার দিকটা আমি দেখছি, পুঁচকে বালক।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় তেইশঃ দগ্ধ শরীর
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে একটা দগ্ধ, কালো অবয়ব বেরিয়ে এসেছে! গায়ের প্রতিটা অঙ্গ-প্রতঙ্গ পুড়ে গেছে অবয়বটার। চামড়া ফাটা, সেখান থেকে কষ ঝড়ে পড়ছে। এমনকী মাথার চামড়া পুড়ে খুলি দেখা যাচ্ছে, মুকুটটা চেপে বসেছে খুলিতে। বর্মটাও বুকে চেপে বসেছে, যেন শরীরেই অংশ সেটা। গায়ে জামা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এই...এই প্রাণিটার বেঁচে থাকার কোনও যুক্তিই নেই। তবে নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। চিতা বাঘের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে, হাতে একটা বড় খড়গ। খড়গটা আচমকা লাল হয়ে ফুঁসে উঠল, যেন মাত্রই আগুন থেকে তুলা হয়েছে।

'শাস্ত্রী,' একটা পরিচিত কণ্ঠ গর্জে উঠল।

'রবীন্দ্র।' নিজের অজান্তেই কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শাস্ত্রীর। এ কি সত্যিই রবীন্দ্র, ও তাহলে মারা যায়নি? তবে যাই হোক, রবীন্দ্র এখন ওর সামনে এটাই বড় কথা। পিছে ফিরে তাকিয়ে দেখে, দরিয়া সেতুতে উঠে গেছে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। মেয়েটা ওপারে না যাওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রকে ওর আটকে রাখতে হবে, প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে হলেও। 'আর এক পা-ও সামনে এগুবে না।'

রবীন্দ্র গম্ভীর ভাবে হাসল। 'শাস্ত্রী, শাস্ত্রী। জীত আমাকে আগেই তোমার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। ওকে উপেক্ষা করে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি, এই তার কি পরিণাম?'

শাস্ত্রী আহত পা-টাকে স্থির করার চেষ্টা করল। ব্যথায় টনটন করছে। 'নিজের এ কী করেছ তুমি?' ও জিজ্ঞাসা করল জানার জন্য না, সময় ব্যয় করতে।

রবীন্দ্র মুখ বাঁকাল। ঠোঁট পুড়ে যাওয়ায় সাদা দাঁত গুলো দেখা যাচ্ছে। 'কী?' ওর শরীর কেঁপে উঠল। 'আমি নিজের কী করেছি? তোমার সাথে এসব নিয়ে আলোচনা করার কোনও কারণ দেখছি না আমি, মদন শাস্ত্রী।' কথাটা বলে ও থেমে গেল, চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ল যেন। 'রাক্ষসেরা আমার স্বপ্নে আসত, শাস্ত্রী! তুমি বুঝতে পারছ? রাক্ষসরা দেখা দিত আমাকে। প্রাচীন ভাষায় কথা বলত আমার সাথে, নির্দেশ দিত। আমার সাত রাণী, আর তাদের দেয়া হৃদ পাথর... ওরাই আমাকে খুঁজে দিয়েছে। না হলে কীভাবে আমি এইসব পেতাম।

BanglaBook.org

ওরাই বলেছে কোথায় রানিদের পাওয়া যাবে। কিভাবে আমার আর তাদের আত্মাকে মুক্ত করতে হবে, আর কীভাবে আমার অতীতকে পুনর্জীবিত করতে হবে! তুমি কি জান অতীতে আমি কে ছিলাম? কোনও ধারণা আছে তোমার?'

শাস্ত্রী মাথা ঝাঁকাল আর ভাবল, লোকটা উন্মাদ হয়ে গেছে।

'আমি ছিলাম রাবণ, লঙ্কার রাজা রাবণ! দৈত্য রাজ রাবণ ছিলাম আমি!'

শাস্ত্রী হাঁ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

রবীন্দ্র কথা চালিয়ে গেল। 'সবকিছুই ঠিক ভাবে চলছিল। নির্বোধ কবিটা নাক গলিয়ে সব সমস্যার সৃষ্টি করল! মন্দোদরীকে নিয়ে স্বগর্বে উজ্জিবত হতে পারতাম, অথচ এখন আমার এই হাল!' নিজের দগ্ধ শরীরে দিকে একবার তাকিয়ে, শাস্ত্রীর দিকে নজর দিল। 'এর জন্য তোমরা সবাই দায়ী!' কথাটা বলেই শাস্ত্রীর দিকে তেড়ে আসল রবীন্দ্র। অতর্কিত হামলার বিপরীতে কোনও রকমে নিজের তরবারি দিয়ে আটকাল শাস্ত্রী। চারপাশ ঝঙ্কার ধ্বনীতে মুখরিত হলো। শাস্ত্রী তরবারির হাতল দিয়ে রবীন্দ্রকে আঘাত করল, এবং ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল।

'মদন!' দরিয়া চিৎকার করে ডাকল।

'থামবেন না, যেতে থাকুন!' চেঁচিয়ে উঠে রবীন্দ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। 'আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না!'

খাদের অপর পাশে আরম খুবই দুশ্চিন্তায় ভোগছে। বিশেষ করে তরবারির শব্দটা হওয়ার পর আরও বেশি চিন্তা হতে লাগল ওর। 'তাড়াতাড়ি আসুন, রানিসাহেবা!' ও চিন্তিত স্বরে বলল।

রবীন্দ্র খড়গটা চরকির মতো ঘুরাচ্ছে। 'রোমান তরবারি! দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ। বাছাই নিঃসন্দেহে ভালো, তবে আমার সামনে এক মুহূর্তও টিকবে না।' বাঘের ন্যায় ক্ষিপ্রতা নিয়ে ছুটে আসল রবীন্দ্র। পিছু হটা বা চালাকি করার মতো সময় পেল না শাস্ত্রী। কোনও রকমে প্রতিটা আঘাতকে ঠেকাচ্ছে ও। গরম তপ্ত খড়গটা প্রতিবারই ওকে চিরে ফেলতে চাইছে যেন। উপায় না পেয়ে শাস্ত্রী মশালটা নিয়ে রবীন্দ্রর চেহারায় আঘাত করল। মশালের ঝাপটা খেয়ে নিয়ন্ত্রন হারাল রবীন্দ্র। রাগে আর ক্ষোভে চোখে আগুন জ্বলে উঠেছে তার।

'এতো বড় সাহস!' বেপরোয়া ভাবে এগিয়ে আসতেই, শাস্ত্রী তার বুকে লাথি বসাল। রবীন্দ্র পেছনের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেল। শাস্ত্রী না থেমে তার দিকে এগিয়ে গেল, তরবারি দিয়ে কোপ বসাল, কিন্তু রবীন্দ্র দ্রুত পাশ কেটে গেল, ফলে কোপটা আঘাত হানল দেয়ালে। কোপটা একদম বুক বরাবর বসিয়ে ছিল, ঠিক সময়ে সরে না গেল সরাসরি হৃদপিণ্ডে ঢুকে যেত তরবারিটা। রবীন্দ্রর রাগ সপ্তমে চড়ে গেল, অন্ধের মতো ক্রমাগত খড়গটাকে চালাচ্ছে সে; ফলে শাস্ত্রীর

BanglaBook.org

পিছিয়ে যেতে হচ্ছে, প্রায় দড়ির সেতুটার সামনে চলে এসেছে ও। তবে দগ্ধ রাজা একটুও থামছে না, বরং হুঙ্কার ছেড়ে একের পর এক আঘাত করেই যাচ্ছে।

শাস্ত্রী হাঁপিয়ে উঠছে, কিন্তু রবীন্দ্র এখনও ঠিক আছে।

'আমার শুধু মেয়েটাকে চাই। ওকে দিয়ে দাও, কথা দিচ্ছি তোমার কোনও ক্ষতি করব না, শাস্ত্রী,' রবীন্দ্র বলল। 'তুমি মান্ডোরে রাজত্ব করতে পারবে। যেহেতু চেতনও মারা গেছে, এমনকি জীতও, তাই তুমিই-এর দায়িত্ব থাকবে। রাজ্যে ফিরে যাও, নতুন করে সব শুরু কর, সেনাপতি।'

শাস্ত্রী বুক ভরে শ্বাস নিল, রবীন্দ্র থেমে গেছে। ওর প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল পিছে ফিরে দরিয়াকে দেখার। কিন্তু রবীন্দ্র ক্রমাগত খড়গটা ঘুরাচ্ছে, ফলে ওর সাহস হলো না চোখ সরাতে।

পালাও, দরিয়া, ও মনে মনে বলল। পালাও। যত দ্রুত সম্ভব, এখান থেকে বহু দূরে চলে যাও।

'শাস্ত্রী, আমি চলে এসেছি!' খাদের ওপাশ থেকে দরিয়া বলল, কণ্ঠে ভয় আর উদ্বিগ্নতার ছাপ, ওর জন্য। অনেকটা নিশ্চিন্তবোধ করল শাস্ত্রী।

রাগে ফেটে পড়ল রবীন্দ্র, গর্জে উঠে ওর উপর সর্বশক্তিতে ঝাপিয়ে পড়ল।

আরম হাত বাড়িয়ে দরিয়াকে সেতু থেকে টেনে তুলল। বাঁ হাত দিয়ে মশালটা নিয়ে নিচে ফেলে দিয়ে দু হাত দিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে দরিয়া। প্রথমত ঝুলন্ত সেতু পাড় হওয়া, তার উপর আবদ্ধ জায়গায় থাকার ভয় আর সব শেষ যুক্ত হয়েছে শাস্ত্রীর জন্য উদ্বেগ। ঠিক ভাবে দাঁড়াতেও পারছে না। 'কোনও ভয় নেই,' ও মৃদুস্বরে বলল। 'আমি আছি আপনার পাশে।'

একটা মুহূর্ত কেটে গেল এভাবেই, দরিয়া নিজেকে শান্ত করতে পারছে না।

খাদের অপর পাশে শাস্ত্রীর হাতের মশালটা নড়ে উঠল, আর পরক্ষণেই তরবারির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো।

সেনাপতির আর্তচিৎকার শুনতে পেল ওরা, সাথে তরবারির সাথে তরবারির আঘাতের শব্দও, আগেরবারের থেকে আরও বেশি জোরাল শুনাল শব্দটা।

মশালটা উঠিয়ে দরিয়াকে টেনে ফাটলের দিকে নিয়ে চলল। 'আমাদের এখন-ই পালানো উচিৎ।'

মিনমিন করে কিছু একটা বলল দরিয়া, ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল, সেতুটির দিকে যেতে চাইছে। তবে ও মেয়েটার হাত ছাড়ল না, বরং টেনে ওর সামনে নিয়ে আসল। আর তখনই শাস্ত্রীর চিৎকার শুনা গেল, দরিয়া কান্নায় ফেটে পড়ল।

দরিয়াকে একরকমের ঠেলে সামনে নেয়ার চেষ্টা করল ও। 'পালান! তাড়াতাড়ি করুন!' শাস্ত্রীর চিৎকার, আর আরমের চেঁচানোর ফলে দরিয়া আরও ঘাবড়ে

BanglaBook.org

গেল। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, অন্ধকার ফাটলের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। আরম ওর হাতের মশালটা দিয়ে দিল। 'পালান! রানিসাহেবা, দ্রুত পালান!'

মশালটা নিয়েই দরিয়া দ্রুত পালাল।

খঞ্জরটা খাপ ছাড়া করল আরম। ধীরে ধীরে সেতুটার দিকে এগিয়ে গেল। খাদের ওপাশে যেই বাঁচুক না কেন, ও চাচ্ছে না যে সে এপাশে চলে আসুক। তাই সর্বশক্তি দিয়ে সেতুর দড়িগুলোতে কোপ দিচ্ছে। তবে দড়িগুলো মোটা থাকায় বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ওকে। ওপাশের প্রতিটা চিৎকার, তরবারির প্রতিটা আঘাত ওর মনকে আরও ভীত করে তুলছে। ও ভালো করে একবার সামনে তাকাল, আর আঁতকে উঠল। শাস্ত্রী হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে, দগ্ধ রাজা একের পর এক আঘাত করেই যাচ্ছে, থামছে না।

আর ঠিক তখনই শাস্ত্রীর হাতের মশালের আলো নিভে গেল, চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। শুধুমাত্র পেছনের ফাটলটা থেকেই মৃদু আলো আসছে। যেহেতু দড়িগুলোকে আর ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না, ফলে ও পিছু হটল। যা কেটেছে তাতেই যেন কাজ হয়, এই প্রার্থনা করে ফাটলে ঢুকে পড়ল।

শাস্ত্রী হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। বাঁ বাহুতে আঘাত লেগেছে, ফলে প্রচণ্ড ব্যথা করছে জায়গাটা। রবীন্দ্র গজগজ করছে, ওর মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছে যেন। 'আর বেশি দেরী নেই, শাস্ত্রী,' উল্লাসের সাথে বলল। 'এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

শাস্ত্রী আক্রমণ করল, কিন্তু রবীন্দ্র খুব সহজেই ঠেকিয়ে দিল। তীব্র বেগে একের পর এক আঘাত হানতে লাগল, প্রতিটা আঘাত যেন আগেরটা থেকে শক্তিশালী। রবীন্দ্রকে একটুও ক্লান্ত লাগছে না। এমন আক্রমণের সামনে কোনও মানুষেরই বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীর মনে হচ্ছিল যেন গায়ে আগুন ধরে গেছে, ওর হাত পা অসাড় হয়ে আসছে। তবুও রবীন্দ্র আক্রমণ করেই যাচ্ছে।

ওর আহত বাঁ পা আর ভার সইতে পারছে না। হঠাৎ এক পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মশালটা কুড়িয়ে নিল সে। এবং সুযোগ বুঝে রবীন্দ্র বুকে কোপ বসাল।

রবীন্দ্র চিৎকার করে উঠে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল, আবার আঘাত করতে শুরু করল। শাস্ত্রী ওর তরবারিটা উচু করে রেখেছে। দৃশ্যটা এমন যে, যেন কোনও কামারশালায় গরম লোহার উপর ক্রমাগত হাতুড়ি পেটানো হচ্ছে। হঠাৎ রবীন্দ্র দিক পরিবর্তন করল, মশালের উপর কোপ বসাল। মশালটা দুই টুকরা হয়ে গেল মেঝেতে পড়ে গেল, রবীন্দ্র লাথি দিয়ে আগুনের মাথাটা খাদের এক পাশে ফেল দিল।

BanglaBook.org

আলোর একমাত্র উৎসও নেই হয়ে গেল, অন্ধকারে খুনি শেষ আঘাত হানার জন্য এগিয়ে আসছে।

ফাটলের শেষ মাথায় এসে দরিয়াকে দেখতে পেল আরম। মেয়েটার হাতের মশালটা প্রায় নিস্তেজ হয়ে এসেছে, ও বিলাপ করছে।

দ্রুত দরিয়ার সামনে এগিয়ে গেল ও। ভেবেছিল কোনও সাপ বা কিছু হবে হয়তো, তাই দরিয়া এমন বিলাপ করছে। তবে এর চেয়েও খারাপ কিছু দেখতে পেল, ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। ফাটলের মুখে একটা বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে, বের হওয়ার পথ আটকে দিয়েছে!

ও নিজেও প্রায় মুষড়ে পড়ল, বিলাপ করতে শুরু করল। 'না,' মৃদুস্বরে বলল। 'হে ভগবান!' ভাগ্যকে দোষারূপ করল, হাত দিয়ে পাথরের চাঁইটাকে খুঁড়তে শুরু করল। দরিয়া পিছু ফিরল। ও পাথরের চাঁই থেকে হাত সরিয়ে দরিয়ার হাত ধরল, যাতে ফাটল দিয়ে আবার খাদের সামনে চলে না যায়।

'না, রানিসাহেবা। আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে!' দরিয়ার চেহারা আঁকড়ে ধরল, চুমু দিল। 'আমরা এখান থেকে বের হবই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি! আমি নিজে এই পাথর ভেঙ্গে আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। আমি আপনাকে ভালোবাসি, এতটুকু তো করতেই পারব!'

অথর্বের মতো ওর দিকে তাকিয়ে আছে দরিয়া।

'আমি আপনাকে ভালোবাসি!' ও আবার বলল, উত্তরের আশা করল।

কিন্তু প্রত্যুত্তর করল না দরিয়া।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কোমর থেকে খঞ্জরটা বের করে পাথরের চাঁইয়ে এক কিনারা ধরে আঘাত করা শুরু করল আরম। প্রতিটা আঘাতের সাথে আলগা মাটি খসে উঠছে। তাই আগ্রহী হয়ে আরও দ্রুত খুঁড়তে লাগল সে। বেখেয়ালিপনায় ওর নখ উপরে গেল, খঞ্জরটাও ভেঙ্গে দুই টুকরা হয়ে গেল, কিন্তু ও থামল না। এক সময় এক পশলা ঠাণ্ডা বাতাস এসে ওর মুখে যেন আদরের হাত বুলিয়ে দিল।

'রানিসাহেবা!' উল্লাসের সাথে ডাকল। 'বাতাস আসছে এখান দিয়ে, আর বেশি দেরি নেই...'

পিছে তাকাতেই ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল। মশালটা নিচে পড়ে আছে, কিন্তু রাণী নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় চব্বিশঃ বন্দুক বনাম তরবারি
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

অন্ধকার থেকে বন্দুক হাতে জীতেন বেরিয়ে আসল। আমানজীতের কপাল বরাবর তাক করে আছে বন্দুকটা। 'তরবারিটা হাত থেকে ফেলে দাঁও, নয়ত তোমার খুলি উড়িয়ে দিব।'

উত্তেজনাপূর্ণ এই মুহূর্তেও আমানজীত বিকল্প পথ খুঁজে চলেছে। কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায়, ভাবছে। সালমান বা হৃতিক হলে এখন কী করত, বা কুংফু মাস্টার জ্যাকি চ্যান? কিন্তু বাস্তবতা যে বড়ই কঠোর। বন্দুকের সামনে তরবারি নিছক একটা খেলনা মাত্র। তরবারিটা পাশের দেয়ালে ছুঁড়ে মারল, ওর হাত থেকে এক ফুট দূরের দেয়ালে সেটা গেঁথে রইল।

জীতেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ওর সঙ্গীরাও চলে এসেছে, ভয়াতুর দৃষ্টিতে তিন কিশোর-কিশোরীর দিকে তাকাচ্ছে।

'সেদিন বাগানে কী করেছিলে জানি না। তবে আজ যদি ঐরকম কিছু করো, একদম রেহাই পাবে না। মনে রেখো কথাটা।' চ্যালাদের ইশারায় দীপিকা আর বিক্রমকে দেখাল। 'ওই দুটোকে ধরে নৌকায় উঠাও, যাও।'

আমানজীত অসহায়ের মতো করে ওদের দিকে তাকাল। দীপিকা আর বিক্রমকে একরকমের টেনেই নিয়ে গেল লোকগুলো। তাদের মাঝে একজন লোলুভ দৃষ্টিতে দীপিকার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমানজীতের মাথায় রক্ত উঠে গেল। বন্দুকের নলের সামনে নিজেকে একটা কাপুরুষই মন হলো ওর।

আমি একজন শিখ! আর একজন শিখ একটা সিংহের সমান! আমি একজন যোদ্ধার ছেলে, ভয় আমাকে সাজে না!

কেন আমি এতো ভয় পাচ্ছি...?

একটু পরেই ওরা, মানে জীতেন আর ও বাদে আর কেউ রইল না। লোকটার গা থেকে মদ আর ঘামের দুর্গন্ধ আসছে। 'তুমি দেখছি একদম জায়গা মতো নিয়ে এসেছ আমাদের, কিছু হলে কেউ জানতেও পারবে না। তবে ওস্তাদ শুধু ওই দুজনকেই তার হাতে তুলে দিতে বলেছে। আর তুমি হলে আমার শিকার। তবে ঠিক কেন জানি না, ওস্তাদের মতে আমাদের দুজনের নাকি খুব পুরনো হিসাব নিকাশ বাকি আছে। সে যাই হোক, তোমাকে টুকরো করার জন্য আমার কোনও

BanglaBook.org

কারণের প্রয়োজন নেই।' মুখে তৃপ্তির হাসি দিয়ে বন্দুকটা আমানজীতের কপালের সামনে ঠেকাল। 'নতজানু হয়।'

'কখনও না।' আমানজীত সাহসিকতার সাথে কথা বললেও, দুর্বল শোনাল।

'যেমনটা তোমার ইচ্ছা, বালক।' জীতেন দাঁত কেলিয়ে নলেই বন্দুকের ট্রিগার চেপে ধরল।

গুলির জায়গায় ফাঁকা শব্দ বের হলো কেবল, হাঁ হয়ে গেল জীতেনের মুখ। 'অসম্ভব...!'

আমানজীত আর এক মুহূর্তও দেরী না করে, দেয়ালে লেগে থাকা তরবারিটা থাবা দিয়ে নিয়ে নিল। এক মুহূর্তের জন্য বেখেয়ালি হয়ে পড়েছিল জীতেন, হুঙ্কার ছেড়ে আবার ট্রিগার চাপল।

ক্লিক...

'হচ্ছেটা কী?' জীতেন অবাক হয়ে বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে আছে। এই সুযোগে আমানজীত তরবারি দিয়ে এক কোপে বসাল তার হাতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল জীতেনের হাতের কব্জি থেকে। মাটিতে বসে পড়ল, মুখ দিয়ে অস্ফুর্ত শব্দ করছে।

লোকটাকে দেখে আমানজীতের মনে কোনও দয়ার উদ্বেগ তো হলেই বরং সন্তুষ্ট হলো। কাটা হাতটা এক পাশে পড়ে আছে, আর বন্দুকটা আরেকটু দূরে। ওরা দুজনেই সেটার দিকে তাকিয়ে আছে।

বন্দুক থেকে গুলি ছুটবে না...তাও আবার এমন একটা বন্দুক থেকে, অদ্ভুত।

'আমার হাত, আমার হাত,' জীতেন মৃদুস্বরে বলছে, ওর এক চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

লোকটাকে কি মেরে ফেলব নাকি? আমি কি পারব? আমি কি সত্যিই কাউকে খুন করতে পারব? এমনকি এই লোকটার মতো নিকৃষ্ট কাউকেও? কিন্তু ওকে এখানে জীবিত ফেলে রেখে যাওয়াটাও তো ঠিক না...

ওর মনের দ্বিধা দূর করে দিয়ে, জীতেন অজ্ঞান হয়ে গেল। বানরের হাড়-গোরের মাঝ দিয়ে লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আমানজীত।

রক্ত পড়া যদি বন্ধ না হয় লোকটা মারাও যেতে পারে...

... যাক, আমার কিছু যায় আসে না।

বাইরে জীতেনের লোকগুলোর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, কী যেন জিজ্ঞাসা করছে। আমানজীত সঙ্গীদের বাঁচাতে বেরিয়ে গেল।

আরেকটু হলেই একজনের সাথে ধাক্কা লাগছিল। লোকটা জীতেনের জন্য ফিরে এসেছে। জীতেনকে যেন কিছু একটা জিজ্ঞাসা করবে, মাত্রই মুখ খুলেছে; আর বন্ধ করেনি, হাঁ করেই আছে। আমানজীতকে আসতে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

'কী...?'

তরবারির হাতল দিয়ে, লোকটার চেহারার উপর এক ঘা বসাল আমানজীত। নাক থেঁতলে, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল লোকটা, কোনওরকম টুঁ শব্দও হলো না। খুব সহজেই কাজটা করে ফেলল ও, যেন আগে থেকেই অভ্যস্ত।

আমি আবার তরবারি চালনায় পটু হলাম কবে থেকে...?

বড় ঘরটা থেকে বেরিয়েই দেখল, দীপিকা আর বিক্রমকে টেনে নৌকায় উঠাচ্ছে দুইটা লোক। দীপিকাকে ধরে রাখা লোকটা এখনও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মেয়েটার শরীরের দিকে। আমানজীত এবার আরও বেশি ক্ষেপে গেল। হাঁক ছেঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোক দুটোর উপর।

গুণ্ডা দুইটা গুলি করল, কিন্তু এবারও ফাঁকা শব্দই হলো, গুলি বেরুলো না। তারা আবার ট্রিগার চাপল কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

দীপিকাকে ধরে রাখা লোকটার পেটে তরবারি ঢুকিয়ে দিল আমানজীত। শত বর্ষের জং ধরা তরবারিটা যেন আবার রক্তের স্বাদ পেল। লোকটা টলতে টলতে জলে পড়ে গেল। ও দ্বিতীয় জনের দিকে ঘুরতেই, লোকটা কালো জলের উপর লাফ দিল এবং সাঁতার কেটে ওপারে চলে গেল। আমানজীত হাফ ছাড়ল, বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে।

জলে পড়ে যাওয়া লোকটা গোঁ গোঁ করছে। বিক্রম লোকটার দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল। তবে দীপিকা বড় বড় চোখে আমানজীতের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কীভাবে ছাড়া পেলে?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ও।

আমানজীত শ্বাস নিচ্ছে, কথা বলতে পারছে না, একটু ভয়ও পেয়েছে। আর ঠিক তখনই জলের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। পালিয়ে যাওয়া গুণ্ডাটার আর্তচিৎকার ভেসে এল হঠাৎ, যেন ভয়ঙ্কর কিছু দেখে প্রচুর ভয় পেয়েছে। তবে চিৎকারটা যেমন আকস্মিক শুরু হয়েছিল, তেমনি আকস্মিক থেমে গেল, অসম্পূর্ন রয়ে গেল যেন!

ওরা তিনজনেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। বিক্রম নিভু নিভু টর্চটা উচু করে রেখেছে। তিন জোড়া চোখ অন্ধকার চিরে ফেলার মতো করে সামনে চেয়ে আছে। কোনও কিছুর নড়া চড়া চোখে পড়ল না ওদের। তবে কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, ওরা অনুভব করতে পারছে। হয়তো ক্ষুধার্ত আর প্রাচীন কোনও অস্তিত্ব জলের উপর দিয়ে...অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে।

'এদিক দিয়ে আর যাওয়া সম্ভব না আমাদের,' বিক্রম ফিসফিস করে বলল, ওর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'তাহলে পিছন দিয়েই যাই, চলো,' আমানজীত বলল। ওরা আবার হনুমান মন্দিরের সামনেই ফিরে গেল, যেখানে জীতেন রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পরে

BanglaBook.org

আছে। সেখানের দেয়ালে একটি ছোট্ট সুড়ঙ্গ দিয়েই বের হতে হবে, এছাড়া আর উপায় নেই ওদের।

ওদের চলে যেতেই, পাঁচটা অবয়বকে আসতে দেখা গেল, জলের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। অন্ধকারের চাদর গায়ে জড়িয়ে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ রাসের ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় উঠে বসল, দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে জুবুথুবু হয়ে রইল। ঘরে যেন শীতল বাতাস বইছে, আর পুরো দুনিয়াই যেন বোবা হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ বুঝে গেল, ঘরে ও একা নেই।

বিছানায় কারও ভার অনুভব করল, ওর পায়ের সামনেই কেউ একজন বসে আছে। সেখান থেকেই ঠাণ্ডা তাপ অনুভব করছে ও।

'মা?' ও কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, যদিও জানে যে উত্তর পাবে না।

বিছানায় কারও নড়াচড়ার শব্দ হলো, ফুলদানীর ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে, পোড়া গন্ধ নাকে লাগল। 'না, মেয়ে,' একটা মহিলা কণ্ঠ উত্তর দিল, শোনে মনে হল যেন খুবই যন্ত্রনা আর দুঃখে আছে।

রাস দ্রুত বিছানার এক কোনায় চলে গেল। পায়ের কাছে অদৃশ্য অবয়বটা থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে, পারে তো দেয়ালের সাথেই মিশে যাবে যেন! বুকের ভিতর থেকে হৃদপিণ্ডটা যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। শ্বাস নিতেও খুব কষ্ট হচ্ছে ওর।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটাতে অবয়বটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চোখের কোণ দিয়ে রাস অবয়বটার দিকে তাকাল। সিল্কের শাড়ি, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গহনা গায়ে একটা মেয়ে। গায়ের চামড়া এতোটাই কালো, দেখে মনে হচ্ছে যেন সরাসরি সূর্যের প্রখর তাপের নিচে ছিল বহু বছর। চোখের পাতার অন্তরালে কোটরের মাঝে চোখ দুটো নেই। আর একই সাথে বুড়ো আবার যুবতী কন্যার মতোই লাগছে। নাম ও জানে রাস, পদ্মা।

ঘরের সকল ফুল শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ধূপ কাঠি আর মোমবাতি গুলোও নিভে গেছে। রসুনের কোয়া শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। ঠাকুরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে পরে আছে। পদ্মা দরজায় ঝুলানো মালাটার দিকে আঙুল তাক করতেই সেটা ছিড়ে গেল। পুঁথি ছন্দ তুলে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

রাসের শ্বাস আটকে যাচ্ছে। 'কে... কে তুমি?' কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি জানো না?' মৃত রাণী উত্তর দিল। 'আমি যে তুমিই।'

BanglaBook.org

অধ্যায় পঁচিশঃ ঝুলন্ত সেতু
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

আরম নিয়ন্ত্রণ হারাল। হামাগুড়ি দিয়ে মাটি থেকে মশালটা তুলে, পড়ি কি মরি হয়ে সুড়ঙ্গে দিকে ছুটল। সামনেই দরিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, একজনের নাম ধরে ডাকছে। 'শাস্ত্রী! শাস্ত্রী!'

'না!' আরম অস্ফুর্ত আর্তনাদ করল। 'দাঁড়ান, রানিসাহেবা। ওদিকে যাবেন না,' ও চিৎকার করে বলল। তবে মেয়েটা ওর কথা শোনল কিনা সন্দেহ। সে অন্ধকারেই দৌড়াচ্ছে। আরম চলার গতি বাড়িয়ে দিল। উঁচু-নিচু মাটিতে বারবার হোঁচট খাচ্ছে ও। তবুও না থেমে বরং লাফিয়ে চলছে। 'দাঁড়াও, দরিয়া। প্রিয়তমা, দাঁড়াও, আমার কথাটা একটু শোন!' সম্বোধন পালটে ফেলল, মায়া জড়ানো কণ্ঠে ডাকল ও।

ওই তো সে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের জামাটা আঁকড়ে ধরে। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলেই থেমেছে হয়তো। তবে মৃগীরোগীদের মতো কাঁপছে।

একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল, সুড়ঙ্গ দিয়ে। 'দরিয়া! আরম!'

শাস্ত্রীর গলা নাকি?

ও দ্রুত রানির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তাকে জড়িয়ে ধরল। 'আমার কথাটা একটু শোন, যেও না। অনুগ্রহ করে, শোন একটু!' মিনতি করে বলল। 'নিশ্চয়ই এটা কোনও চাল। রবীন্দ্রর ছল। ও এতো সহজে মারা যাবে না! এটা শাস্ত্রীর গলা না, রবীন্দ্রের মায়া জাদু!'

দরিয়া এক ঝটকায় ওকে ফেলে দিল। আশ্চর্যজনকভাবে, কোত্থেকে যেন মেয়েটার গায়ে প্রচুর শক্তি চলে এসেছে।

'অনুগ্রহ করে, দাঁড়াও এবার,' মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে অনুনয় করল আরম। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি।'

দরিয়া ঘুরে দাঁড়াল, শাস্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আবার দৌড়াতে শুরু করল।

কবি পেছন থেকে ডেকেই চলেছে, তবে কী বলছে দরিয়ার শোনার কোনও ইচ্ছাই নেই। সে বুঝবে না ওর মনের অবস্থা। শাস্ত্রীর এখন ওকে খুব প্রয়োজন।

BanglaBook.org

গায়ের চাদরটা গুটিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে নিয়েছে দরিয়া। মশালটা আরমের জন্য ফেলে রেখে এসেছে ও, যাতে কবি অন্ধকারে না রয়ে যায়। যদিও চাদরটা থেকে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে, তবে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না তাতে।

কোনও এক অজানা কারণে সেনাপতির জন্য ওর মন বিগলিত হতে শুরু করে, ভালোবাসতে শুরু করে, সত্যিকারের ভালোবাসা। বিপদ আর ওর মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা। শাস্ত্রীর নির্ভিকতা, ভালোবাসা ওকে মুগ্ধ করেছে। এমনই একজনকে চাইত ও মনে প্রাণে। অবশেষে রাজসভায় তার চাহনি দেখেই ও যা বুঝার বুঝে ফেলেছিল। ওই চাহনিতে ছিল হতাশা–ওকে সাহায্য করতে না পারার, ভালোবাসা ব্যক্ত করতে না পারার। তবে এখন আর কোনও গোপনীয়তা নেই, হতাশা দূর হয়ে গেছে। ওর নাম ধরে ডাকছে। তাকে খুঁজে পেতেই হবে, আর আলাদা হতে দিবে না।

'শাস্ত্রী!'

পিছন থেকে কবির চিৎকার শুনতে পাচ্ছে, দৌড়ে আসার শব্দও শুনতে পাচ্ছে। কবির জন্য একটু করুণা জেগে উঠল মনে, পরক্ষণেই আবার ভুলে গেল। ওর ভালোবাসার মানুষটি এখন বিপদে আছে, তার এখন ওকে প্রয়োজন। হ্যাঁ, আরম ধূপ ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছে, এর জন্য তার কাছে ঋণীও। কিন্তু তাই বলে নিজেকে সঁপে দিবে না। ভালোবাসা মন থেকে আসে, দায়ে পড়ে নয়। আরমের কাছে ও সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবে, কিন্তু ওর পক্ষে তাকে ভালোবাসা সম্ভব না।

'শাস্ত্রী!'

'দরিয়া!' শাস্ত্রী কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, দুর্বল শোনাল। প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে ও।

সুড়ঙ্গটি দিয়ে ভেতরে আসার সময় মনে হচ্ছিল যেন রাস্তা খুবই ছোট, আর এখন মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে দৌড়ে যাচ্ছে। চাদরের আগুন নিভু নিভু করছে দেখে মৃদু ফুঁ দিল, তাতে আগুনটা একটু ফুঁসলে উঠল।

'দরিয়া!'

সুড়ঙ্গ থেকে বেড়িয়ে খাদের সামনে চলে এসেছে ও। দৌড়ানোর ফলে হাঁপাচ্ছে এখন। অন্ধকারেও যেন শাস্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছে ও।

বাঁ পা টেনে টেনে, ঝুলন্ত সেতু দিয়ে এগিয়ে আসছে শাস্ত্রী। দরিয়া দেয়ালে ঝুলানো মশাল গুলোর একটি নিয়ে, চাদর থেকে আগুন জ্বালিয়ে নিল। প্রথমে ভেবেছিল জ্বলবেই না, কিন্তু একটু বাদেই ভুল প্রমাণিত হলো, আগুন জ্বলে উঠল, চারপাশ উদ্ভাসিত হলো।

দরিয়া সেতুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মশালের আলোয় শাস্ত্রীর রক্তমাখা চেহারা দেখা যাচ্ছে, চোখ দুটো কালো হয়ে গেছে। হাত দুটোও খালি, কোমরের

BanglaBook.org

তরবারিটাও নেই, ওপাশে মাটিতে পড়ে থাকা একটি দেহের উপর গেঁথে আছে সেটা।

ও জিতে গেছে! দরিয়া দুশ্চিন্তা কমে গেল, মন নেচে উঠল আনন্দে।

শাস্ত্রী এক'পা দু'পা করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এরইমাঝে আরম ধূপ চলে আসল, অস্ফুর্ত ভাবে বলল, 'শাস্ত্রী?'

সেনাপতি মাথা নাড়ল। 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। বিপদ কেটে গেছে।' মৃদুস্বরে বলতে বলতে সামনে এগুচ্ছে ও, সেতুটা বেপরোয়া ভাবে দুলছে এখন। 'ওখানেই দাঁড়াও,' দরিয়াকে বলল। 'আমি আসছি তোমার কাছে।'

'না, আমি আসছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

শাস্ত্রীর চোখ দুটো চকচক করে উঠল, সেখানে শ্রদ্ধা মেশানো ভালোবাসা প্রতিফলিত হচ্ছে। 'তোমাকে ভালোবাসি,' ও বলল।

কথাটা দরিয়ার মনকে আচ্ছন্ন করল, পবিত্র শোনাল বড়। সাথে সাথে উত্তর দিল ও। 'আমিও ভালোবাসি তোমায়।'

শাস্ত্রী শক্ত হাতে দুই পাশের দড়ি আঁকড়ে ধরল, যদিও রক্ত লেগে হাত পিচ্ছিল হয়ে গেছে, তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এক পা দুই পা করে সামনে এগিয়ে আসছে। আর মাত্র কয়েক পা এগুলেই হবে, তবুও যেন বারবার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। দরিয়ার সুশ্রী বদনের দিকে তাকিয়ে সাহস পাচ্ছে, নয়ত অনেক আগেই হেলে পড়ত।

'আমি আসছি, আমি আসছি।'

আর একটুখানি। অল্প একটুখানি। তারপরেই মুক্তি।

দরিয়া খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, সেতুটির মুখে। এক হাতে সেতুর মুখের মোটা কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে, আরেক হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। একবারের জন্যেও নিচের দিকে তাকাচ্ছে না। কী অদ্ভুত, এতো সুন্দর আর সাহসী একটা মেয়েও উচ্চতা আর গভীরতাকে ভয় পায়! আর তারচেয়েও বেশি অদ্ভুত খুব ভালোভাবেই সে এই ভয়কে পরাস্ত করছে।

দরিয়ার পিছে একটা কালো অবয়ব এসে দাঁড়াল। কবি। ওরা সবাই বেঁচে আছে। এটা দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল শাস্ত্রী।

অন্ধকারে রবীন্দ্র ওর উপর আক্রমন চালায়, একের পর এক আঘাত করে, আহত করে। শরীরের কিছু জায়গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

তবে শুরুতে রবীন্দ্র বুঝতে পারেনি যে অন্ধকারেও তাকে দেখতে পেয়েছে শাস্ত্রী।

দগ্ধ শরীরটা যেন অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছিল, প্রায় নিভে যাওয়া আগুনের উপর একখণ্ড কয়লার মতো। ও রাজাকে ব্যস্ত রেখেছে, দরিয়ার সেতু পাড় হওয়া

BanglaBook.org

পর্যন্ত। আর অপেক্ষা করেছে বিশেষ একটি মুহূর্তের জন্য, শেষ মুহূর্তের জন্য। রবীন্দ্র যখন পাগলা ষাঁড়ের মতো ফুঁসে উঠে ওর দিকে বেখায়ালিভাবে তেড়ে আসে, ঠিক তখনই ডান পায়ে ভর করে সর্বশক্তিতে তরবারিটা তার বুকে চালান করে দেয়। একদম হৃদপিণ্ড ছেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায় তরবারিটা।

রবীন্দ্র কেঁপে উঠে, টলতে টলতে দরিয়ার সামনে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। শাস্ত্রী উঠে গিয়ে তরবারিটা আরও জোরে চেপে ধরে, এবং মাটির সাথে গেঁথে দেয়। রবীন্দ্র আর্তনাদ করে উঠে, হাসফাস করে, নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, অবশেষে মাথাটা এক পাশে হেলে পড়ে।

সুড়ঙ্গ থেকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটা কণ্ঠ চিৎকার করে ও।

শাস্ত্রী একবার ইচ্ছা হয়েছিল তরবারিটা উঠিয়ে নিতে। পরক্ষণেই চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিল। তরবারিটা রাজাকে এখনেই আটকে রাখবে। তবে ওর মনে একটা কথাই বারবার উঁকি দিচ্ছে। রবীন্দ্র কি আসলেই মারা গেল? তার না আরও আগেই মারা যাওয়ার কথা? হয়তো নশ্বর এই দেহটা রবীন্দ্রর সব পাপ শুষে নিয়েছে, তাই এই অবস্থা। তবুও কিছু একটা যে অস্বাভাবিক ঘটেছে বুঝতে পারল। কিন্তু কী, সেটা বুঝতে পারল না। তাই আর কোনও কিছু না করে সেতুর দিকে পা বাড়িয়েছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছে যেন দরিয়া আর আরম বেঁচে থাকে।

ঈশ্বর যেন ওর কথা শোনতে পেয়েছে, দূত পাঠিয়ে দিয়েছে।

'আর মাত্র কয়েক পা, প্রিয়তম,' দরিয়া বলল। 'মাত্র কয়েক পা।'

আর ঠিক তখনই সেতুর ডান পাশের দড়ি দুটো ছিড়ে গেল, দরিয়া চিৎকার করে উঠল। সেতুটা এক পাশে কাত হয়ে গেল। শাস্ত্রী ঝুলে পড়ল, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন পড়েই যাবে। বাঁ হাতের দড়িটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল, দরিয়ার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। মেয়েটার মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন দৌড়ে ওর দিকে চলে আসবে, ওকে উদ্ধার করবে। একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার নিচের দিকে তাকাচ্ছে। কী করবে বুঝতে করতে পারছে না। আরম পিছে থেকে ওকে আঁকড়ে ধরল, এবং টেনে সেতুর সামনে থেকে পিছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

'আরম ওকে ধরে রাখো,' শাস্ত্রী চেঁচিয়ে বলল। 'ধরে রাখো!'

আর ঠিক তখনই বাঁ হাতে ধরে রাখা দড়িটাও ছিড়ে গেল। সেতুটা খাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

শাস্ত্রীর মনে হলো যেন বাতাসে হাঁটছে, ভাসছে। মধ্যাকর্ষণ যেন ওকে ভুলে গেছে। বাতাসে আঁচড় কাটল, সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে হাত পা-ও ছুঁড়ল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অন্ধকার যেন ওকে গিলে নিচ্ছে, ভেতরটা দুমড়ে গেল ওর। কী হতে চলেছে বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে গেল আর অতলে তলিয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ছাব্বিশঃ স্মৃতিচারণ
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার মতো সুড়ঙ্গটায় ঢুকে পড়ল আমানজীত, মানুষের তৈরি সুড়ঙ্গটা গভীরে পর্যন্ত গিয়ে মাটির সাথে মিশেছে। ওর হাতে একটা মশাল, আরেকটা বিক্রমের হাতে। তবে কেন যেন শুরু থেকে ওদের সন্দেহ হচ্ছে, ঠিক পথে আসল কিনা।

ওরা সুড়ঙ্গটার যত গভীরে যাচ্ছে, বাতাস ধীরে ধীরে আরও ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। এমনকি শ্বাস প্রশ্বাসও শীতল হয়ে আসছে। পথটা এখন অনেকটাই পিচ্ছিল হয়ে গেছে, তাই খুব সতর্ক আর ধীর পদে এগুচ্ছে ওরা। যদিও পিছে বিপদ ধেয়ে আসছে, তবুও এছাড়া আর উপায় নেই ওদের। অবশেষে সুড়ঙ্গ পথ থেকে একটা বড় ঘরে চলে আসল ওরা। সামনেই একটি দরজা, এর দুই পাশে দুইটা সিংহের মূর্তি। দরজা পেরিয়ে আরেকটা বড় হল ঘর এবং দুইটা মূর্তি দেখা গেল, কালের বিবর্তনে ক্ষয়ে গেছে, চেনা যাচ্ছে না। বিক্রম ওর নোটে-যেটা সব সময়ই সাথে রাখে- কিছু চিহ্ন টুকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। একটি শুকনো জলাশয়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা, এক পাশে একটি পরিত্যক্ত নৌকা ভেঙ্গে পরে থাকতেও দেখল। আমানজীত নৌকাটাকে স্পর্শ করতেই সেটা আরও ভেঙ্গে গেল। জলাশয়টি পার হয়ে আরও একটি দরজা দেখতে পেল। আমানজীত দরজাটি দিয়ে ভেতরে চলে গেল, আরেকটি সুড়ঙ্গ পথ দেখা যাচ্ছে। দীপিকা পিছে তাকিয়ে বিক্রমকে দ্রুত আসার জন্য তাড়া দিল, 'তাড়াতাড়ি এসো,' বলে আমানজীতের সাথে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল।

বিক্রম ওদের পিছু নিল, কিন্তু মনের কোনও একটা অংশ বারংবার বলছে, চারপাশটা ভালো করে দেখে নেয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আসন্ন বিপদের কথা ভেবে ওর আর সাহস হলো না। তবে কিছু একটা যে ওদের পিছু নিয়েছে, সেটা ঠিক বুঝতে পারছে। ডান হাতে ধনুকটা, আর বাঁ হাতের মশালটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ও।

ওরা চলে এসেছে। দ্রুতই আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে।

পাঁচ মিনিট এভাবেই কাটল। ওরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর হঠাৎ করেই ওদের সতর্ক করার জন্য চেঁচিয়ে উঠল আমানজীত। সুড়ঙ্গটি একটি বড় সমতল

BanglaBook.org

পাথরের খণ্ডের সামন এসে শেষ হয়ে গেছে। আমানজীত মশাল উঁচিয়ে পুরো জায়গাটা ভালো করে দেখে নিল একবার। ওর চোখে মুখে তীব্র ভয়ের ছাপ।

সামনে এগোবার কোনও পথ নেই।

ওরা যে পাথর খণ্ডটার উপর দাঁড়িয়ে আছে এর আয়তন, লম্বায় প্রায় ত্রিশ গজ। তারপরেই প্রায় বিশ গজের সমান একটা খাদ। জয়গাটার শেষ প্রান্তে দুইটা মোটাসোটা কাঠের স্তম্ভ বসানো, এবং দড়ি বোনা। একটা ঝুলন্ত সেতু, যার অপর প্রান্ত অন্ধকারে ডুবে আছে। আমানজীত মশাল নিয়ে খাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। মশালের মৃদু আলোতে খাদের অপর পাশটা দেখা যাচ্ছে। অপর প্রান্তেও দুইটি কাঠের স্তম্ভ বসানো, দড়িও বোনা কিন্তু ছিঁড়ে গেছে বা কেউ কেটে ফেলেছে বলেই মনে হলো। মশালটা নিচের দিকে তাক করে খাদের গভীরতা মাপার চেষ্টা করল ও।

মশালের আলো খাদের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছলো না।

খাদটা কোনও ভাবেই পার হওয়া সম্ভব না। ওরা আটকা পড়ে গেছে।

'এখন কী হবে?' আমানজীত কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল। দীপিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিক্রম এতক্ষণে চলে এসেছে। 'দেখা যাচ্ছে, এতে মাত্র তিনটা দড়ি। মানে এটা একটা ঝুলন্ত সেতু, নিচের সমতল ভাবে বোনা দড়িটা হলো হাঁটার জন্য, আর দুইপাশের দড়ি দুটো হলো ভার নিয়ন্ত্রণের জন্য। সেতুটা দিয়েই তো আমরা যেতে পারি।'

'ওই পাশ থেকে ছিঁড়ে গেছে এটা,' আমানজীত বলল।

'খাদটার গভীরতা কেমন? তুমি কী কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছ?' দীপিকা জানতে চাইল।

ওদের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ছাপিয়ে, খাদের নিচ থেকে জল গড়িয়ে চলার শব্দও আসছে।

'শোনো,' আমানজীত বলল। 'মনে হচ্ছে নিচে কোনও চলমান নদী প্রবাহ আছে। আমি কি নিচে নেমে দেখব?' ও জানতে চাইল। 'সেতুর দড়ি ব্যবহার করে খুব সহজেই আমি নিচে নেমে যেতে পারব।'

'ওইটা আবার কী?' খাদের কিনারের এক পাশে আঙুল তুলে দেখাল দীপিকা। সেখানে পাথরের মূর্তির মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ও বস্তুটার দিকে এগিয়ে গেল।

'দাঁড়াও,' আমানজীত বলে উঠল। 'আমি দেখছি।'

হঠাৎ করে চোখে অন্ধকার দেখল বিক্রম। ওর মনে হচ্ছে, এটা কম্পিউটারের ত্রিমাত্রিক কোনও বুদ্ধির খেলা, যার সমাধান করতে হবে। ওদের হাতে তাহলে আর কতুটুকু সময় আছে? ও বিচলিত হয়ে উঠল, সেতুর কাঠের স্তম্ভে ভর দিল।

BanglaBook.org

মনে হলো যেন ওর শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আঁতকে উঠল, আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেল। সাথে চারপাশের দৃশ্যও বদলে গেল।

ছোট্ট গোল একটা চেহারা, খাদের অপর পাশ থেকে সতর্কভাবে চেয়ে আছে। সেতুর দড়িটা এখন আর ছেঁড়া না। নতুন এই দৃশ্যটা দেখা মাত্রই ও বুঝে গেল, বিশেষ করে লোকটার গায়ের প্রচীন পোশাক দেখে, যে চোখের সামনে অতীত ভেসে উঠেছে। আরও বুঝতে পারল, লোকটা... ও নিজেই, মানে... আরম ধূপ। ওর অতীত জীবনের চিত্র ওর চোখে ভেসে উঠেছে। ওর মাথা ঝিম ধরল, শরীর কেমন ক্লান্ত লাগছে যেন। কবি একটা খঞ্জর দিয়ে সেতুর দড়িগুলো কাটতে শুরু করল। দড়ি শক্ত বিধায়, আরও জোর দিয়ে কাটতে লাগল সে। আরমের পিছনে একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখতে পেল। ছেঁড়া কাপড় গায়ে একটি মেয়েকে, হতবুদ্ধি আর ব্যথিত দেখাচ্ছে, একা একা সুড়ঙ্গ ধরে দৌড়ে যাচ্ছে। ছেঁড়া কাপড় সত্ত্বেও মেয়েটাকে চিনতে ভুল হলো না। ছোট রাণী দরিয়া। তার চোখ দুটো ঠিক দীপিকার চোখের মতোই।

এই দৃশ্যটা আর দেখার ইচ্ছে রইল না ওর, চোখ বন্ধ করে ফেলল। ভাগ্যের কি পরিহাস- আরম কিনা সেতুর দড়ি কেটে ফেলে! আরম... মানে ও! আমার জন্যই ওরা এখানে আটকা পরেছে, অতীতের কৃতকর্মের ফল এখন ভোগ করছে! ওর ভাবনার পরিবর্তন ঘটল, অন্য আরেকটি দৃশ্য ওর মনকে আচ্ছন্ন করল।

আবার অতীতে ফিরে গেল ও। ঘটনাটা এমন ভাবে ঘটছে যে, ওর আত্মা অতীতে গিয়ে সব কিছু দেখছে। এখন ও সেতুর অপর পাশের কিনারে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে তরবারির সাথে তরবারির সংঘর্ষের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। শাস্ত্রীকে দেখতে পেল, কয়লার মতো জ্বলতে থাকা প্রকাণ্ড এক অবয়বের সাথে লড়ছে। যার সারা শরীর আগুনে পুড়ে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, হাতের তরবারিটাও তপ্ত লাল, যেন মাত্রই আগুন থেকে ওঠানো হয়েছে। এবারও চিনতে ভুল করলো না ও। রবীন্দ্র।

খাদের ওপাশে, ভয়ঙ্করভাবে দগ্ধ রবীন্দ্রর সাথে লড়ছে শাস্ত্রী। আর এপাশ থেকে আরম ধূপ সেতুর দড়ি কাটায় ব্যস্ত!

অবশেষে বাস্তবতায় ফিরে আসল বিক্রম।

সময় যেন থমকে গিয়েছিল, মাত্র কয়েক সেকেন্ড অতিবাহিত হয়েছে। ওর যা বোঝার আর জানার ছিল সব মনে পড়ে গেল। যেন কম্পিউটার থেকে ওর মস্তিষ্কে সব কিছু ডাউনলোড হয়ে গেছে। যেন কোনও অগ্নি প্রবাহ ওর শরীরকে উতপ্ত করে তুলেছে। মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেছে সারা শরীরে। ওর দেহটা এমনভাবে কেঁপে উঠল, আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল খাদ থেকে। ওর সব মনে পড়ে গেছে।

BanglaBook.org

দৃশ্যগুলো ওর মনকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছে-অযৌক্তিক স্মৃতিগুলো, টুকরো টুকরোভাবে মনে পড়ছে। যদিও এর কোনও ভিত্তি নেই, তবুও ওর মনকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। স্মৃতি, চেহারা, নাম, স্থান...কথা! বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা...আর একের পর এক পরাজয়! এই সবকিছুই ছিল পূর্ব জন্মগুলোর ভাসা ভাসা স্মৃতির অসম্পূর্ণ অংশ, যা ও কল্পনায় আর অবচেতনে দেখত। স্মৃতিগুলো এমন–কখনও ব্রিটিশদের সাথে দক্ষিণের কোনও অঞ্চলে যুদ্ধ করছে, আবার কখনও উত্তরে মুসলিমদের সাথে। এক জন্মে কোনও এক ব্রিটিশ মেয়েকে চুমু খাচ্ছে, তো আরেক জন্মে কোনও নিগ্রো মেয়ের হাত ধরে আছে। কখনও রাজা-মহারাজাদের সাথে পথ চলছে, আবার কখনও ভিক্ষুকের মতো। আরও দেখছে তলোয়ার আর বর্শা। আর আছে তীর ও ধনুক। আর কিছু থাক বা না থাক, তীর-ধনুক থাকবেই। তবে শুধুই যে এই দুইটা তা না। মন্ত্রও সাথে থাকে, ফলে স্মৃতিগুলোকে আর সাধারণ কোনও কল্পনা বলে মনে হয় না। এই মুহূর্তেও ওর মাথায় কিছু মন্ত্র ঘুরছে। অবচেতনেভাবেই ও সেগুলো উচ্চারণ করল। তারপরেই দৃশ্যপট আবার বদলে গেল, ভয়ানক এক দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে।

মৃত্যুর দৃশ্য। প্রতিটা জন্মে কীভাবে ওর আত্মা দেহকে ত্যাগ করেছে তার দৃশ্য। বারংবার কীভাবে ওর আত্মা ব্যর্থতার গ্লানি কাঁধে নিয়ে দেহকে ত্যাগ করেছে। আর প্রতিবার পুনর্জন্ম হতেই ওই একই চোখ ওর আত্মাকে ঠুকরে মেরেছে, ছুরিকাঘাত করেছে, গুলি করেছে, নয়ত বা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। চোখ দুটো আর কারও নয়, রবীন্দ্রর।

বিক্রমকে হতাশা আঁকড়ে ধরেছে যেন, এমনকি বিলাপও করছে ও। গাল বেয়ে অশ্রু জলের সাথে দৃশ্যগুলোও গড়িয়ে পড়ল। ওর এখন সব মনে পড়ে গেছে, প্রতিটা জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি সব। আর প্রতিটা জন্মেই এমন একটা মুহূর্ত এসেছে, যখন ওর অতীতের সব কিছু মনে পড়ে যায়। একদম শুরু থেকে, প্রথম জীবন থেকে। যেখানে ওকে আরম ধূপ নামে চেনা হতো। জন্মান্তরের সূচনা সেখান থেকেই।

তবে এখন ও আরম না... এমনকি নিজেকে বিক্রম বলেও মনে হচ্ছে না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, আর কিছুই দেখতে চাচ্ছে না ও। অতীতে এখানে কী হয়েছিল তা-ও দেখার ইচ্ছা নেই আর। দৃশ্যগুলোকে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, যেন একটা ছোট্ট পাথর টুকরো খাদের মাঝে ছুঁড়ে ফেলল। কাঠের গুড়িটা ছেড়ে দিল, বাস্তবতায় ফিরে এসেছে। বাকি দুইজনের দিকে তাকাল। কয়েক বছর কেটে গেছে নাকি কয়েক সেকেন্ড মাত্র? ওরা কেউই জায়গা ছেড়ে কোথাও যায়নি, যার যার জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। তবে দীপিকা ওর দিকে বাঁকা নজরে চেয়ে আছে।

'আরম করেছে কাজটা! সেতুর দড়ি আরম কেটেছে! এর জন্যই সেতুটার এই অবস্থা।' কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল বিক্রম।

BanglaBook.org

ভয়াতুর চোখে খাদের দিকে তাকাল দীপিকা। 'আরম? কবি? কিন্তু কেন? আর তুমি কীভাবে জানলে?' ও ঘুরে আমানজীতের দিকে তাকাল, সে ওই পাথর খণ্ডটাকে পরীক্ষা করছিল, যেটা দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি লোক শুয়ে আছে, আর তার বুকের উপর লম্ব ভাবে একটা তরবারির গাঁথা।

আমানজীত তরবারিটা খুলে ফেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

'আমার হাতে এটা ভালো মানিয়েছে,' কিছুটা ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলল ও। 'মনে হচ্ছে যেন আমার কথা ভেবেই বানানো হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' বিক্রম বলল। 'এটা তোমারই। অন্যভাবে বলতে গেল, এটা শাস্ত্রীর।'

আমানজীত একবার ওর দিকে তাকাল, পরক্ষণেই আবার তরবারিটার দিকে তাকাল। 'তরবারিটা তো পুরোটাই জং ধরা।' কথাটা বলেই এটা ফেলে দিতে উদ্যত হলো ও।

'দাঁড়াও, আমাকে দেখতে দেও!' এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলেই, সামনে সামনে এগিয়ে গেল বিক্রম।

আমানজীত একটু দ্বিধা করল, অবশেষে ওর হাতে দিয়ে দিল। দীপিকা এখনও খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে, তবে এখন নিচের দিকে চেয়ে আছে।

তরবারিটা হাতে নিয়ে চোখ বুঝল বিক্রম। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল, পূর্বজন্মের স্মৃতি থেকে পাওয়া কিছু একটা। তরবারিটা নড়ে উঠল, জং উঠে গেল, তরবারিটা এখন চকচক করছে। যেন মাত্রই শান দেয়া হয়েছে, হাতলের চামড়া আর কাপড়ও নতুন দেখাচ্ছে। তরবারিটা আবার আমানজীতকে ফিরিয়ে দিল ও।

আমানজিত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'ক...কীভাবে করলে?' কথাটা বলে ও বিক্রমের দিকে এমন ভাবে তাকাল, যেন তার মাথায় দুইটা শিং গজিয়েছে।

'ময়লা লেগে ছিল শুধু,' আমানজীতের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল বিক্রম। 'আমি কিছুই করিনি। তবে তরবারিটা খুব ভালো ধাতুর তৈরি,' ও বলল।

আমানজীত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর মিথ্যা কথাটাই মেনে নিল। 'অদ্ভুত, তাই না?' তরবারিটা দিয়ে বাতাসেই কোপ বসাল ও। 'তো, এখন কী করব আমরা?'

বিক্রমের মাথায় কিছুই আসছে না। নিজেকে জড় পদার্থ মনে হচ্ছে ওর। 'সেতুর স্তম্ভটা স্পর্শ করতেই কিছু দৃশ্য দেখতে পাই আমি। আরম আর দরিয়া সেতু পার হয়ে গেছে। আমি মানে, আরম সেতুর দড়ি কাটছে। আর তুমি, মানে শাস্ত্রী এখনও এপাশেই রয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

আমানজীত ঘুরে পাথর খণ্ডটার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। 'এটা কি মৃত দেহ নাকি... তাহলে কি...?' ও থমকে গেল। 'কী বললে? শাস্ত্রীকে এখানে মৃত্যুর মুখে ফেলে আরম আর দরিয়া চলে গেছে?'

প্রথমে মাথা নাড়লেও, পরক্ষণেই আবার মাথা ঝাঁকাল বিক্রম। ও অনিশ্চয়তায় ভুগছে, কীভাবে বলবে বুঝতে পারলো না। 'এর চেয়েও খারাও কিছু...।'

আমানজীতের চেহারা বদলে গেল, কণ্ঠস্বর ও বদলে গেছে। দৃঢ় আর প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শোনাল। 'হতভাগা আরম! তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখে রেখে পালিয়েছ!' তরবারিটা শক্ত করে ধরে বিক্রমের দিকে এগিয়ে গেল। তবে দীপিকা বাঁধা দিল, কিন্তু ও শুনল না।

'তোমরা কি পাগল হলে, অতীতের কথা না ভুলে যেতে বলেছিলাম!' দীপিকা মৃদস্বরে বলল। 'এখনই নিজেদের মাঝে মিল করে নাও। আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই। এখান থেকে কীভাবে বেঁচে ফিরব সেটা ভাবো আগে।'

আমানজীত দীর্ঘ সময় নিয়ে বিক্রমের দিকে চেয়ে রইল। 'দেখে নিব তোমাকে,' বিক্রমকে শাসাল। 'এখান থেকে আগে বের হই।'

বিক্রম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ভাবতে লাগল, কীভাবে এখান থেকে বের হওয়া যায়। হঠাৎ ওর মাথায় কিছু চিন্তা খেলে গেল। অতীতেও এরকম করেছে ও, এটা ওর একটা দক্ষতা। তাই বলে সাধারণ কোনও দক্ষতা না।

কিছুক্ষণ খাদের দিকে তাকিয়ে এর গভীরতা আর এইপাশ থেকে অপরপাশের দুরুত্ব মাপল, এবং সন্তুষ্টির হাসি হাসল। ধনুকটা তুলে নিল, বিড়বিড় করে সেই আগের মন্ত্রটাই উচ্চারণ করল। সাথে সাথেই ধনুকটা নতুনের মতো হয়ে গেল। একটা তীর গাঁথল তাতে। 'আমি চেষ্টা করছি। এক সাথে একজনকে আমি ওপারে নিয়ে যেতে পারব। দীপিকার আগে যাওয়াটি বোধহয় ঠিক হবে!'

'কীভাবে?' আমানজীত জানতে চাইল। 'কী শুরু করেছ এসব?'

'দেখতে থাক, তাহলেই বুঝবে।' ও দীপিকার দিকে তাকাল। 'তৈরি হও। আর মনে রেখো, দুই হাতই কিন্তু খালি রাখতে হবে।'

দীপিকা অনিশ্চিত ভাবে আমানজীতের দিকে তাকাল। 'বিক্রম, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'হয়তো বা। তবে আমার ধারণা এটা কাজ করবে। আমি পারব কাজটা করতে। তুমি কি তৈরি?'

দমকা বাতাসের ঝাপটা লাগল মশালটায়, নিভুনিভু করছে সেটা। বিক্রম দেখল, মেয়েটা রাজি হয়ে গেছে। 'ঠিক আছে। এখন আমাকে কী করতে হবে?'

'খানিক অপেক্ষা,' দৃঢ়তার সাথে বলল কথাটা বিক্রম। মনের ভেতর স্মৃতির জানালা খুলে গেল। ভয়ঙ্কর সব জায়গা আর দৃশ্য ভেসে উঠল, তবে ও ভয় পেল না। ভয় পাওয়ার দিন শেষ ওর।

BanglaBook.org

খাদের কিনার থেকে একটু পিছিয়ে আসল। দুইপাশের কাঠের স্তম্ভের মাঝ দিয়ে নিশানা তাক করে বিড়বিড় করে মন্ত্রটা উচ্চারণ করল। এইবার একটু সময় নিল মন্ত্রটা কার্যকর হতে। শরীর থেকে যেন শক্তির স্রোত বয়ে গেল, মৃদু কেঁপে উঠল... যেমনটা আগেও হয়েছে।

তীরটা ধনুক ত্যাগ করল... খুব, খুবই ধীমে তালে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা।

'তীরটা আঁকড়ে ধরো!' দীপিকাকে বলল ও।

দীপিকা এমন ভাবে তীরটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বস্তবতা আর অলৌকিকতার মাঝামাঝি পড়ে গেছে ও। 'কীভাবে... মানে... কি এটা?'

'এটা একটা ধীম্যাস্ত্র-ধীর গতির তীর।' ও মুচকি হাসল। 'আমি আবিষ্কার করেছি! এখন দুই হাত দিয়ে এটা আঁকড়ে ধরো।'

দীপিকা দ্রুত গিয়ে তীরটাকে এক হাতে শক্ত করে ধরল। যখন দেখল এটা থামছে না, এমনকি পড়েও যাচ্ছে না, বরং সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন দুই হাতেই আঁকড়ে ধরল। তীরটা ওকে টেনে খাদের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল।

'অবিশ্বাস্য!' টেনে টেনে বলল দীপিকা।

বিক্রম মাথা নাড়ল। 'তা তো বটেই। এখানে বাস্তবতা খুঁজে সময় নষ্ট করো না। দেখো হাত ফসকে তীরটা যেন বেরিয়ে না যায় আবার!' কথাটা বলেই তীরটাতে ফুঁ দিল, সাথে সাথেই ওটার গতি বেড়ে গেল, সেকেন্ডে ছয় ফুট করে দুরত্ব অতিক্রম করল। মেয়েটা শুধু একটা চাপা আর্তনাদ করার সুযোগ পেল। কেননা দেখা গেল, পরক্ষণেই ওর পা মাটি স্পর্শ করেছে। খাদ পাড় হয়ে গেছে সে।

আমানজীত হাঁ করে বিক্রমের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন সে একটা সার্কাসের খেলোয়ার।

'কে তুমি?'

'বিক্রম খান্দাভানি। আরম ধূপ। এছাড়াও আরও অনেক নাম আছে। কথা হলো, তুমি তৈরি কি?'

'অসম্ভব,' মিনমিন করে বলল আমানজীত। 'এমনকি রামও এটা পারতেন কিনা সন্দেহ।'

'অবশ্যই তিনি পারতেন,' বিক্রম বলল। 'যাই হোক, তুমি তৈরি তো?'

আর ঠিক তখনই ওরা যে সুড়ঙ্গ দিয়ে এসেছে, সেটা থেকে অদ্ভুত শব্দ আসতে লাগল। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। ফিসফিস আর সরীসৃপের মতো হিসহিস শব্দ আসতে লাগল।

BanglaBook.org

দীপিকা খাদের অপর পাশে পৌছে তীরটা ছেড়ে দিতেই, সেটা পিছনের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেয়ে নিচে পরে গেল। মধ্যাকর্ষণ যেন লুফে নিল তীরটাকে ।

'আমি এসে পরেছি!' ও চিৎকার করে বলল। 'অবিশ্বাস্য!'

খাদের এপাশে এখন পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে আমানজীত আর বিক্রম।

'তাড়াতাড়ি এস!' দীপিকা বলেই চলেছে। 'তোমরা দুজনই, একটু তাড়াতাড়ি করো!'

বিক্রম আরেকটি তীর গাঁথল ধনুকে। 'এবার তুমি যাও! অতীতে এর শেষ পরিণতি আমি দেখেছি। আমি চাই না সেটা আবার হোক। তাই তুমিই আগে যাও।'

আর ঠিক তখনই সুড়ঙ্গের মুখে একটা মেয়েলী অবয়ব দেখা গেল। ফ্যাকাসে অবয়বটা ধীরে ধীরে সামন এগিয়ে আসছে, মশালের আলোয় নিজেকে উন্মোচিত করছে। হোলিকা, আর বাকি চার রাণী তার পিছে আসছে। বিক্রমের মুখে ঘৃণা ফুঠে উঠল। এখন আরেকটা ধীম্যাস্ত্র নিক্ষেপের সময় নেই।

আমানজীত হাতের তরবারিটা শক্ত করে ধরল। 'আমি কাউকে পিছে ফেলে রেখে যাই না,' গর্জে উঠল যেন।

বিক্রমের মনে হলো যদি আরম ধূপও এই কথা বলতে পারত। 'তোমার ইচ্ছা।'

'এটাই সত্যি।'

পাঁচ রানির অশরীরি অবয়বগুলো জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। মশালের আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'এবারও কি রাজা তার স্ত্রীদের পিছে লুকিয়েছে?' বিক্রম অবজ্ঞার ছলে বলল। 'এতো বছ পরেও, অভ্যাসটা বদলায়নি তাহলে।'

'জীবন যেন একটা বৃত্তের মতো চক্রাকারে ঘুরেই চলেছে, আরম ধূপ,' হোলিকা হিসহিস করে বলল। 'আর এইবারও তোমার নিঃসঙ্গ মৃত্যুই কপালে লিখা আছে।'

'ভুল বকছ,' আমানজীত বলল।

হোলিকা হেসে উঠল। 'তোমার পায়ের নিচের সুড়ঙ্গে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে,' আমানজীতকে উদ্দেশ্য করে বলল। 'শাস্ত্রীর কঙ্কাল। শীঘ্রই তোমাকেও সেখানে পাঠানো হবে। চিন্তা করো না, আমরাই সে ব্যবস্থা করব।'

পাঁচ রাণী একসাথে ক্ষুধার্ত পশুর ন্যায় গর্জে উঠল, হাতগুলো থাবা বসানো'র মতো করে ঝাপিয়ে পড়ল ওদের উপর।

BanglaBook.org

মান্ডোরের মৃত রাণী, পদ্মার শূন্য চোখের কোটরের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাস।

অশরীরিটা সাপের মতো লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

'আমায় ছেড়ে দাও,' রাস ফিসফিস করে বলল, ভয়ে ওর গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না। 'আমি মরতে চাই না।'

'আমিও চাইনি,' পদ্মার আত্মা বলল।

রাসের পায়ের সামনে আসতেই হাতগুলো প্রশস্ত হয়ে, ওর গলার দিকে এগিয়ে আসল।

ও একদম দেয়ালের সাথে লেগে গেছে, ভয়ে অথর্ব হয়ে গেছে, শ্বাস নেয়ার জন্য ছটফট করছে।

পায়ের তলায় ঠাণ্ডা কিছু একটা বস্তুর স্পর্শ পেতেই, সেটা আঁকড়ে করে ধরল। সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা রূপার চিঠি খোলার ছোট্ট ছুরি।

'আমার আর কোনও উপায় নেই,' পদ্মা বলল। 'তোমাকে আমার খুব দরকার। একমাত্র তুমিই পারো আমাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে।' রাসের গলার কাছে হাতটা নিতেই, ওর সারাদেহ জুড়ে ঠাণ্ডার একটা স্রোত বয়ে গেল। মনে হলো যেন হৃদপিণ্ডটাই ফেটে যাচ্ছে। রানির চোখে অস্পষ্ট আলো জ্বলে উঠল, মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসল। রাসের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

রানির বুক বরাবর রূপার ছুড়িটা বসিয়ে দিয়েছে রাস।

অশরীরি পদ্মা চিৎকার করে উঠল, চারপাশে প্রতিধ্বনি তুলল, জানালার কাঁচগুলো ভেঙ্গে গেল। দুই হাত দিয়ে বুকে আটকে থাকা ছুরিটা ধরল, যেন কোনও ঠাণ্ডা আগুন। পেছনে সরে গিয়ে ঘরময় বাতাসে ভাসতে লাগল, দেয়ালের সাথে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। প্রতিবার দেয়ালে আছড়ে পড়ছে আর মনে হচ্ছে যেন এক ব্যাগ হাড়-গোড় দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে।

প্রথমবার পদ্মার দেহটা দেয়ালে আছড়ে পড়তে, রাসের মনে হলো যেন ওর বুকের ভিতরেও বিস্ফোরণ ঘটল। তীব্র এক বাঁকুনি খেয়ে, খাট থেকে মেঝেতে পড়ে জ্ঞান হারাল মেয়েটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় সাতাশঃ সম্মানের মৃত্যু
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

দরিয়ার চিৎকারে চির ধরল বাতাসে, সেতুর ডান পাশের দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। শাস্ত্রী একপাশে ঝুলে পড়েছে। আরম দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল, এক হাত দিয়ে কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে আরেক হাত দিয়ে দরিয়াকে চেপে ধরল, টান দিয়ে পেছনে নিয়ে আসল।

দরিয়া হাত পা ছুঁড়ছে, চেঁচামেচি করছে, আরমের হাত থেকে মুক্ত হতে চাইছে। তবে ও শক্ত করে ধরে রেখেছে। আর ঠিক তখনই সেতুর সবকটা দড়িই ছিঁড়ে গেল, খাদ থেকে বিচ্ছিন হয়ে গেল ওটা। শাস্ত্রী চিৎকার করে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। মুহূর্তের জন্য সব কিছু যেন থমকে গেল, ছবি হয়ে ওর চোখে আটকে গেল। সারাটা জীবন ওকে এই ছবি বিভীষিকার মতো যন্ত্রণা দেবে। দরিয়া হাঁ করে তাকিয়ে আছে, অথর্ব হয়ে গেছে। আরমের দিকে ঘুরল, তির্যক বাঁকা চোখে তাকাল। আরমের মনে হলো যেন হোলিকা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

দরিয়া খাদের দিকে ঘুরে শাস্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকল, কিন্তু কোনও উত্তর পেল না। শুধু জলের মাঝে কিছু একটা পড়ার শব্দ শোনা গেল। দরিয়ার আর্তচিৎকার চারপাশে প্রতিধ্বনিত হলো। ওকে খাদের সামনে থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করল আরম। তবে দরিয়া ঝটকা মেরে আরমের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করল, আর উল্টো ঘুরে একটা থাপ্পর মারল আরমকে।

'সব দোষ তোমার! তুমিই দড়িগুলো কেটেছ! তোমার জন্যই আজ শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে! সব তোমার দোষ!'

আরম পিছে সরে দাঁড়াল, মিনতি করল, বুঝানোর চেষ্টা করল। 'আর কোনও উপায় ছিল না...।'

দরিয়া ওর কোনও কথায় কান দিল না, কাঠের গুঁড়ি ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে সেনাপতির নাম ধরে ডাকল। 'শাস্ত্রী!'

কিন্তু কোনও প্রতিউত্তর এলো না।

ও পিছন ফিরে, চোখে বিষাদ আর তীব্র ঘৃণা নিয়ে আরমের দিকে তাকাল।

আরম ওই চোখের ভাষা বুঝতে পারল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

দরিয়া লাফ দিল।

BanglaBook.org

আরম এখন নিঃসঙ্গ। ঘণ্টা খানেক পার হয়ে গেছে, তবুও দরিয়ার নাম ধরে একবার, আরেকবার শাস্ত্রীর নাম ধরে ডেকে চলেছে। অন্ধকার থেকে কোনও উত্তর আসছে যদিও। মশালের আলোও নিভে গেছে, চারপাশ অন্ধকার এখন। নিজের চেহারা খামচে ধরল, চিৎকার করল, হতাশা আর অপরাধী মনোভাব ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। দরিয়াও নেই, শাস্ত্রীও নেই। নিজেকে পাপী মনে হল, বিশ্বাসঘাতক মনে হলো। সব শেষে অপদার্থ মনে হলো।

আমি একটা দুর্বল আর কাপুরুষ।

আরম নতজানু হয়ে বসল, চোখ থেকে অশ্রু মুছে ফেলল, নিজেকে নিয়ন্ত্রন করল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করল, নিজের মুক্তির জন্য, আর যাদেরকে ও হতাশ করেছে তাদের জন্য।

এইভাবে কতক্ষণ ছিল ও ঠিক বলতেও পারবে না। আর হঠাৎ এই শব্দটা কেন শুনল তাও বলতে পারছে না। হয়তো বা মনের ভ্রম। হয়তো বা উন্মাদ হয়ে গেছে। ওর ভেতর কিছু একটা হচ্ছে, যা ও বুঝতে পারছে না। মস্তিষ্কের কোনও একটা গোপন দরজা উন্মচিত হলো যেন। ও দেখল, বাঘের চামড়া উপনীত একটা বেদীর উপর পদ্মাসনে, ত্রি-নয়ন আর জটাধারী কেউ একজন বসে আছে। আরও একজনকে দেখল, খুবই সুদর্শন, মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে, এবং সহস্র মস্তকওয়ালা একটি সাপের কুণ্ডলীর উপর বসে আছে। তাদের পিছনেই একটা বাঘ মৃদু গর্জন করল। প্রাণিটির উপর একজন সুশ্রী নারী বসে আছে, তার চোখে কোনও রকমের দয়া মায়ার আভাস তো নেই-ই বরং তীব্র নজরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

তাঁরা এতটাই বৃহৎ আকারের যে, ওকে একটা বিন্দুর ন্যায় দেখাচ্ছে। ছোট্ট পাখির মতো ভাসছে তাদের সামনে। আর সবগুলো প্রকাণ্ড চোখ এক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'মেয়েটার বাঁচার কথা ছিল,' নারী কণ্ঠ বলল।

'কিন্তু তুমি ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ, এমনকি ওর প্রিয়তমকেও,' পদ্মাসনে বসা পুরুষ কণ্ঠ বলল।

'নিজের ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ,' সাপের কুন্ডলীর উপর বসা পুরুষ কণ্ঠ বলল। 'এই ভুল তোমারই সংশোধন করতে হবে।'

'তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করা হলো,' তিনজনেই সম্মিলিত কণ্ঠে বলল। 'প্রতি জন্মান্তরেই এই ভুলের কথা তোমার মনে পড়বে, এবং অতীত জন্মের কথাও স্মরণ হবে। আর যতক্ষণ না তুমি এই ভুল সংশোধন করতে পারবে, ততদিন এভাবেই চলবে। ঠিক এই মুহূর্তটাই আবার ফিরে আসবে, এবং আবার তোমার পুনর্জন্ম হবে। এটাই তোমার ভাগ্য নির্ধারন করা হলো।' সর্প কুণ্ডলীর উপর আসিত

BanglaBook.org

পুরুষটা বাতাসে হাত নাড়ল, যেন কিছু লিখল, আর সাথে সাথে স্ফুলিঙ্গের একটা বিশেষ চিহ্ন জ্বলে উঠল। 'তোমার ভাগ্য লিখিত হলো। তোমার ভুল সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত, এভাবেই চলতে থাকবে।'

একটা ঘণ্টা বেজে উঠল কোথাও। চারপাশ কেঁপে উঠল, ওর শরীর আর মনকে কেউ যেন মুচড়ে দিল। বুঝতে পারল যে ও নিচে পড়ে যাচ্ছে, মাইলের পর মাইল, অন্ধকার থেকে মেঘের রাজ্যে, অতঃপর মাটিতে, অবশেষে ওর নিজের দেহে। চিৎকার করে উঠল ও, অন্ধকার খাদের কিনারে নিজেকে আবিষ্কার করল, ওর চিৎকার চারপাশে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ঠিক কতকাল এভাবে পড়ে ছিল ও জানে না। অবশেষে মাথা তুলল, মশাল নিভে গেছে অনেক আগেই। নেই কোনও খাবার, আর না আছে জল; শরীর আঘাতের ক্ষতে জর্জরিত, বুকটা খালি খালি লাগছে। হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ থেকে বাইরে চলে আসল আরম। যেন বহুকাল বাদে আবার তপ্ত সূর্যের দেখা পেল।

ভূমি এখনও সেই আগের মতোই বাদামী, আকাশও সেই আগের মতোই নীল। তবে চারপাশ খালি। যেমনটা ওর বুকের ভেতরটা খালি।

ও বুঝতে পারল।

অনাগত প্রতিটা জীবনেই, নিজের ভুল সংশোধনের সুযোগ ওকে দেয়া হয়েছে।

শুধু মাত্র এই জীবনটা বাদে... এই জীবনে আশা ভরসা করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই ।

এখন যেহেতু আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু মাত্র মৃত্যুই ওর জন্য বরাদ্দ রয়েছে। তাই এখন একটা আশা, অন্তত মৃত্যুটা যেন সম্মানের সাথে হয়।

BanglaBook.org

অধ্যায় আটাশ ঃ রাবণের পুনরুত্থান
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০

প্রাচীন সেতুর কাঠের দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ধনুকে তীর গেঁথে সুড়ঙ্গের দিকে তাক করল বিক্রম।

হোলিকা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসল, যেন বাতাসে ভাসছে। বড় রাণী হোলিকা মাঝে আর তার দুই পাশে দু'জন করে, মোট পাঁচ জন রাণী। এদের প্রত্যেকের নাম ও জানে। কীভাবে চিতার আগুন তাদের ভস্ম করা হয়েছিল, সেটাও মনে পড়ল বিক্রমের। মিষ্টি চেহারার মেয়েগুলো রাজার ভয়ে সর্বদা কুঁকড়ে থাকত, তবে সৌখিনতায় কোনও কমতি ছিল না। এই অসীম নিপীড়ন তো তাদের প্রাপ্য নয়।

শুধু মাত্র হোলিকা ব্যতিক্রম, যাকে স্বৈরাচারী রাজা রবীন্দ্রর সাথেই তুলনা করা চলে।

'হে পুরুষোত্তম রাম, আমার সহায় হও,' ও প্রার্থনা করল।

ওর মনে হলো, কেউ যেন ওর উপর দিব্যদৃষ্টি দিয়েছে। এক ভিন্ন সময় আর স্থান থেকে।

প্রাচীন ভারতের কোনও এক বনে, রাম আর লক্ষণকে কিছু মন্ত্র শিখিয়ে ছিলেন মুনি ঋষি বিশ্বামিত্র। এই মন্ত্র গুণেই দুই ভাই দিব্য অস্ত্র লাভ করেন। অন্তত এমনটাই বলা হয়েছে রামায়ণে। আর ঠিক সেই মন্ত্রগুলোই ওর মাথায় ঘুরছে। বুঝতে পাড়ছে না কীভাবে আর কেন, কিন্তু এই মুহূর্তে ও সেটা জানতেও চায় না।

মুখ হা করে, দাঁত খিচিয়ে, বড় বড় নখর থাবায়, বাঘিনীর মতো ওদের দিকে আসছে পাঁচ রাণী। তাদের দিকে তাক করে তীর ছুড়ল বিক্রম। সেটা পাঁচটা তীরে পরিণত হয়ে, অগ্নি শিখার ন্যায় পাঁচ রানির দিকে ধেয়ে গেল।

তাদের বুকে গিয়ে বিঁধল তীরগুলো। জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় তীরগুলোর আঘাতে তারা থমকে গেল, কেঁপে উঠল এবং দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ল। মোহিনী অস্ত্র-যে কোনও জাদুশক্তিকেই দুর্বল করে দিতে সক্ষম এই অস্ত্র। শুরুতেই ওর এটা মনে হয়েছিল, অশরীরীগুলো কালো জাদুবলেই অবয়ব ধারণ করেছে।

মোহিনী অস্ত্র যেন কাজ করে, মনে মনে প্রার্থনা করল বিক্রম।

BanglaBook.org

পাঁচ রাণী একই সাথে চিৎকার করে উঠল! কেউ যেন তাদের বুকে তপ্ত লোহা গেঁথে দিয়েছে। বুকে হাত দিয়ে চিৎকার করছে, চিৎকারের ধ্বনি এখন প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এক এক করে পাঁচ রানিই মেঝেতে পড়ে গেল, যন্ত্রণায় ছটফট করছে, দেহের ভিতরটায় আগুন ধরে গেছে, গায়ের রঙ বদলে গেছে, সাদা দ্যুতি ছড়াচ্ছে। এক পর্যায়ে দেহগুলো আগুনের গোলায় পরিণত হয়ে বিস্ফোরিত হলো। তীব্র পোড়া দুর্গন্ধে চারপাশ ভরে গেল। বিক্রমের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে, চোখ জ্বালা পোড়া করছে; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করল না ও।

'হে ভগবান,' আমানজীত বলল, একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেছে ছেলেটা। 'ওরা কি মারা গেছে?'

'খুব সম্ভবত, না। সাময়িকের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলতে পার।' ধনুকে আরেকটা তীর গাঁথল বিক্রম। 'কথাটা কীভাবে তোমাকে বলব বুঝতে পারছি না, আমানজীত। তবুও বলছি, আগে শোন। এখানে মাত্র পাঁচজন রানির দেখা পেয়েছি আমরা, যেখানে ছয়জন থাকার কথা।'

আমানজীত ফ্যালফ্যাল করে বিক্রমের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কি বলতে চাচ্ছ তুমি?'

'রবীন্দ্রর সাত জন রাণী ছিল। ছোট রাণী দরিয়া পালিয়ে যায়, এবং বাকি ছয়জন চীতায় ভস্ম হয়। কিন্তু এখানে পাঁচজনের দেখা পেলাম। একজন অনুপস্থিত-পদ্মা, লাইব্রেরীতে যার দেখা পেয়েছিলাম, রাসের উপর হামলা করেছিল সে।' ও ভ্রূকুটি করল। 'মান্ডোরের সাধুর কথা আনুযায়ী, পদ্মা তাহলে রবীন্দ্রর অধীনে নেই...'

আমানজীত আর্তচিৎকার দিল। 'রাস...' ওর কণ্ঠ কেঁপে উঠল।

আরও কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু ঠোঁটের ডগায় এসেই হারিয়ে গেল। মৃত রানিদের গায়ের আগুন ছাপিয়ে, সুড়ঙ্গ মুখে একটা কালো আর প্রকাণ্ড অবয়বকে দেখা গেল। অন্ধকারে অবয়বটার লাল চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

বিক্রম অবয়বটাকে লক্ষ করে তীর ছুড়ল। তীরটা দেয়ালে লেগে বিস্ফোরিত হলো, চারপাশ কেঁপে উঠল, উপর থেকে গুঁড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু অবয়বটার কিছুই হলো না, অন্ধকারের চাদর গায়ে জড়িয়ে অবয়বটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। পরক্ষণেই একটা অশুভ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও।

'দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুই মনে পড়ে গেছে তোমার, কবি।'

কণ্ঠস্বরটা শোনে বিক্রম কেঁপে উঠল, স্মৃতিগুলো আবার ওর মনে উঁকি দিল, কিন্তু ও জোর করে স্মৃতিগুলোকে মন থেকে তাড়িয়ে দিল। ওর দৃষ্টি অন্ধকারকে ভেদ করার চেষ্টা করছে, এর অন্তরালে দেখার চেষ্টা করছে।

BanglaBook.org

অন্ধকার থেকে আবার রবীন্দ্রর কণ্ঠ ভেসে আসল। 'ভুলেও এটা ভেবো না যে, পেত্নীগুলোর মৃত্যুতে আমি দুর্বল হয়ে গেছি। ওরা শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে, ব্যস। যদিও শীঘ্রই আবার ফিরে আসবে। তুমি শুধু কিছু সময়ের জন্য ওদের নিশ্চিহ্ন করেছ মাত্র। আর এমনিতেও পেত্নীগুলোর সাহায্যের দরকার নেই আমার। আমি একাই জন্মেছি। আর একাই রাজত্ব করব।'

'কান খুলে শোনে রাখ, রবীন্দ্র। আলোতে পা রাখা মাত্রই তোমাকে নরকের অতল স্থানে পাঠাব আমি।'

চারপাশ কাঁপিয়ে হেসে উঠল রবীন্দ্র। 'সাত রানির সাতটা জীবন, নরকের সাত দরজার চাবি- রাক্ষসেরা আমাকে এটাই বলেছে। তুমি দরিয়াকে নিয়ে পালাও, আর গাধা চেতন পদ্মার ছলচাতুরীর স্বীকার হয়। ফলে বাকি পাঁচ রানিকে নিয়ে আমি দুই জগতের মাঝে আটকে গিয়েছি, অর্ধেক এই জগতে আর বাকি অর্ধেক পরজগতে। হাজার বছর ধরেই আমি অপেক্ষা করে আছি, অন্যের শরীর কব্জা করে বসবাস করছি। বাকি দুই রাণী আর তাদেরকে দেওয়া হৃদ পাথরের সন্ধান খুঁজে ফিরেছি। আর প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। তবে এতোগুলো বছর বাদে, এইবারই প্রথম সবাইকে এক সাথে পেয়েছি। আমি তো পাথরগুলোকে অনুভবও করছি, যেন আশেপাশেই আছে সেগুলো। এমনকি পদ্মার আত্মাও দেখা দিয়েছে। এবার আমি সফল হবই, এটাই হবে তোমার শেষ জীবন, আরম ধূপ। এইবার আর আমি ব্যর্থ হবো না, প্রাচীন সেই গুপ্তশাস্ত্র সম্পূর্ণ করবই। আর এই জন্মেই আমি লাভ করব অমরত্ব, হয়ে উঠব রাক্ষস-রাজ রাবণ। রাবণের পুনর্জন্ম হবে আবার।' রবীন্দ্রর কথাগুলো চারপাশে প্রতিধ্বনি তুলছে, কোথা থেকে বলছে বুঝা যাচ্ছে না। 'হ্যাঁ, এতো কিছুর পিছে এটাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। লঙ্কেশ রাজ, রাবণের পুনরুত্থান। সব শক্তি নিয়ে পুনরায় এই মর্তে ফিরে আসা, এবং রামের উপর প্রতিশোধ নেয়া। এমনকি সমগ্র মানবজাতির উপর রাজত্ব করা!'

রাবণ... পুনর্জন্ম... কথা ভাবতেই বিক্রম শিহরিত হলো।

হাতের তরবারিটা উচিয়ে, আমানজীত সামনে এগিয়ে আসল। 'আমার মনে পড়েছে,' বিক্রমকে বলল, কণ্ঠে ওর বিস্ময় এবং কাঁপিয়েও উঠছে। 'আমার মনে পড়েছে! রবীন্দ্রর সাথে লড়াই করার কথা এবং তাকে পরাজিত করার কথাও।' ওর তরবারিটা জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আমিই জয়ী হয়েছিলাম।'

'আরম ধূপ বিশ্বাস করতে পারেনি যে তুমি জিতবে,' বিক্রম বলল। 'তাই সে সেতুর দড়ি কেটে ফেলে। মেয়েটাকে নিজের করে নিতে চায়। সে... আমি... তোমাদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী।'

'অতীতের কথা আর ভেবে লাভ নেই,' আমানজীত বলল। ঘুরে বিক্রমের দিকে তাকাল। 'তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি আমি, আরম।' কথা বলার সাথে সাথেই, বিক্রমের মনের ভেতর একটা প্রশান্তি চলে আসল, আলো জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

পাশ থেকে আমানজীতও মুখ দিয়ে অস্ফুর্ত শব্দ করল। 'তুমিও অনুভব করেছ, তাই না?'

বিক্রম মাথা নাড়ল। অনুভূতিটা এমন ছিল, যেন শিকল ভেঙ্গে গেছে, যেন উষার প্রথম কিরণ ওকে স্পর্শ করেছে। তবে বেশিক্ষণ এটা নিয়ে ভাবল না ও। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এখন পর্যন্ত। রবীন্দ্র বারবার জায়গা বদল করছে, অন্ধকারে ভাসছে, যেন কোনও অদেখা স্রোত।

খাদের অপর পাশ থেকে দীপিকা চিৎকার করে ডাকল, সতর্ক করে দিল।

আমানজীত যে পাথর খণ্ডটা থেকে তরবারিটা উপরে নিয়েছিল, সেটা কেঁপে উঠল। উঠে দাঁড়াল কঙ্কালটা, ওটার চারপাশে স্বচ্ছ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাচ্ছে। ডান হাতে একটা বড় তরবারি, যদিও ময়লা লেগেছিল তবে এখন সেটা উতপ্ত দেখাচ্ছে। যেন মাত্রই আগুন থেকে উঠানো হয়েছে। রবীন্দ্র দক্ষতার সাথে বাতাসে তরবারিটা দিয়ে কোপ বসাল। 'আহ... নিজের দেহকে ফিরে পাওয়ার মজাই আলাদা...' অট্টহাসি হাসল, কদাকার আর ভয়ানক দেহটা নিয়ে সামনে এগিয়ে আসল।

আমানজীত দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষ হলো, ঝংকার ধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত হলো। একের এক আঘাত করেই যাচ্ছে, আমানজীতও থেমে নেই। বিক্রম সুযোগ খুজছে তীর ছোঁড়ার। তবে আমানজীত একজন দক্ষ যোদ্ধার মতো করে লড়ে যাচ্ছে। তরবারি চালনায় আর গতিতে রবীন্দ্রর থেকেও পটু সে। হঠাৎ এক আঘাতে রবীন্দ্রর তরবারিটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। রবীন্দ্র চিৎকার দিল। বিক্রম সাথে সাথে একটা তীর ছুড়ল, যেটা একটা বাঘের থাবার মতো করে রবীন্দ্রর দিকে ধেয়ে গেল। আমানজীতও তরবারিটা দিয়ে পুনরায় কোপ বসাল। কিন্তু রবীন্দ্র নেই।

রবীন্দ্র গায়েব হয়ে গেছে, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আবার! ওরা চারপাশে তাকাল, অন্ধকারের মাঝে তাকে খুঁজতে লাগল।

খাদের অপর পাশ থেকে দীপিকার চিৎকার ভেসে আসল।

রবীন্দ্র মেয়েটার পিছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বাঁ হাত দিয়ে গলা চেপে ধরেছে।

'প্রিয়তম রাণী,' গরগর করে বলল। 'তুমি শুধুই আমার।' ও আড়চোখে আমানজীত আর বিক্রমের দিকে তাকাল। 'তোমাদের সাথে যথেষ্ট খেলা করেছি, আর না। আমার যা দরকার তা পেয়ে গিয়েছি,' আবার অট্টহাসি দিল। 'বিদায়, গাধার দল!' কথাটা বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিক্রমের দিকে তাকাল, এবং লাফ দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

আমানজীত গর্জে উঠল। বিক্রম নিশানা তাক করে তীর ছুড়ল।

BanglaBook.org

দীপিকা আঁতকে উঠে, সেতুর স্তম্ভ আঁকড়ে ধরল, প্রিয় জীবনটাকে ও হারাতে চায় না। রবীন্দ্রও আটকা পরে গেল, না অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারল, না বাতাসে উড়তে পারল।

আর ঠিক এই মুহূর্তটাই বিক্রমের দরকার ছিল, ওর ছোঁড়া তীরটা সরাসরি রবীন্দ্রর গলায় বিঁধল। সাথে সাথে আগুন ধরে গেল। তীরটা ছিল অগ্ন্যাস্ত্র-আগুনের তীর।

রবীন্দ্র আর্তনাদ করে উঠল, দীপিকাকে ছেড়ে দিয়ে বাতাসে পাক খেল কয়েকবার। অবশেষে আছড়ে পড়ল মাটিতে। তীরটা ভস্মে পরিণত হল। গলা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বিক্রম ধনুকে আরেকটা তীর গেঁথে নিল। এদিকে দীপিকা দ্রুত জায়গা ত্যাগ করেছে। রবীন্দ্র মাকড়শার মতো চার হাত পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। গলায় একটা গর্ত হয়ে গেছে, সেখান থেকে কালো রক্ত উপচে পড়ছে, আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। 'আমি লঙ্কেশ রাজ, রাবণ! মৃত্যুকে জয় করেছি আমি!' ক্ষত থাকা সত্ত্বেও, বজ্র কণ্ঠে বলল কথাটা।

'শুধু মাত্র দেবতারাই অমর,' কথা শেষ করা মাত্র তীর ছুঁড়ল বিক্রম।

রবীন্দ্র পাশ কাটানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। যদিও নড়ে ওঠার ফলে, তীরটা ওর হৃদপিন্ডে আঘাত না করে কাধে বিঁধল। অগ্ন্যাস্ত্রটার আঘাতের ফলে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলল রবীন্দ্র, টলতে টলতে খাদের মাঝে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর কানে এলো ঝপাৎ করে কিছু একটা জলে পড়ার শব্দ।

বিক্রম কিছুক্ষণ নিচে, খাদের দিকে চেয়ে রইল, অবশেষে দীপিকার দিকে তাকাল।

আমানজীতও খাদের দিকে একবার উঁকি দিল। ওপাশে দীপিকাকে দেখা যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে।

চারপাশ নীরব হয়ে গেল।

'রবীন্দ্র কি মারা গেছে?' আমানজীত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি ওকে মারতে পেরেছ?'

বিক্রম মাথা ঝাঁকাল। 'না, এতো সহজে ও মরবে না।'

'ধ্যাত! চলো তাহলে নিচে গিয়ে শয়তানটাকে শেষ করে দিয়ে আসি?' আমানজীত বলল।

বিক্রম শিখ যুবকের দিকে তাকাল, এমনকি ছেলেটার ভিতর পর্যন্ত দেখতে পেল যেন। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ও।

'না, খাদের অন্ধকারে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জমাট অন্ধকারে লুকনোর মতো এমন বহু জায়গা রয়েছে, যেখানে আমরা পৌঁছাতে পারব না।'

'তাই বলে ওকে পালানোর সুযোগ দেয়াটা ঠিক হবে না।'

BanglaBook.org

বিক্রম চোখ বন্ধ করল। মানসপটে অনেক কিছুই ভেসে উঠল। অতীতের জীবন, স্মৃতি, আধ্যাত্মিক শক্তি। ও মনে মনে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করল। সাথে সাথে দেখতে পেল রবীন্দ্রকে, জলের নিচে একটা অন্ধকার জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে চলছে, যেখানে কোনও মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। গলার ক্ষতটা শুকিয়ে যাচ্ছে, তবুও চারপাশে কালো রক্তের ছড়াছড়ি। কিন্তু এখনও কাঁধের আগুনটা নিভেনি, জলের এতো গভীরেও আগুনটা জ্বলছে, ওকে দগ্ধ করছে। বিক্রম মাথা ঝাঁকাল। 'রবীন্দ্র চলে গেছে।'

আমানজিত মাথা কাত করে, বিরক্তি প্রকাশ করল। 'শয়তানটার থেকে আমরা কখনও কি মুক্তি পাব না?'

'পাবো, অবশ্যই পাবো। আর এই জীবনেই সেটা সম্ভব হবে,' বিক্রম বলল, ওর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুর।

'ঠিক বলছ তো?' আমানজিত জিজ্ঞাসা করল।

বিক্রম মাথা নেড়ে সায় দিতে গিয়েও থেমে গেল, মিথ্যা আশ্বাস দিতে চাচ্ছে না।

'আশা করি, পারব।'

রবীন্দ্রর সাথে লড়াইয়ের পর, সেখান থেকে চলে আসাটাই স্বাভাবিক। ধীম্যাস্ত্রের সাহায্যে খাদ পেরিয়ে, হাজার বছর আগে আরম যে পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ছিল, ওরাও সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল। তখন আরম একাই আসতে পেরেছিল, কিন্তু বর্তমানে ওরা তিনজনই সশরীরে ফিরে এসেছে। বাইরে আসতেই যেন সূর্য ওদের গায়ে চুমু খেল, বাতাস ওদের গায়ে ভালবাসার পরশ বুলাল। আমানজীতের মনে হলো, যেন কোনও দুঃস্বপ্ন থেকে এইমাত্র জেগে উঠেছে। ওর হাতে দীপিকার হাতের স্পর্শটা যেন শরীরে উষ্ণতা ফিরিয়ে দিল, শান্ত ভাবে একে অপরের দিকে তাকাল তারা। ওরা বুঝতে পারল, এটাই সেই মোক্ষম সময়। নিজের কাছে টেনে নিল মেয়েটাকে, এবং চোখ বন্ধ করল। ওর মনে হলো, যেন ওরা একে অপরের একটা অংশ, অনেক কাল পরে একত্র হলো, সম্পূর্ণ হলো।

দীপিকা শিখ যুবককে জড়িয়ে ধরল, মনে হলো যেন ঘরে ফিরে এসেছে। ওর মনের ভেতর কিছু একটা গুনগুন করতে শুরু করল, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, বিক্রমের মতো যদি ওরও সব কিছু মনে পড়ত! অতীতের সব কথা, সব স্মৃতি!

বিক্রম দাঁড়িয়ে আছে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মন স্মৃতির এতটাই গভীরে চলে গেছে যে, প্রতিটা দৃশ্যই এখন বাস্তব লাগছে। একের পর এক জীবন, সেই জীবনের অভিজ্ঞতা, আর অতিবাহিত স্মৃতি ওর মনের জানালায় উকি

BanglaBook.org

দিচ্ছে। এভাবেই চলে এসেছে, শুরু থেকেই, আর এভাবেই চলতে থাকবে। আমানজীতও ছিল সেসব অতীত জীবনে, দীপিকাও। তবে রাস ছিল না। অতীতের বিপদসংকুল সময়ে, ওরা তিনজনই পাশাপাশি লড়াই করেছে, মারাও গেছে একই সাথে, প্রতিবারই পরাভূত হয়েছে। আর প্রতিবারেই রবীন্দ্র, বিভিন্ন বেশে ওদের পরাজিত করেছে। লোকটা ওর পরম শত্রু হয়ে গেছে। সেই প্রাচীন থেকে, শুরু থেকেই।

ও দীপিকার দিকে তাকাল, জড়িয়ে ধরতে চাইল, আমানজীতের মতো করে। মেয়েটার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগল মনে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রন করল ও, জানে পরিস্থিতি অনেক পালটে গেছে, এমনকি অতীতের কোনও জীবনেই মেয়েটা ওকে ভালোবাসেনি। আর ঠিক তখনই অতীতের কিছু স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল, মেয়েটাকে বারংবার হারানো, হতাশ করা, বিশ্বাসঘাতকতা করার দৃশ্য। সাথে সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সিদ্ধান্ত নিল, এবার আর হতাশ করবে না। সময় খুবই কম, কিন্তু এর মাঝেই ওকে যা করার করতে হবে। যদিও ওর মনে হচ্ছে... শাস্ত্রী আর দরিয়ার রহস্যের কিনারা ও করে ফেলেছে। তবে বুঝতে পারল এছাড়াও আরও অনেক কিছুর কিনারা করা বাকি আছে এখনও।

দীপিকা ওর কাঁধে হাত রাখল। 'বিক্রম,' বলল। 'হয়তো আমরা এখনও মুক্তি পাইনি। তাই বলে জীবনটাকে উপভোগ করতে তো আর মানা নেই, দিনটা আজ অনেক সুন্দর। কালকের সমস্যার সমাধান আমরা কালকেও করতে পারব।' বিক্রমকে জড়িয়ে ধরল ও।

বিক্রম যেন আবেগ আর অনুভূতির মাঝে তলিয়ে গেল, মনটা প্রফুল্ল হয়ে গেল। চাইলেই ও আরম ধূপের মতো ভুল করতে পারে আবার, কিন্তু না। এবার আর সেই ভুল ও করবে না। এইবার মেয়েটাকে যেতে দিল, তার সাথে বাঁধনে জড়ানো থেকে নিজেকে সংবরণ করে নিল। দীপিকা কখনওই ওর ছিল না, কোনও জন্মেও না। অতীত যেন ওর উপর চেপে বসল, ওকে অথর্ব করে দিল। এবার ওকে ছেড়ে দেয়াই ঠিক হবে, ভাবল। দীপিকা ঠিক তাই করল, এবং আমানজীতের কাছে চলে গেল।

'তাহলে, এখন আমরা কি করব?' ওকে জিজ্ঞাসা করল আমানজীত। এই তিনজনের মাঝে কে নেতা, সেটা নিয়ে এখন আর কারও মনে কোনও প্রশ্ন নেই।

'আপাতত, আমার মনে হয়, ঘরে ফিরে যাওয়াই ঠিক হবে,' বিক্রম বলল। 'ওহ, তার আগে আমাকে একটা বই খুঁজে বের করতে হবে।'

'কি বই? রামায়ণ?' মুখে হাসি নিয়ে, মজা করে জিজ্ঞাসা করল দীপিকা।

বিক্রম মজাটা বুঝতে পারল না। 'না।'

'দীপিকা সত্যিই কি সীতা? আমানজীত জিজ্ঞাসা করল, দীপিকাকে আঁকড়ে রেখেছে ও, তবে কণ্ঠে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। 'কিংবা রাস?'

BanglaBook.org

'না,' বিক্রম ভারী গলায় বলল। 'দীপিকা আর রাস কেউই সীতা না। আর তুমিও লক্ষন নও, তুমি আমানজীত সিং বাজাজ। আমরা সাধারণ মানুষ। আজ এখানে যাই কিছু ঘটে থাকুক না কেন...। আমরা মানুষ, যারা অভিনেতা হিসেবে মঞ্চ নাটকে অভিনয় করছে। পার্থক্য একটাই, এই নাটক বারংবার চলছে তো চলছেই। এখন আবার জিজ্ঞাসা করো না যে, আমি কীভাবে জানি! আমি নিজেও প্রশ্নটার উত্তর জানি না, তবে কথাটা সত্য।' ছোট্ট করে শ্বাস ছাড়ল। 'তারচেয়ে বড় কথা। এই নাটকের এখানেই শেষ নয়। এর জন্য আমি দুঃখিত। বরং সবে তো মাত্র শুরু হয়েছে।'

BanglaBook.org

পরিসমাপ্তি
অতীত
মান্ডোর, রাজস্থান, ৭৬৯ খ্রিঃ

চেতন-রাজের রহস্যময় মৃত্যু, সেনাপতির নিখোঁজ হওয়া-সব মিলিয়ে মান্ডোর রাজাবিহীন রাজ্যে পরিণত হয়। যদিও পরে মহারাজেরই এক প্রিয় ব্যক্তি রাজ্যভার নেন, কিন্তু বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি তিনি। ধীরে ধীরে নগরটি নিঃস্ব হয়ে যায়, রয়ে যায় শুধু ধ্বংসাবশেষ। চিতা জ্বালানো কুণ্ডটা পরিণত হয় আবর্জনার স্তূপে। মানুষজন এসব ভুলে যায়। জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

তবে কিছু জিনিস মানুষ ভোলে না, সেগুলো হয়ে যায় পৌরাণিক উপকথা। পাঁচ ভৌতিক মহিলা আর এক দগ্ধ লোক, যার চোখ দুটো ছিল মৃত, হয়তো তেমনই এক উপকথা! যদিও ধীরে ধীরে এই গল্পও লোকে ভুলে গিয়েছিল!

একমাত্র আরম ধূপই কিছু ভুলতে পারেনি। সন্ন্যাসীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে, উঞ্ছবৃত্তি করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সে। আর হাতের সামনে লেখার জন্য যা-ই পেয়েছে, তাতেই কিছু না কিছু লিখেছে। প্রায় কয়েক শত কবিতা লিখেছে সে, যদিও ওর জীবদ্দশায় কেউ সেগুলো পড়ে দেখেনি। কবিতারগুলোর মূল বিষয় বস্তুই ছিল হারানোর বেদনা, আক্ষেপ। এছাড়াও অলভ্য এক নারীকে নিয়েও লিখেছে পাতার পর পাতা। তারপরে আছে ভূচিড়িয়া পাহাড়ের কথা, আর সব শেষে রয়েছে এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখা রামায়ণের বর্ণনা। বয়সের হাত ওকে আষ্টে-পৃষ্টে আঁকড়ে ধরলে, লেখাগুলোকে মরুর বুকে একটা নির্দিষ্ট শিলাপটের নিচে পুঁতে রাখে সে। সেই সাথে হৃদ পাথরটাও। আশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে ও, আর প্রতিটা দিনই কাটায় নিদারুণ যন্ত্রণায়, আক্ষেপে আর অনুশোচনায়। ওর সুখ আসে যখন দেহ থেকে আত্মা মুক্তি লাভ করে।

পরে বৃদ্ধ পুরুহিতরা ওর লেখাগুলো খুঁজে পেয়ে পড়ে এবং পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী ভেবে যেন তা আর করে না। বরং দুর্লভ বইয়ের তাকের এক কোনায় ফেলে রাখা হয় ওগুলো, কালের পরিক্রমায় ভুলতে বসে। তাই লেখাগুলোও আর নষ্ট হয় না। তবে কদাচিৎ কেউ না কেউ এগুলোকে আবার খুঁজে পায়, কয়েক কপি ছাপিয়ে প্রকাশ করে, এই আশায় যদি তা কারও মনোযোগ আকর্ষন করে। যদিও আরম ধূপের সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না, তবুও দেখা যায় প্রতি প্রজন্মেই কেউ না কেউ লেখাগুলো ঠিক খুঁজে বের করে,

BanglaBook.org

আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জিইয়ে রাখে। পরে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত তার লেখাগুলোকে সরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

কোনও কিছু না জেনেই একজন অজ্ঞাত কবির সন্ধান করাটা খুবই দুঃসাধ্য। কিন্তু দেখা যায় প্রতিবারই কেউ একজন লুকনো লেখা গুলো খুঁজে পায়, আর উদ্ভাসিত করে। যেন সে আগে থেকেই জানত এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

পরিসমাপ্তি
বর্তমান
যোধপুর, রাজস্থান, মার্চ ২০১০ সাল

আমানজীত সিং আর দীপিকা চৌধুরীর সম্পর্ক তাদের দুই পরিবারই মেনে নেয়। দুজনের লেখা-পড়ার পাট চুকলে, কোনও চাকরি পাওয়ার পরেই বিয়ে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় তারা। আমানজীতের মা তার দ্বিতীয় ছেলের দিল্লি যাওয়ার কথা শুনে প্রথমে অবাক হয় আর পরে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। দীপিকার মায়ের সম্পর্কটা পছন্দ হয়নি, এ গুজবও রটেছিল। তবে শুধুমাত্র অন্তরঙ্গ কয়েকজনই জানত, ওদের দুজনের জন্মই হয়েছে একে অপরের জন্য। ওদের আলাদা করা সম্ভব না।

এখনও সুখবর শেষ হয়নি। খুব শীঘ্রই দীনেশ খান্দাভানী আর কিরণ কৌর বাজাজও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। আইনের চাপে পড়ে চরনপ্রীত পারিবারিক অর্থ সম্পত্তির ভার কিরণকে বুঝিয়ে দেয়। মহিলা বুঝতে পারে, তাকে যতটুকু বোঝান হয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশি ধনী সে। এ-ও বুঝতে পারে, মৃত স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদের অনেকাংশই চরন আত্মসাৎ করেছে। ফলে তার নামে অর্থ আত্মসাৎ এর মামলা করে কিরণ। বাবার আনন্দে বিক্রম খুব খুশি। বিশিন আর বিশেষ করে আমানজীতকে ভাই ডাকতে কোনও আপত্তি নেই ওর। ওদের পরিবার এখন অনেক বড়, সংখ্যা আর সুখ সমৃদ্ধিতেও। যদিও দেখতে অনেকটা রামায়ণের অযোধ্যা পরিবারের মতোই লাগে। পুরো যোধপুর জুড়ে, দীনেশ আর কিরণ মিলে নতুন বাড়ি খুঁজে বেরাচ্ছে। দীনেশ চায় কিরণকে নিয়ে আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করতে, আর কিরণ এতে খুব খুশি হয়েছে। যদিও বিক্রমের এইসবে কোনও আপত্তি ছিল না, তবে এই নতুনত্বের সাথে মানিয়ে নেয়ার সময়ও ওর নেই; আগস্টে মাসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার উদ্দেশ্যে মুম্বাইয়ে যাচ্ছে ও।

আমানজীত আর ও মিলে রাসকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পদ্মা আত্মা ওকে এখনও দেখা দেয় কিনা। রাস অস্বীকার করে বসে। তবে বিক্রম নিশ্চিত জানত মেয়েটা মিথ্যা বলছে। একবার ওদের পুরাতন স্টোর রুমে ওকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু কী হয়েছিল সেখানে তা কাউকে বলেনি রাস। তবে স্বাস্থ্যের কোনও অবনতি দেখা দেয়নি। রাসের এখানে থাকাই ভালো, ভাবল বিক্রম। আর অপর

দিকে অতীতের সাথে ওর কী সম্পর্ক বা আদৌও কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে বিক্রমের মনে কিন্তু আছে। এই নতুন স্মৃতি সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানার বাকি আছে বিক্রমের। পুরোপুরি কিছুই জানা হয়ে উঠেনি এখনও। তাই ও কোনও ভাবেই মিলাতে পারছে না, পদ্মার আত্মা কেন রাসের কাছে আসবে? হয়তো বা ও অসুস্থ বা দুর্বল বলে! কিন্তু তারপরও, কথা থেকেই যায়। এই তত্ত্বে কেন যেন ওর মন সায় দেয় না। এখন আর কোনও কিছুকেই কাকতালীয় বলে মনে হয় না ওর।

যোধপুর থেকে চলে যাওয়ার আগে আরেকবার মান্ডোরে যায় বিক্রম। নির্দিষ্ট একটি শিলাপটের নিচ থেকে, একটি দিনলিপি বের করে আনে ও। যেন আগে থেকেই জানত এটা কোথায় পাওয়া যাবে। কেননা আশি বছর আগে, পূর্বজন্মে দিনলিপিটা এখানেই ওটাকে নিজ হাতে রেখেছিল ও। এমনকি রাবণ আর মন্দোদারীর যেখানে বিয়ে হয়, সেখানেও গিয়েছিল ও। যদি কিছু মনে পড়ে, এই আশায়। কিন্তু কিছুই মনে পড়েনি। পূর্বজন্মের কথা এখনও পুরোপুরি মনে পড়েনি ওর, তবে জানত ধীরে ধীরে সবটাই মনে পড়বে। আর এই দিনলিপিটাই ওকে সাহায্য করবে।

এটাই কি শেষ জীবন ধারণ, এখানেই কি মিলবে আরম ধূপ, মদন শাস্ত্রী আর দরিয়া এক-হালিতানকে ঘিরে গড়ে ওঠা রহস্যের সমাধান? রবীন্দ্র'র সাথে যুদ্ধও কি এখানেই শেষ হবে? ফলাফল ভালো হোক আর মন্দ, বিক্রম এখন এটাই চায়।

BanglaBook.org

সংযুক্তি

যোধপুর

ভারতের রাজস্থান রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের নাম যোধপুর। রাজারাও যোধার নামেই শহরের নামকরণ হয়। এখানকার প্রায় সব বাড়িই নীল রঙ করা, তাই এর আরেক নাম নীল শহর। সূর্যদেবের আশির্বাদ যেন উতলে পড়ে এখানে, ফলে বছরে ৩৩-৫৪ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকে, তাই এর আরেক নাম সূর্য নগরও। প্রথাগতভাবে নীল রঙের বাড়ী যোধপুরে ব্রাহ্মণদের চিহ্নিত করে। কিন্তু বর্তমানে অ-ব্রাহ্মণরাও এই নীল আইনের আওতায় পড়ে। নীল রঙয়ের আরেকটা কারন হলো, সূর্যের প্রখর তাপমাত্রা থেকে শহরকে ঠাণ্ডা রাখা। আবার অনেকে বলে, নীল রঙের ফলে মশার উৎপাত কম হয়। শহরটার রয়েছে কিছু জটপাকানো মধ্যযুগের আঁকাবাঁকা রাস্তা যার শেষ প্রান্তের ঠিকানা অজানা। এই শহরের আরও একটি আকর্ষণ হলো, মেহেরাণগড় দুর্গ। এই দূর্গের ছায়ায় বেড়ে উঠা এই শহরের গায়ে যখন পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের কোমল আলো এসে পরে, তখন শহরটাকে যেন ত্রিমাত্রিক কোনও ছবি বলে মনে হয়।

BanglaBook.org

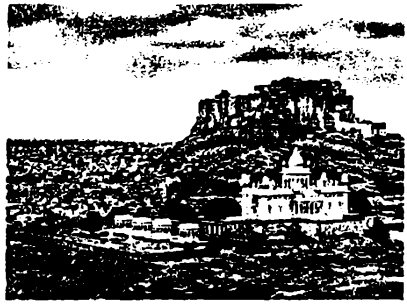

মিহিরগড় থেকে মেহেরাণগড়

অহঙ্কারী পেশিবহুল মিহিরগড় যোধপুরের নীল আকাশে সোজা উঠে গেছে। সংস্কৃত শব্দ মিহির অর্থ সূর্য, আর গড় শব্দের আরেক অর্থ হলো দুর্গ। তো মিহিরগড় শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সূর্য দেবের মন্দির। এটা একটা চমৎকার জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শণ। দূর্গের ভেতর ধূপের গন্ধে মুখরিত, দোকান ও বাজার যেখানে ঢাক ও মন্দিরের জিনিসপত্র থেকে তামাক ও শাড়ী সবই পাওয়া যায়। ১৪৫৯ সালে রাঠোর রাজা, রাও যোধা ভূমি থেকে প্রায় ৪০০ ফুট এই খাড়া পাথুরে ঢালে নতুন দুর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। আর যেহেতু তারা সূর্য দেবের অনুসারি ছিলেন তাই এর নাম দেন মিহিরগড়। পরে এই রাজস্থানী উচ্চারণ মিহিরগড় শব্দটা কালের পরিবর্তনে হয়ে যায় মেহেরাণগড়। আর এই দুর্গকে ঘিরেই গড়ে উঠে যোধের শহর যোধপুর। দুর্গটায় প্রবেশে মূলত সাতটা ফটক পাড় হতে হয়। এর মাঝে উল্লেখ্যযোগ্য হলো–

- জয় পোলঃ ১৮০৬ সালে মহারাজা মান সিং জয়পুর আর বিকানির জয়ের আনন্দে এই ফটকটা নির্মান করেন।
- ফাতেহ পোলঃ ১৭০৭ সালে মোঘলদের সাথে জয়ী হওয়ার পর নির্মাণ হয়।
- লোহা পোলঃ সর্বশেষ ফটক, এর পরেই মূল ভবন। এর দুই পাশের দেয়ালেই অনেকগুলো হাতের চিহ্ন আছে, যেগুলোকে স্থানীয়রা সতীর হাত বলে মানে।

মূল ভবনের ভেতর রয়েছে আরও অনেকগুলো মহল। মতিমহল, ফুলমহল, আয়নামহল, দৌলতখানা। শৈল্পিক ছুরিয়া কারুকার করা মহলগুলো দেখতে ভারী সুন্দর দেখায়। এছাড়াও রয়েছে একটা যাদুঘর। আর তাতে আছে রাজাদের ব্যবহিত খাট, পালঙ্ক, দোলনা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র, বস্ত্র-পরিচ্ছদ। দূর্গের কেল্লাগুলোতে আছে অনেক গুলো তোপ। এমনকি সেখানে দাঁড়িয়ে পুরো শহরটাকে এক ভিন্ন রূপে উপভোগ করা যায়।

BanglaBook.org

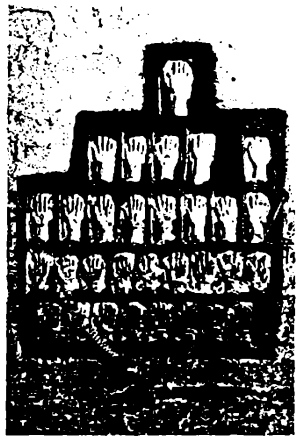

মেহেরাণগড়ে সতীর হস্ত ছাপ (ফলক)

১৮৩৪ সালে মহারাজা মান সিং এর মৃত্যুর পর, রাজার শব দেহের সঙ্গে রানিদেরও জীবন্ত দাহ করা হয়। সেই সব রানীদেরই হাতের ছাপ শোভা পাচ্ছে মেহেরাণগড়ের, লোহা পোল নামক সর্বশেষ ফটকের দেয়ালে। যদিও ছাপগুলো সত্যিকারের কারও হাতের ছাপ নয়, বরং তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি ফলক বলা যেতে পারে। মোট পনেরোটা এমন ফলক রয়েছে দেয়ালে, কমলা রঙে রাঙা, আর ফুলের মালা চড়ানো। অন্যান্য সব নিদর্শনের মতো হাজারো দর্শনার্থীর কাছে একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই সতীর হাতের ফলক।

BanglaBook.org

মান্ডোরের বাগান

যোধপুরের উত্তর দিকে মান্ডোর অবস্থিত। জায়গাটাড় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মেহেরাণগড় হলেও, সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা একটা বাগনও জায়গাটার আরেকটা ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। বাগানটাতে রয়েছে যোধপুরের রাজা, মহাজারাদের স্মৃতিস্তম্ভ। এর মাঝে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো, মহারাজা অজিত সিং-এর স্মৃতিস্তম্ভ। বাগানের ভেতরে একটা ছোট্ট টিলাও রয়েছে, যেখানে রয়েছে মহারানীর স্মৃতিস্তম্ভ। এই বাগানের আরও একটি বিশিষ্ট হলো, লাল পাথরের তৈরি চারতলা বিশিষ্ট হিন্দু দেবতার মন্দির। যাতে রয়েছে প্রায় তেত্রিশ লক্ষ দেবতাদের বাহারি ছবি ও শিলা মূর্তি। মূর্তিগুলো পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে, এবং চোখধাধানো রঙে আঁকা হয়েছে। হল অফ হিরোজ নামে একটি যাদুঘরও আছে বাগানটিতে। যেখানে দেখা যাবে রাজা মহারাজাদের পাথরের মূর্তি, এই মূর্তিগুলোও পাথর কেটেই তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন রঙে আঁকা হয়েছে। এককালে মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী ছিল এই মান্ডোর, ছিল রাজ প্রাসাদ। পাহাড়ের পেছনেই দেখা মিলবে সেই প্রাচীন মান্ডোরের, আর প্রাচীন সেই রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG